ভিডিও বক্তৃতার মডিউল:
প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র

১৩টি বক্তৃতা

বক্তা: রেভা. কর্ণেলিস হ্যারিঙ্ক

The John Knox Institute
of Higher Education

বিশ্বব্যাপী মণ্ডলীর কাছে আমাদের সংস্কারপন্থী উত্তরাধিকার অর্পণ করা

John Knox Institute of Higher Education
Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

© 2021 by John Knox Institute of Higher Education

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means for profit, except in brief quotations for the purposes of review, comment, or scholarship, without written permission from the publisher, John Knox Institute, P.O. Gox 19398, Kalamazoo, MI 49019-19398, USA.

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are from the Authorized

King James Version. Visit our website: www.johnknoxiinstitute.org

Rev. Cornelis Harinck is an emeritus minister of the Gereformeerde Gemeente in

the Netherlands. www.gergeminfo.nl

মডিউল

প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র

১৩টি বক্তৃতা

বক্তা: রেভা. কর্ণেলিস হ্যারিঙ্ক

১। ভূমিকা ৪

২। নিবন্ধ ১ – পিতা ঈশ্বর এবং সৃষ্টি..১০

৩। নিবন্ধ ২ – প্রভু যীশু খ্রীস্ট, ঈশ্বরের একজাত পুত্র...............................১৭

৪। নিবন্ধ ৩ – কুমারীর গর্ভে পরিত্রাতার জন্মগ্রহণ ২৫

৫। নিবন্ধ ৪ – খ্রীস্টের দুঃখভোগ ৩১

৬। নিবন্ধ ৫ – খ্রীস্টের পুনরুত্থান ৩৮

৭। নিবন্ধ ৬ – খ্রীস্টের মহিমান্বিতকরণ...৪৫

৮। নিবন্ধ ৭ – জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা হিসাবে খ্রীস্ট ৫১

৯। নিবন্ধ ৮ – পবিত্র আত্মা ঈশ্বর ৫৬

১০। নিবন্ধ ৯ – খ্রীস্টের সর্বজনীন মণ্ডলী...৬৩

১১। নিবন্ধ ১০ – পাপের ক্ষমা ৬৯

১২। নিবন্ধ ১১ – দেহের পুনরুত্থান ৭৬

১৩। নিবন্ধ ১২ – অনন্ত জীবন..৮২

প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র

রেভা. কর্ণেলিস হ্যারিঙ্ক

প্রতিলিপি – বক্তৃতা ১

ভূমিকা

প্রিয় শ্রোতা, প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রের বক্তৃতার সিরিজে আপনাকে স্বাগত। আমি সাধারণ বিশ্বাসসূত্র এবং প্রৈরিতিক* বিশ্বাসসূত্রের ভূমিকা দিয়ে শুরু করব।

"বিশ্বাসসূত্র" শব্দটি শুনতে আকর্ষণীয় নয়। বিশ্বাসসূত্র, তত্ত্ব, ধর্মমত, স্বীকারোক্তি এবং প্রশ্নোত্তর, বর্তমান সময়ে জনপ্রিয় নয়। অনেকে বলে, "কথা নয়, কিন্তু কাজ। আমরা যা স্বীকার করি বা বিশ্বাস করি তার উপর নয়, বরং এই পৃথিবীতে আমরা যা করি তার উপর এটি প্রবাহিত"। তবুও প্রথম খ্রীস্টবিশ্বাসীরা মতবাদকে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে গণ্য করেছিলেন, কারণ পঞ্চাশত্তমীর পর আমরা মণ্ডলীর বিষয়ে পড়েছি, "আর তারা প্রেরিতদের মতবাদে অবিচল ছিল" (প্রেরিত ২:৪২)। এবং ঠিক সেটাই আমরা করতে চাই।

আপনি যখন 'প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র' নামটি পড়বেন, তখন হয়তো জিজ্ঞাসা করবেন, প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র কী? আপনি হয়তো এটাও জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, বিশ্বাসসূত্র কী? প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র আমাদেরকে যীশু খ্রীস্টের প্রেরিতদের কথা মনে করায়। প্রেরিতেরা যদি আমাদের সাথে এখন থাকতেন, তাহলে বর্তমান মণ্ডলীর কাছে সেটা কতখানি উৎসাহের বিষয় হত, কিন্তু তারা অনেক আগেই মারা গিয়েছেন। যাই হোক না কেন, আমাদের কাছে প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র আছে, যা প্রেরিতদের শিক্ষা ও তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে এক স্বীকারোক্তি।

"ক্রীড" একটি ল্যাটিন শব্দ, যার অর্থ "আমি বিশ্বাস করি"। প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র হল এক স্বীকারোক্তি, যেখানে বিশ্বাসীরা বলেন, "এটাই আমি বিশ্বাস করি", এবং যার দ্বারা মণ্ডলীও সেটি বিশ্বাস করার কথা বলে। এটিকে মতবাদীয় ভাষায় বলতে গেলে, ঈশ্বর ও পরিত্রাণ সম্পর্কে খ্রীস্টবিশ্বাসীরা যা বিশ্বাস করেন, তার বৈধ ও মৌলিক বিবৃতি হল বিশ্বাসসূত্র। বিশ্বাসসূত্র হল বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি এবং খ্রীস্টিয় তত্ত্বের সারমর্ম। প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র হল এমন এক সংক্ষিপ্ত বিশ্বাসসূত্র বা স্বীকারোক্তি, যেটিতে মাত্র ১১৩টি শব্দের দ্বারা খ্রীস্টবিশ্বাসের মূল সত্যকে প্রকাশ করা হয়েছে। এটি খ্রীস্টিয় বিশ্বাসের সবচেয়ে প্রাথমিক বিবৃতি।

প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র এক প্রাচীন বিশ্বাসসূত্র, এমনকি খ্রীস্টিয় মণ্ডলীর প্রাচীনতম ধর্মীয় দলিল। এটি আমাদেরকে খ্রীস্টবিশ্বাসের প্রথম দিনগুলিতে নিয়ে যায়। প্রথম মণ্ডলীতে নতুন বিশ্বাসীদেরকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য কিছু বিশ্বাস স্বীকারোক্তির প্রয়োজন ছিল। মণ্ডলী বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে, যারা প্রকৃতই খ্রীস্টবিশ্বাসে এসেছিল, তাদের চিহ্নিত করার জন্য তার (মণ্ডলীর) কিছু উপায়ের প্রয়োজন ছিল। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি ছিল, "কে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে পারে?" এবং "বাপ্তিস্ম গ্রহণের জন্য কীসের প্রয়োজন?" প্রেরিত ৮:৩৭ পদে আমরা পড়ি, ফিলিপ চেয়েছিলেন যে, বাপ্তিস্ম নেওয়ার আগে নপুংসক যেন সুসমাচারের প্রতি তার বিশ্বাস স্বীকার করেন। ফিলিপ তাকে বলেন, সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত যদি আপনি বিশ্বাস করেন, তাহলে আপনি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে পারেন। নপুংসক উত্তর দেন, "যীশু খ্রীস্ট যে ঈশ্বরের পুত্র, ইহা আমি বিশ্বাস করিতেছি"। তার স্বীকারোক্তির পর তিনি ফিলিপের দ্বারা বাপ্তাইজিত হন। এটি খ্রীস্টিয় মণ্ডলীতে নিয়ম হয়ে ওঠে। বিশ্বাস স্বীকারোক্তি ছাড়া কখনই বাপ্তিস্ম দেওয়া হয়নি। বাপ্তিস্ম নেওয়ার আগে নপুংসককে যেমন বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি করতে হয়েছিল, তেমনভাবে অন্যান্য যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে চেয়েছিল, তাদের প্রত্যেককেও প্রকাশ্যে খ্রীস্টিয় বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি করতে হয়েছিল। সমস্ত খ্রীস্টিয় মণ্ডলীর জন্য এটি বাধ্যতামূলক ছিল।

এছাড়া, পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তিস্ম সম্পাদিত হত। বাপ্তিস্ম গ্রহণের আগে, বাপ্তিস্ম গ্রহণকারীদেরকে সৃষ্টিকর্তা পিতা ঈশ্বর, উদ্ধারকর্তা পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্রীকরণকারী পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের প্রতি তাদের বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি করতে হত। নতুন বিশ্বাসীদের জন্য বিশ্বাসের এই বাধ্যতামূলক ঘোষণাটি, বিশ্বাসের আরও কিছু নিয়মের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। সেগুলি বাপ্তিস্মমূলক স্বীকারোক্তি হিসাবে সম্পাদিত।

দ্বিতীয় শতাব্দীর খ্রীস্টিয় মণ্ডলীতে ইতিমধ্যেই বিশ্বাসের কিছু নিয়ম ছিল, যেগুলি বিশ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে স্পষ্ট করে তুলেছিল। তারা ত্রিত্ব মতবাদের উপর জোর দিয়েছিল এবং পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর সম্পর্কে খ্রীস্টবিশ্বাসীরা কী বিশ্বাস করত, তা স্বীকার করেছিল। খ্রীস্টের পরে, ১০০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে, রোমীয় মণ্ডলীর কাছে কিছু ধর্মীয় বিবৃতি ছিল, যেগুলি বাপ্তিস্মের সময়ে ব্যবহৃত হত। সেগুলি পরবর্তী সময়ে গৃহীত প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রের বারোটি অনুচ্ছেদের মতো প্রায় একই ছিল।

প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র নামটি একটু বিভ্রান্তিকর। কারণ 'প্রৈরিতিক' নামটি ব্যবহার করা হলেও, বারোজন প্রেরিতের কারোর দ্বারা এটি লেখা হয়নি। কথিত আছে, পরজাতিয়দের কাছে সুসমাচার প্রচারের জন্য প্রেরিতেরা জেরুশালেম থেকে ছড়িয়ে পড়ার আগে, তারা প্রত্যেকে একটি করে বিশ্বাসের নিবন্ধ লিখেছিলেন। এর দ্বারাই বোঝা যায় কেন প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রে ১২টি নিবন্ধ রয়েছে, এবং কীভাবে এটি অস্তিত্বে এসেছে। তবে এই দাবির পক্ষে কোনও প্রমাণ নেই। এটি নিছকই কথিত, কোনও সত্যের উপর ভিত্তি করে নয়।

বিশ্বাসের প্রাথমিক নিয়মগুলি, সময়ের সাথে সাথে, ধাপে ধাপে প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যেটিকে আমরা বর্তমানে জানি। প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রের তত্ত্বটি প্রথম মণ্ডলীতে শিক্ষার্থী বিশ্বাসীদেরকে (যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হত) শিক্ষাদানের জন্য ব্যবহৃত হতে শুরু করেছিল। সেইজন্য প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র কোনও ধর্মীয় সভার ফলাফল নয়, কিন্তু প্রথম মণ্ডলীর খ্রীস্টবিশ্বাসীদের জীবন ও অভ্যাস থেকে উদ্ভূত। এই বিষয়টি আমাদেরকে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সত্য সম্পর্কে শিক্ষা দেয় যে, ধর্মীয় সভা ও সম্মেলনগুলি এই বিশ্বাসসূত্রকে খ্রীস্টিয় মণ্ডলীর সাধারণ স্বীকারোক্তি হিসাবে গ্রহণ করার আগে থেকেই প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রের অস্তিত্ব ছিল।

কোনও ধর্মীয় সভা, পোপ বা কোনও বিচারপতির দ্বারা প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রকে মণ্ডলীর উপরে চাপানো হয়নি। পরিবর্তে, এটি প্রেরিতদের শিক্ষা এবং প্রথম খ্রীস্টিয় মণ্ডলীগুলির অভ্যাসের মধ্য থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। স্বতঃস্ফূর্তভাবে এটি অস্তিত্বে এসেছিল। মণ্ডলীর হৃদয় থেকে এটি উদ্ভূত হয়েছিল। প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র, স্থানীয় মণ্ডলীগুলিকে খ্রীস্টের দেহের সদস্য হিসাবে যুক্ত করেছে। নাম হিসাবে প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র সহজে তুলে ধরে যে, এই নিবন্ধগুলি প্রেরিতদের শিক্ষার অনুরূপ।

কিছু কিছু মণ্ডলী এবং গোষ্ঠী, বিশ্বাসসূত্র এবং স্বীকারোক্তির বিরোধিতা করে থাকে। এদের মধ্যে পেন্টিকোস্টাল মণ্ডলী, ক্যারিসম্যাটিক মণ্ডলী, অ্যাসেম্বলি অভ্ বিলিভার্স, এবং অন্যান্য সুসমাচার প্রচারধর্মী মণ্ডলীগুলির কথা মনে পড়ে। তারা বেশ দৃঢ়ভাবেই সমস্ত বিশ্বাসসূত্র এবং নিয়মের বিরোধিতা করে থাকে, যা বিভিন্ন ধর্মীয় সভাগুলির দ্বারা মণ্ডলীর উপরে চাপানো হয়ে থাকে। তারা মনে করে যে, স্বীকারোক্তি এবং বিশ্বাসসূত্রগুলি মানুষের তৈরি, সেইজন্য সেগুলিকে বাদ দেওয়া উচিত। তাদের স্লোগান হল, "কোনও বিশ্বাসসূত্র নয়, কিন্তু বাইবেল। কোনও বিশ্বাসসূত্র নয়, কিন্তু খ্রীস্ট। কোনও তত্ত্ব নয়, কিন্তু প্রভু"। তারা বলে, "বাইবেল আমার বিশ্বাসসূত্র, এবং খ্রীস্ট আমার স্বীকারোক্তি"। এই বিবৃতিগুলিতে একটি সত্য রয়েছে, যা অনুকরণের যোগ্য। আমরাও এই চিন্তার সাথে মনেপ্রাণে একমত যে, তত্ত্ব ও জীবনের অভ্যাসের একমাত্র কর্তৃত্বকারী হিসাবে বাইবেলের জায়গায় অন্য কিছুকে স্থান দেওয়া যায় না। আমরা এ নীতির সাথেও একমত যে, কোনও কিছুই খ্রীস্টের স্থানে বসতে পারে না। পিতরের কথানুযায়ী, আর অন্য কাহারও কাছে পরিত্রাণ নাই; কেননা আকাশের নীচে মনুষ্যদের মধ্যে দত্ত এমন আর কোনও নাম নাই, যে নামে আমাদিগকে পরিত্রাণ পাইতে হইবে (প্রেরিত ৪:১২)।

কিন্তু সমস্যা হল, যখন কারও কাছে কোনও বিশ্বাসসূত্র বা স্বীকারোক্তি থাকে না, তখন অনেকেই বাইবেলসম্মত নয় এমন ধারণা পোষণ করে থাকে। খ্রীস্টিয় মণ্ডলীর কাছে বিশ্বাসসূত্র থাকা

বাইবেলসম্মত। বাইবেল, বিশ্বাসসূত্র সম্বন্ধীয় বিবৃতি ও স্বীকারোক্তিতে পূর্ণ। আসলে আমরা ইতিমধ্যেই পুরাতন নিয়মের বিশ্বাসসূত্রের সম্মুখীন হয়েছি। দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪ পদে আমরা ইস্রায়েলীয়দের স্বীকারোক্তি পড়ে থাকি: " হে ইস্রায়েল শুন; আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু একই সদাপ্রভু"। বাস্তবিকভাবে এটা এক বিশ্বাসসূত্র এবং যিহূদীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিশ্বাসসূত্র, কারণ এই বিশ্বাসসূত্রটি ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব ও স্বতন্ত্রতাকে স্বীকার করে। এছাড়া, নতুন নিয়মেও বিশ্বাসসূত্র ও স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়। সুসমাচারের লেখনীগুলি যীশু খ্রীস্ট ও পরিত্রাণের পথের বিষয়ে সাক্ষ্যে পূর্ণ। যোহন ৩:১৮ বলা হয়েছে, যে তাঁহাতে বিশ্বাস করে, তাহার বিচার করা যায় না; যে বিশ্বাস না করে, তাহার বিচার হইয়া গিয়াছে, "যেহেতুক সে ঈশ্বরের একজাত পুত্রের নামে বিশ্বাস করে নাই"। আমরা যীশুর নিজের সাক্ষ্যও পড়ে থাকি, তিনি বলেছেন, "আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না" (যোহন ১৪:৬)। আমরা পিতরের স্বীকারোক্তির বিষয়েও চিন্তা করতে পারি, "আপনিই খ্রীস্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র"। ১তীমথি ৩:১৬ পদে আর একটি পুরাতন বিশ্বাসসূত্র নথিবদ্ধ আছে: "আর ভক্তির নিগূঢ়তত্ত্ব মহৎ, ইহা সর্বসম্মত, যিনি মাংসে প্রকাশিত হইলেন, আত্মাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হইলেন, দূতগণের নিকট দর্শন দিলেন, জাতিগণের মধ্যে প্রচারিত হইলেন, জগতে বিশ্বাস দ্বারা গৃহীত হইলেন, সপ্রতাপে ঊর্দ্ধে নীত হইলেন"। প্রেরিত ৮:৩৭ পদে আমরা ইথিওপিয়ার নপুংসকের স্বীকারোক্তি পড়ে থাকি, "যীশু খ্রীস্ট যে ঈশ্বরের পুত্র, ইহা আমি আমি বিশ্বাস করিতেছি"। যারা বাপ্তিস্ম নিতে ইচ্ছুক ছিল, তাদের সকলকেই এই ধর্মীয় স্বীকারোক্তির প্রয়োজন ছিল। ফিলিপীয়দের প্রতি লেখা পত্রের ২ অধ্যায়ে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাসসূত্রের বিষয়ে দেখতে পাই, যেটি ইতিমধ্যেই নতুন নিয়মের খ্রীস্টবিশ্বাসীদের দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। প্রেরিতেরা খ্রীস্টকে এভাবে সম্বোধন করেছিল, "ঈশ্বরের সমরূপ হয়েও তিনি নিজেকে ঈশ্বরের সমান মনে করলেন না: কিন্তু নিজেকে শূন্য করলেন, দাসের রূপ নিলেন, এবং মানুষের সাদৃশ্যে জন্মিলেন: এবং আকারে-প্রকারে মানুষ হয়েও তিনি নিজেকে অবনত করলেন, এবং মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত আজ্ঞাবহ থাকলেন"।

খ্রীস্ট সম্পর্কে এই অনুপ্রাণিত বিবৃতিগুলি গান হিসাবে মণ্ডলীতে ব্যবহৃত হয়েছে। সেগুলি ছিল স্তবের বিশ্বাসসূত্র, যা কিছু বিশ্বাস করা হয়েছিল সেগুলির স্তোত্রমালা। বিভিন্ন সভা-সমাবেশে সেগুলি পাঠ করা হত, এমনকি বর্তমানে কিছু কিছু মণ্ডলীতে এখনও প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র স্বীকার করা হয়। প্রথম শতাব্দীতে রোমীয় রাজ্যপালের দ্বারা এটি নথিবদ্ধ হয়েছে যে, খ্রীস্টবিশ্বাসী হল তারা, যারা রবিবারে তাদের ক্রুশবিদ্ধ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে গান-প্রার্থনা করার জন্য সন্ধ্যাবেলায় মিলিত হত।

প্রেরিত পৌল, খ্রীস্টবিশ্বাসের কিছু প্রাথমিক উপাদানের প্রতি বিশ্বাস করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি করিন্থীয় মণ্ডলীকে তিরস্কার করেছেন, "হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদিগকে সেই সুসমাচার জানাইতেছি, যে সুসমাচার তোমাদের নিকট প্রচার করিয়াছি, যাহা তোমরা গ্রহণও করিয়াছ, যাহাতে তোমরা দাঁড়াইয়া আছ; আর তাহারই দ্বারা, আমি তোমাদের কাছে যে কথাতে সুসমাচার প্রচার করিয়াছি, তাহা যদি ধরিয়া রাখ, তবে পরিত্রাণ পাইতেছ; নচেৎ তোমরা বৃথা বিশ্বাসী হইয়াছ"। এর পরে খ্রীস্ট সম্বন্ধে এক সত্যের সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা হয়েছে: "ফলতঃ প্রথম স্থলে আমি তোমাদের কাছে এই শিক্ষা সমর্পণ করিয়াছি, এবং ইহা আপনিও পাইয়াছি যে, শাস্ত্রানুসারে খ্রীস্ট আমাদের পাপের জন্য মরিলেন, ও কবরপ্রাপ্ত হইলেন, আর শাস্ত্রানুসারে তিনি তৃতীয় দিবসে উত্থাপিত হইয়াছেন"। এটি একটা বিশ্বাসসূত্র ও স্বীকারোক্তির মতো শোনায়, যা খ্রীস্টিয় মণ্ডলী যীশু খ্রীস্ট সম্পর্কে যা বিশ্বাস করেছিল, তা প্রকাশ করে।

প্রথম খ্রীস্টবিশ্বাসীদের কাছে বিশ্বাসসূত্র ও স্বীকারোক্তি ছিল। "যীশুই প্রভু!" এই স্বীকারোক্তি ছিল প্রাচীন বিবৃতিগুলির মধ্যে একটি, যা প্রথম খ্রীস্টবিশ্বাসীদেরকে সংযুক্ত রেখেছিল। তারা যীশুকে সমস্ত কিছুর উপরে প্রভু হিসাবে স্বীকার করেছিল। তারা যীশুকে মশীহ, ঈশ্বরের পুত্র, পরিত্রাতা, এবং মৃত্যুর উপর বিজয়ী নামে ডাকত। প্রথম খ্রীস্টবিশ্বাসীদের কাছে মাছের একটি চিহ্ন ছিল, যেটিকে "ইখতুস" বলা হত। মাছের গ্রিক শব্দ হল ইখতুস। এই শব্দের অর্থ এই গ্রিক শব্দের অক্ষরগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। সেগুলি হল: যীশু, খ্রীস্ট, ঈশ্বর, পুত্র এবং পরিত্রাতা। এটির মাধ্যমে খ্রীস্টবিশ্বাসীরা যীশুকে খ্রীস্ট হিসাবে, ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে, এবং পরিত্রাতা হিসাবে বিশ্বাস করার স্বীকারোক্তি

করেছিল। এটা ছিল স্বীকৃতির এক চিহ্ন। যখন কেউ মাছের ছবি আঁকত, তখন অপর ব্যক্তি বুঝে নিত যে, সে একজন খ্রীস্টবিশ্বাসীর সাথে কথা বলতে চলেছে। তাড়নার সময়ে এটা ছিল একে-অন্যকে চেনার চিহ্ন। এছাড়া যীশু সম্পর্কে তারা কী বিশ্বাস করত, তার স্বীকারোক্তি হিসাবেও এটি কাজ করত।

খ্রীস্টবিশ্বাসীরা তাদের বিশ্বাসের স্বীকারোক্তির জন্য সবসময় নির্দিষ্ট কিছু বিবৃতি ব্যবহার করত। যখন কেউ আপনাকে আপনার বিশ্বাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আপনি তখন সেটির উত্তর আদিপুস্তক থেকে প্রকাশিত বাক্য পর্যন্ত পাঠ করে দেন না। পরিবর্তে সমগ্র বাইবেলের শিক্ষাকে আপনি সংক্ষিপ্তসার করে বলেন। ঠিক এইভাবেই আমরা আমাদের বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি সমগ্র জগতের কাছে তুলে ধরি। একজন বিশ্বাসী কাকে এবং কী বিশ্বাস করে, সে বিষয়ে নির্দিষ্ট বিবৃতি না দিলে জগতের কাছে সাক্ষী হতে পারে না। প্রত্যেকেই তাদের অর্থ প্রকাশের জন্য বিবৃতি ব্যবহার করে থাকে – একইভাবে খ্রীস্টবিশ্বাসীরাও। প্রকৃতপক্ষে, যখন কেউ চিৎকার করে বলে, “কোনও বিশ্বাসসূত্র নয়, কিন্তু খ্রীস্ট। কোনও বিশ্বাসসূত্র নয়, কিন্তু বাইবেল”, তারাও কিন্তু আসলে একটা বিশ্বাসসূত্র আওড়ায়। এই ধরনের বিবৃতিগুলি তখন আপনাদের বিশ্বাসসূত্রে পরিণত হয়।

বিশ্বাসসূত্র, স্বীকারোক্তি এবং প্রশ্নোত্তর যুবক-যুবতীদেরকে নির্দেশদানের জন্য এবং জগতের কাছে আমাদের সাক্ষী হওয়ার জন্য খুবই মূল্যবান। কোনও একসময় একজন খ্রীস্টবিশ্বাসী তার ছোট মেয়েকে নিয়ে, একজন অবিশ্বাসীর সাথে প্রার্থনা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। প্রকৃতপক্ষে প্রার্থনা কী, তিনি সেই বিষয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু তা বোঝানোর জন্য সঠিক শব্দ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। সেই অবিশ্বাসীটি জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছিলেন, “প্রার্থনা কী; কোন বিষয় এটাকে এত বিশেষ করে তোলে?” তখন ছোট্ট মেয়েটি প্রশ্নোত্তর থেকে যা শিখেছিল, সেখান থেকে একটি অংশ উদ্ধৃতি হিসাবে ব্যবহার করে, “প্রার্থনা হল, আমাদের পাপের স্বীকারোক্তি এবং ঈশ্বরের দয়াকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করে, আমাদের ইচ্ছাগুলিকে ঈশ্বরের কাছে নৈবেদ্য হিসাবে উৎসর্গ করা, যেন খ্রীস্টের নামে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে তা হয়”। প্রশ্নোত্তরের জন্য ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক, কারণ সেটির দ্বারা প্রার্থনা কী, তা এই মেয়েটি বলতে শিখেছিল।

বিশ্বাসসূত্র এবং স্বীকারোক্তিগুলি যদি বিশ্বাসের জ্ঞান ও পরিত্রাণের অভ্যাসের জন্য বাইবেলের চূড়ান্ত ক্ষমতাকে, এবং শাস্ত্রের পর্যাপ্ততাকে সরিয়ে রাখত, তাহলে সেগুলির প্রতি আপত্তি করা বৈধ। যে সমস্ত স্বীকারোক্তি এবং বিশ্বাসসূত্র বাইবেলের শিক্ষার বিপরীতে মতবাদ দেয়, সেগুলিকে অবশ্যই বাদ দেওয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে রোমান ক্যাথলিক সভার বিশ্বাসসূত্রের কথা মনে পড়ে, যেটি বাইবেলের শিক্ষার বিপরীত, যা কেবলমাত্র এই শিক্ষা দেয় না যে, পোপ হল পৃথিবীতে খ্রীস্টের প্রতিনিধি, পাশাপাশি এও শিক্ষা দেয় যে, জীবিত ও মৃতদের সুবিধার জন্য প্রভুর ভোজের সময় খ্রীস্টের বলিদানকে পুনরাবৃত্তি করার ক্ষমতা পুরোহিতের রয়েছে। বিশ্বাসসূত্র এবং স্বীকারোক্তিগুলি যখন শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয় না, তখন তা মণ্ডলীর কাছে বিপদজনক হয়ে ওঠে। প্রকৃত বিশ্বাসসূত্র এবং স্বীকারোক্তিগুলি শাস্ত্রীয় মতবাদের প্রতিধ্বনি ও পুনরাবৃত্তি করে, এবং সেইজন্য সেগুলি বাইবেলেরই অধীন। যখন সেগুলি শাস্ত্রের চূড়ান্ত ক্ষমতাকে সরিয়ে দেয়, তখন তা মণ্ডলীর জন্য বিপদজনক। খ্রীস্টের মণ্ডলী সোলা স্ক্রিপচুরা – কেবলমাত্র শাস্ত্রকে মেনে চলে।

মণ্ডলীর কাছে কেন বিশ্বাসসূত্র থাকবে তার আরও একটি কারণ রয়েছে। মণ্ডলীর দায়িত্ব হল সত্যকে ভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করার। প্রেরিত পৌল তীমথিকে সতর্ক করেছিলেন, “তুমি আমার কাছে যাহা যাহা শুনিয়াছ, সেই নিরাময় বাক্যসমূহের আদর্শ খ্রীস্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাসে ও প্রেমে ধারণ কর” (২তীমথি ১:১৩)। ১তীমথি ৬:২০ পদে তিনি বলেছেন, “হে তীমথিয়, তোমার কাছে যাহা গচ্ছিত হইয়াছে, তাহা সাবধানে রাখ; যাহা অযথারূপে বিদ্যা নামে আখ্যাত, তাহার ধর্ম্মবিরূপক নিঃসার শব্দাড়ম্বর ও বিরোধবাণী হইতে বিমুখ হও;”। পৌল মনে করতেন যে, খ্রীস্টিয় শিক্ষার এক মান রয়েছে, খ্রীস্টিয় মতবাদ রয়েছে, এবং সত্যের অংশ রয়েছে যা ঈশ্বর মণ্ডলীকে মতবাদের আকারে ধরে রাখতে দিয়েছেন। যখন আপনি জিজ্ঞাসা করেন, মণ্ডলী কী? কোন বিষয় মণ্ডলীকে মণ্ডলী করে তোলে? পৌল বলেন মণ্ডলী হল “সত্যের স্তম্ভ ও দৃঢ় ভিত্তি” (১তীমথি ৩:১৫)। পৌল এখানে মণ্ডলীকে সত্যের স্তম্ভ ও ভিত্তি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। মণ্ডলীর দায়িত্ব হল সত্যকে সমর্থন করা ও রক্ষা করা। সে (মণ্ডলী)

এটিকে ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছে, তাই সে তার ইচ্ছামতো এটির পরিবর্তন করতে পারে না। পরিবর্তে, সে সেই সত্যকে ঈশ্বরের গৌরব এবং মানুষের ভালোর জন্য পবিত্র সম্পদ হিসাবে তুলে ধরবে এবং তাকে রক্ষা করবে। যদি তা করতে সে ব্যর্থ হয়, তাহলে সে আর কখনও ঈশ্বরের পরিবার হিসাবে থাকবে না। যেহেতু ঈশ্বর সেই সত্যকে মণ্ডলীর কাছে দিয়েছেন, সেহেতু মণ্ডলী সেই সত্যের মানদণ্ড ধরে রাখতে বাধ্য। ঈশ্বরের বাক্যের সংস্পর্শে থেকে, তার সঙ্গে কোনও কিছু যোগ বা বিয়োগ না করে মণ্ডলী তা করে থাকে। যখন সে শাস্ত্রকে কলুষিত বা পরিত্যাগ করে, তখন সে সত্যের স্তম্ভ হওয়া থেকে বিরত থাকবে।

এছাড়া ভুল ও ভ্রান্ত শিক্ষার হাত থেকে সেই সত্যকে বাঁচাতে মণ্ডলী বাধ্য। প্রেরিতদের কাছে এবং তাদেরকে যারা অনুসরণ করত, নতুন নিয়মের মণ্ডলীর সেই সমস্ত নেতাদের কাছে ভ্রান্ত শিক্ষার উত্থান একটা ক্রমাগত উদ্বেগের বিষয় ছিল। খ্রীস্টবিশ্বাসের শুরু থেকেই মণ্ডলীতে ভ্রান্ত শিক্ষক ছিল, যারা খ্রীস্টের ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্বের উপরে মতবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছিল, এছাড়া তারা বিনামূল্যের সুসমাচার ও বিধান পালনের দ্বারা পরিত্রাণ যিহূদীদের এই তত্ত্বের মধ্যে মিশ্রণ ঘটিয়েছিল।

তাই সত্যকে তুলে ধরার জন্য, মণ্ডলী বিশ্বাসসূত্র ও স্বীকারোক্তিগুলিকে তৈরি করেছে, যাতে বাইবেলের সত্যকে রক্ষা করা যায় ও সংরক্ষণ করা যায়। ইতিহাস বলে যে, মণ্ডলী সবসময় বিশ্বাসসূত্রের মাধ্যমে সত্যকে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। ভ্রান্তি এবং ভ্রান্ত মতের ব্যাপকতা, মণ্ডলীকে আরও নির্দিষ্ট উপায়ে সত্য প্রকাশের মাধ্যমে বিভিন্ন ভ্রান্তি ও ভ্রান্ত মতের মোকাবিলা করতে বাধ্য করেছিল। মণ্ডলীতে বিশ্বাসসূত্রের প্রয়োজন ছিল এবং এখনও আছে।

বিশ্বাসসূত্রের মাধ্যমে মণ্ডলী মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে খ্রীস্টিয় বিশ্বাসকে রক্ষা করে থাকে। খ্রীস্টিয় মণ্ডলীর প্রথম দিকে, মণ্ডলীর শত্রুরা গুজব রটিয়েছিল যে, খ্রীস্টবিশ্বাসীরা রোমীয় সীজারের সাম্রাজ্যকে উৎখাত করতে চায়। পৌল এবং তাঁর সাহায্যকারীদের বিরুদ্ধে যখন থিষলনীকিয়তে রোমীয় সম্রাটের কর্তৃত্বকে খর্ব করার অভিযোগ করা হয়েছিল, তখন সুসমাচারের শত্রুরা বলেছিল যে, "আর ইহারা সকলে কৈসরের বিধিকলাপের বিরুদ্ধাচরণ করে ও বলে, যীশু নামে আর একজন রাজা আছেন" (প্রেরিত ১৭:৭)। এইভাবে শাসকরা ভুল ধারণায় প্রভাবিত হয়েছিল যে, খ্রীস্টিয় মণ্ডলী সরকারকে উৎখাত করতে চায়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে মণ্ডলী যা বিশ্বাস করে, তা সরল ও নির্দিষ্ট শব্দে প্রকাশ করা আবশ্যক হয়ে উঠেছিল।

পুনর্জাগরণের সময় নেদারল্যাণ্ডেও এই ধরনের অবস্থা হয়েছিল। মণ্ডলী যে রাজা এবং সরকারের কর্তৃত্বকে স্বীকার করে, তা সরকারের কাছে তুলে ধরার জন্য মণ্ডলী একটি বিশ্বাসসূত্র তৈরি করেছিল, যেটিকে আজকে আমরা বেলজিক বিশ্বাসসূত্র নামে জানি। শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে এটিতে সরকারের আহ্বান এবং কাজ হিসাবে মণ্ডলী যা বিশ্বাস করত, তা তৈরি করা হয়েছিল, তাছাড়া খ্রীস্টবিশ্বাসীদের আনুগত্যের কথা বলা হয়েছিল। এটা পরিস্কার করা হয়েছিল যে, যীশুকে রাজা হিসাবে বিশ্বাস করার অর্থ এই নয় যে, খ্রীস্টবিশ্বাসীরা শাসকের বাধ্য থাকবে না। ঈশ্বর তাদের উপরে যাদেরকে দিয়েছেন, তাদের বাধ্য থাকার শিক্ষা খ্রীস্টবিশ্বাসীরা বাইবেল থেকে শিখেছিল। আমরা রোমীয় ১৩:১ পদে পড়ি, "প্রত্যেক প্রাণী প্রাধান্যপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষদের বশীভূত হউক; কেননা ঈশ্বরের নিরূপিত ব্যতিরেকে কর্তৃত্ব হয় না; এবং যে সকল কর্তৃপক্ষ আছেন, তাঁহারা ঈশ্বর-নিযুক্ত"। এটা তাৎপর্যযুক্ত যে, পৌল এখানে খ্রীস্টিয় সরকারের কথা নয়, কিন্তু রোমীয় সরকারের কথা বলছেন। যাই হোক না কেন, বাইবেল কখনও কোনও খ্রীস্টবিশ্বাসীকে তাঁর আশীর্বাদের আজ্ঞা বা খ্রীস্টিয় বিশ্বাসের বিপরীতে কিছু করতে বাধ্য করে না। যখন তা করতে আমাদেরকে জোর করা হয়, তখন আমাদের উচিত মানুষের থেকে ঈশ্বরের প্রতি বেশি বাধ্য থাকা, যেমন আমরা প্রেরিত ৫:২৯ পদে পড়ি, "কিন্তু পিতর ও অন্য প্রেরিতগণ উত্তর করিলেন, মনুষ্যদের অপেক্ষা বরং ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে হইবে"।

বিশ্বাসসূত্র দরকারি। সেগুলি সেই আত্মিক কর্তৃত্বের প্রকাশ, যেগুলি ঈশ্বর তাঁর মণ্ডলীকে দিয়েছেন। খ্রীস্টের আদেশ হল: "অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর" (মথি ২৮:১৯)। ঈশ্বর মণ্ডলীকে তাঁর বাক্যের যোগাযোগকারী হওয়ার অনুমোদন দিয়েছেন। মণ্ডলী ঈশ্বরের বাক্যের

ব্যাখ্যা করে ঈশ্বরের সত্যতার বিষয়ে শিক্ষা দেয়। প্রচারের মাধ্যমে মণ্ডলী বাক্যের ব্যাখ্যা করে থাকলেও, পাশাপাশি বিশ্বাসসূত্র এবং স্বীকারোক্তির দ্বারাও তা ব্যাখ্যা করে।

উপরের বিষয়গুলি যখন আমরা দেখি, তখন প্রভু আমাদেরকে যে সমস্ত যুক্তিপূর্ণ বিশ্বাসসূত্র ও স্বীকারোক্তি দিয়ছেন, সেগুলির জন্য প্রভুর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। অতীত সময়ে মণ্ডলীর শ্রম, বর্তমানের মণ্ডলীকে বিবৃতি এবং বিশ্বাসসূত্র তৈরিতে সাহায্য করে, যা শাস্ত্রের মূল সত্যকে তুলে ধরে, এবং ভুল ও ভ্রান্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে। আমরা যেন আমাদের ঐতিহ্যকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা না করি। খ্রীস্টবিশ্বাস আমাদের দিয়ে শুরু হয়নি। আমরা পুরুষ ও নারীর এক বিস্তৃতি ঐতিহাসিক অগ্রগতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, যারা অব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর এবং যাকোবের ঈশ্বর যীশু খ্রীস্টের পিতা ও ঈশ্বরকে স্বীকার করেছে।

বিশ্বাসসূত্র এবং স্বীকারোক্তি গুরুত্বপূর্ণ। অনেক নামধারী খ্রীস্টবিশ্বাসী বিশ্বাসসূত্র এবং স্বীকারোক্তিগুলিকে মানুষের তৈরি ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় মতের প্রকাশ বলে মনে করে থাকে। সেগুলি কত গুরুত্বপূর্ণ এবং বাইবেলগত সত্যের ব্যাখ্যা, তা তারা বোঝে না। বিচারকর্তৃগণের সময়ে আমরা পড়ি যে, “তৎকালে ইস্রায়েলের মধ্যে রাজা ছিল না; যাহার দৃষ্টিতে যাহা ভালো বোধ হইত, সে তাহাই করিত” (বিচারকর্তৃগণ ২১:২৫)। এটি আত্মিক অরাজকতার বিষয়কে বর্ণনা করে। বর্তমানে আমরাও একই অরাজকতার দ্বারা চিহ্নিত। এটি কেবল জগৎকে নয়, কিন্তু মণ্ডলীকেও চিহ্নিত করে। বর্তমানের বিষয় হল, আমি আমার মতো করে বাইবেলকে ব্যাখ্যা করি। আমার মানানসইমতো আমি সেটাকে বিশ্বাস করব। বাইবেলের সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য আমার কোনও বিশ্বাসসূত্র বা স্বীকারোক্তির প্রয়োজন নেই। প্রত্যেকের অধিকার আছে তার নিজের মতো করে বাইবেলকে ব্যাখ্যা করার এবং তার নিজের মতো করে বিশ্বাস করার। যখন কারোর বিশ্বাসের বিষয় আসে, তখন এই ধরনের মানুষেরা উচ্চ পর্যায়ের সহনশীলতার উপর জোর দেয়। যারা এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে, তাদের কাছে বিশ্বাসসূত্র এবং স্বীকারোক্তি জনপ্রিয় হবে না। যারা মণ্ডলীর বিশ্বাসসূত্র এবং স্বীকারোক্তিগুলির বিরোধিতা করে, তারা প্রায়শই একটি গোপন বিষয় রাখে। তারা মণ্ডলীর বিশ্বাসসূত্র ও স্বীকারোক্তিগুলিতে উল্লিখিত মতবাদগুলির প্রতি ঘৃণা করে, কারণ ঈশ্বর, খ্রীস্ট, বিশ্বাস এবং পরিত্রাণ সম্বন্ধে তাদের নিজস্ব ধারণা রয়েছে। “কোনও বিশ্বাসসূত্র নয়, কিন্তু বাইবেল” - এই নীতিবাক্যটি প্রায়ই ভুল ও ভ্রান্তি ঘোষণা করার স্বাধীনতার একটা অজুহাত হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মণ্ডলীর বিশ্বাসসূত্রের প্রতি এই ধরনের বিরোধিতা প্রায়ই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষ সমর্থন করে। এই ধরনের ব্যক্তিরা কোনও বিশ্বাসসূত্র চায় না, কারণ তারা নিজেদের বিশ্বাসসূত্র তৈরি করেছে। এইভাবা তারা পূর্ববর্তী প্রজন্মের কাছে বিশ্বাসসূত্র ও স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ঈশ্বর মণ্ডলীকে যা দিয়েছেন, সেগুলিকে তুচ্ছ করে।

বিশ্বাসসূত্র এবং স্বীকারোক্তিগুলি ঈশ্বরের বাক্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি এবং সেগুলি মণ্ডলীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ – এবং বিশেষ করে বর্তমান সময়ে। পুরানো ভুল এবং ভ্রান্তগুলি সবসময় নতুন পরিচ্ছদে আবির্ভূত হয়। সেইজন্য এমন ভ্রান্তি সম্পর্কে পূর্ববর্তী প্রজন্মের মণ্ডলী কী বলেছে, সে সম্পর্কে মনোযোগী এবং সতর্ক থাকা গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্ত ভুল ও ভ্রান্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অস্ত্রগুলি প্রায়ই মণ্ডলীর বিশ্বাসসূত্র এবং স্বীকারোক্তির অস্ত্রাগারের মধ্যে পাওয়া যায়। এটি আমাদের পূর্বপর্তী প্রজন্মগুলির সমৃদ্ধ ঐতিহ্য।

বিশ্বাসসূত্র এবং স্বীকারোক্তিগুলি আমাদেরকে বাইবেলের মৌলিক সত্যতা থেকে দূরে নিয়ে যায় না, এবং পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলির সাথে এক করে রাখে। এছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত মণ্ডলী একই সত্য স্বীকার করে, বিশ্বাসসূত্র এবং স্বীকারোক্তিগুলি সেগুলির একত্রীকরণের কারণ। তারাই সেই বাঁধন যা সমগ্র বিশ্ব মণ্ডলীকে বেঁধে রাখে। যুগ যুগ ধরে এগুলি, বিশেষ করে প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র খ্রীস্টিয় ঐক্যকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রাচ্যের মণ্ডলী, পাশ্চাত্যের মণ্ডলী, প্রটেস্ট্যান্ট, রোমান ক্যাথলিক, ব্যাপ্টিস্ট এবং অন্যান্য ডিনোমিনেশনগুলি প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রকে তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি হিসাবে স্বীকার করেছে। আর তাই আমরা, প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রকে খ্রীস্টবিশ্বাসের বিশ্বাসসূত্র হিসাবে জানি ও স্বীকার করি।

প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র

রেভা. কর্ণেলিস হ্যারিঙ্ক

প্রতিলিপি – বক্তৃতা ২

নিবন্ধ ১: পিতা ঈশ্বর এবং সৃষ্টি

প্রিয় শ্রোতা, প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রের প্রথম নিবন্ধটি স্বীকার করে, “আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, যিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, সর্বশক্তিমান পিতা”। প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র শুরু হয়, “আমি বিশ্বাস করি” দিয়ে। এটা শুরু হয় না, “আমি বুঝেছি, তাই আমি বিশ্বাস করি”। খ্রীস্টবিশ্বাসী বলে, “আমি বিশ্বাস করি, তাই আমি বুঝি”। প্রথমে বিশ্বাস করা আসে, এবং তাকে অনুসরণ করে বোঝা। দায়ূদ বলেছেন: “আমার বিশ্বাস ছিল, যখন এমন বললাম” (গীতসংহিতা ১১৬:১০)। এটা আমাদের আধুনিক সংস্কৃতির বিপরীত! আধুনিক মানুষ সেটাই বিশ্বাস করে, যেটা সে প্রমাণ করতে পারে, এবং সেইজন্য সে খুবই কম বোঝে। তবুও যুক্তি যা বোঝে না, বিশ্বাস তা বোঝে, কারণ তা ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস করে। সেইজন্য দায়ূদ বলেছেন, “তোমার আজ্ঞাসকল আমাকে শত্রুগণ অপেক্ষা জ্ঞানবান করে। আমার সমস্ত গুরু অপেক্ষা আমি জ্ঞানবান, কেননা আমি তোমার সাক্ষ্যকলাপ ধ্যান করি” – গীতসংহিতা ১১৯। বিজ্ঞানীরা এখনও যা খুঁজে চলেছে, বিশ্বাস তা বোঝে, যেমন – পৃথিবী কীভাবে অস্তিত্বে এল। যদি আমরা ইব্রীয় ১১:৩ পদ দেখি, “বিশ্বাসে আমরা বুঝিতে পারি যে, যুগকলাপ ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা রচিত হইয়াছে, সুতরাং কোনও প্রত্যক্ষ বস্তু হইতে এই সকল দৃশ্য বস্তুর উৎপত্তি হয় নাই”।

প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র যুক্তি দেখায় না, এবং মতামত বা ধারণার বিষয়ে চিন্তিত নয়। এটি বলে, “ক্রেডো!” – “আমি বিশ্বাস করি!” খ্রীস্টবিশ্বাসীরা বাইবেলের ভিত্তিতে যা বিশ্বাস করে, তাই হল কেন্দ্রবিন্দু। প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র বলে, “আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি”। খ্রীস্টবিশ্বাসীরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, একমাত্র ঈশ্বর, স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। বিশ্বাসসূত্র বলে না, “ঈশ্বর আছে, তা আমি প্রমাণ করতে পারি”, বা “আমি ঈশ্বরকে বুঝতে পারি”, পরিবর্তে “আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি” বলে। খ্রীস্টবিশ্বাসী কীভাবে ঈশ্বর এবং তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে এত নিশ্চিত? সে ঈশ্বরকে প্রমাণ করতে পারবে বলে নয়, কিন্তু ঈশ্বর তাঁর বাক্য ও সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন বলেই। সেইজন্য “স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা” কথাটি যোগ করা হয়েছে।

পৌল এথেন্সে গ্রিক দার্শনিকদের কাছে ঈশ্বরের বিষয়ে প্রচার করেছিলেন। তিনি তাদেরকে অবাক করে দিয়ে তাঁর বার্তা শুরু করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “ঈশ্বর, যিনি জগৎ ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত বস্তু নির্মাণ করিয়াছেন, তিনিই স্বর্গের ও পৃথিবীর প্রভু, সুতরাং হস্তনির্মিত মন্দিরে বাস করেন না; কোনও কিছুর অভাব প্রযুক্ত মনুষ্যদের হস্ত দ্বারা সেবিতও হন না, তিনিই সকলকে জীবন ও শ্বাস ও সমস্তই দিতেছেন” (প্রেরিত ১৭:২৪-২৫)। পৌল, সেই সমস্ত গ্রিক দার্শনিকদের সমগ্র ঈশতত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। গ্রিক এবং রোমীয়রা বিভিন্ন দেব-দেবীতে বিশ্বাস করত। কিন্তু পৌল তাদের কাছে দেবতার বিষয়ে নয়, বরং ঈশ্বরের বিষয়ে – একমাত্র, সত্য ঈশ্বরের বিষয়ে বলেছিলেন। ঈশ্বর অনাদি স্রষ্টা, তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সেই সমস্ত কিছুর উপরে কর্তৃত্ব করেন এবং কোনও মানুষের দ্বারা তাঁকে বেঁচে থাকতে হয় না। গ্রিকেরা বিশ্বাস করত যে, দেবতারা অভাবী, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা মানুষের বলিদানের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু পৌল এমন কোনও ঈশ্বরের বিষয়ে বলেননি, যিনি মানুষের উপর নির্ভরশীল। পরিবর্তে, তিনি এমন ঈশ্বরের কথা বলেছেন, যিনি সবাইকে জীবন, শ্বাস এবং সমস্ত কিছু দেন। তিনি জীবনের দাতা ও ধারক ঈশ্বরের কথা বলেছেন, যিনি সৃষ্টির বাইরে বিরাজমান – ঈশ্বর, যিনি স্ব-অস্তিত্বশীল, স্বর্গ ও পৃথিবীর মহান সৃষ্টিকর্তা।

শিক্ষিত গ্রিক দার্শনিকদের কাছে পৌল খ্রীস্টের কথা বলে তাঁর প্রচারের বার্তা শুরু করেননি, কিন্তু সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কথা বলেছেন। পৌলের সূচনাবিন্দু ছিল ঈশ্বর – সত্য ঈশ্বর – স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর। প্রেরিত পৌল তাঁর শ্রোতাদের কাছে ঈশ্বর সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিলেন – তারা যা ভাবত, তা থেকে ঈশ্বর সম্পূর্ণ আলাদা। তার শ্রোতারা ঈশ্বর সম্পর্কে যা বিশ্বাস করত, তা জীবন ও নিজেদের সম্পর্কে তাদের চিন্তাধারা এবং তাদের প্রকৃত প্রয়োজনকে প্রভাবিত করবে। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের সঠিক জ্ঞানের প্রয়োজন। মহান সংস্কারক ক্যালভিনের একটি পরিচিত মন্তব্য হল, “ঈশ্বরের দিকে না তাকিয়ে মানুষ যতক্ষণ না ঈশ্বরকে দেখে এবং নিজেকে দেখে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তার নিজের সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারে না”। কেবল তখনই আমরা বুঝতে পারি যে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আমরা হারিয়ে যাওয়া পাপী, এবং তাঁর করুণা পাওয়ার জন্য আমরা কীভাবে দাঁড়িয়ে আছি। সেইজন্য পৌলের সূচনাবিন্দু ছিলেন ঈশ্বর।

আর সেইজন্যই, প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রও ঈশ্বরকে দিয়ে শুরু হয়: “আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি”। ঈশ্বর হলেন বিশ্বাসের সূচনাবিন্দু। খ্রীস্টবিশ্বাসীরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, বিশেষত পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বরে। এক নির্দিষ্ট পরিচয়সম্পন্ন ঈশ্বর। প্রেরিতেরা তাদের পত্রগুলি বিশ্বাসীদের প্রতি একটি আশীর্বচন দিয়ে শেষ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ২করিন্থীয় ১৩;১৪, “প্রভু যীশু খ্রীস্টের অনুগ্রহ, ও ঈশ্বরের প্রেম, এবং পবিত্র আত্মার সহভাগিতা তোমাদের সকলের সহবর্তী হউক”। এটা ত্রিত্ব ঈশ্বরের আশীর্বাদ। খ্রীস্টবিশ্বাসীরা মানুষের আখ্যা দেওয়া কোনও “দেব-দেবী”কে বিশ্বাস করে না। খ্রীস্টবিশ্বাসীরা ত্রিত্ব ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। সেইজন্য প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের কথা বলে। ফলস্বরূপ প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রকে আমরা ত্রিত্ববাদী বিশ্বাসসূত্রও বলে থাকি। বাপ্তিস্ম গ্রহণকারীদেরকে বাপ্তিস্ম গ্রহণের আগে তা স্বীকার করতে হত। পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর সম্পর্কে তারা যা বিশ্বাস করত, তা তাদেরকে স্বীকার করতে হত। অতএব প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রের কাঠামো ত্রিত্ব ঈশ্বর গঠন করেন, স্বীকার করে যে, ঈশ্বর হলেন পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা।

এ হল বাইবেলে ঈশ্বরের নিজস্ব প্রকাশের প্রতি বিশ্বাসীদের প্রতিক্রিয়া। ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মধ্য দিয়ে নিজেকে তিন ব্যক্তিতে প্রকাশ করেছেন: পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা। বাপ্তিস্মের আজ্ঞা দেওয়ার সময় যীশু এটিকে পরিস্কার করেছেন – “পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে” (মথি ২৮:১৯)।

এটি আমাদের কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন তুলে ধরে। কীভাবে আমরা এক ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা এবং পাশাপাশি ঈশ্বরের তিন ব্যক্তির কথা বলতে পারি? এটা কি তিন ঈশ্বরের প্রতি ভ্রান্ত বিশ্বাসের জন্ম দেয় না, যেখানে কেবলমাত্র এক সত্য ঈশ্বর রয়েছেন? মুসলমানেরা খ্রীস্টবিশ্বাসের ত্রিত্ব মতবাদকে বর্জন করে। তারা মনে করে, আল্লাহর সমতুল্য কোনও সঙ্গী নেই। আল্লাহ এক ও একমাত্র ঈশ্বর। কিন্তু খ্রীস্টবিশ্বাসীরা ত্রিত্ব ঈশ্বর – পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করে। তারা তিন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, কিন্তু এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তিনজনের অস্তিত্বে নয়, কিন্তু তিন ব্যক্তিতে। খ্রীস্টবিশ্বাসী তিন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে বলাটা অনেক বড়ো ভুল। সে তিন ব্যক্তিতে বিদ্যমান এক ও একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। আমরা এটা বুঝি বলে বিশ্বাস করি না, বরং ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মধ্য দিয়ে নিজেকে এভাবে প্রকাশ করেছেন বলেই আমরা বিশ্বাস করি।

এখানে আদিপুস্তক ১:২৬ পদের কথা মনে পড়ে, “পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি”। ঈশ্বরের জন্য এখানে হিব্রু এলোহিম শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যেটি একটি বহুবচন শব্দ। এখানে ঈশ্বর নিজেকে বহুবচনে প্রকাশ করেছেন। এছাড়া বাইবেল প্রায়ই ঈশ্বরের স্বতন্ত্র ব্যক্তির কথা বলে থাকে। গীতসংহিতা ১১০-এ একজন প্রভু আর একজন প্রভুর সাথে কথা বলছেন, সেখানে বলা হয়েছে: “সদাপ্রভু আমার প্রভুকে বলেন, তুমি আমার দক্ষিণে বস, যাবৎ আমি তোমার শত্রুগণকে তোমার পাদপীঠ না করি”। যীশুর বাপ্তিস্মের সময়ে ঈশ্বরের তিন ব্যক্তিতে থাকার বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পুত্র বাপ্তিস্ম নিচ্ছিলেন, পিতা স্বর্গ থেকে কথা বলছিলেন, এবং পবিত্র আত্মা কপোতের আকারে যীশুর উপর নেমে এসেছিলেন।

বাইবেল স্পষ্টভাবে ঈশ্বর সম্বন্ধে দুটি সত্য পরিস্কার করে বলে। প্রথম সত্য হল কেবল একমাত্র ঈশ্বর আছেন: "হে ইস্রায়েল শুন; আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু একই সদাপ্রভু" (দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪)। এটি যিহুদীদের একটি সুপরিচিত শেমা (বিশ্বাসসূত্র)। দ্বিতীয় সত্য হল শাস্ত্র শিক্ষা দেয় যে, ঈশ্বরত্বকে অবশ্যই তিন ব্যক্তিতে আলাদা হতে হবে। ১যোহন ৫:৮ পদ বলে, "বস্তুতঃ তিনে সাক্ষ্য দিতেছেন, আত্মা ও জল ও রক্ত, এবং সেই তিনের সাক্ষ্য একই"। শাস্ত্রীয় প্রমাণের ভিত্তিতে, প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র ত্রিত্ব ঈশ্বরের ধারণা ধরে আছে। ঈশ্বর তাঁর ত্রিত্ব অস্তিত্বের বিদ্যমানতার কথা স্বীকার করেছেন। তিনিই একমাত্র ঈশ্বর যিনি তিন ব্যক্তিতে বিদ্যমান। ঈশ্বরত্বের প্রতিটি ব্যক্তি – পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর, একে-অন্যের সঙ্গে অনন্তকালীন সহভাগিতায় রয়েছেন।

ঈশ্বর কোনও সর্বোচ্চ সত্তার থেকেও বেশি। তিনি জীবনের উৎসের থেকেও বেশি কিছু। তিনি সবথেকে জ্ঞানী বা নির্মাণকারীর থেকে বেশি কিছু। তিনি জীবন্ত এবং সত্য ঈশ্বর। তিনি পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা। আমরা এটা বুঝি বলে বিশ্বাস করি না, কিন্তু যেহেতু ঈশ্বর তাঁর বাক্যে এইভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন যে, এই তিন স্বতন্ত্র ব্যক্তি কেবলমাত্র সত্য ও অনন্ত ঈশ্বর। যদিও এই সত্য আমাদের যুক্তির বিপরীত নয়, এটি আমাদের যুক্তিকে অতিক্রম করে। আমরা ঈশ্বরকে বুঝতে পারি না। দায়ুদের মতো আমরা বলতে পারি, "এই জ্ঞান আমার নিকটে অতি আশ্চর্য, তাহা উচ্চ, আমার বোধের অগম্য" (গীতসংহিতা ১৩৯)। সুপ্রসিদ্ধ বাইবেলগত ঈশ্বতত্ত্ববিদেরা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, ত্রিত্ব ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার জন্য দুটি বিষয় অপরিহার্য। প্রথম সত্য হল ঈশ্বর তাঁর অনন্ত অস্তিত্বে একাকী ছিলেন না। তিনি পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মায় অবস্থিত। তারা একে-অন্যের মধ্যে নিজেদের সর্বোচ্চ সুখলাভ করেন। সেইজন্য ঈশ্বর একাকী ছিলেন বলে মানুষকে তৈরি করেননি, বরং তাদের কাছে তাঁর গৌরব প্রকাশের জন্য মানুষদের সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি মানুষদেরকে তাঁর সুখের অংশীদার করতে চেয়েছিলেন। বিপরীতে, মুসলমানদের আল্লাহ, যিনি তাঁর নিঃসঙ্গতায় আবদ্ধ, বাইবেলের ঈশ্বর ত্রিত্ব ঈশ্বর। আল্লাহর কাছে সম্পর্কে উষ্ণতা অসঙ্গত। অন্যদিকে বাইবেলের ঈশ্বর সম্পর্কের ঈশ্বর। তাঁর সত্তার ভিতরে তিন ব্যক্তির মধ্যে এক সম্পর্ক রয়েছে, এছাড়া মানুষ ও স্বর্গদূতদের সাথেও তাঁর সম্পর্ক রয়েছে।

দ্বিতীয় সত্য হল যে, ত্রিত্বের মতবাদ আমাদের মুক্তি ও পরিত্রাণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। প্রৈরিতিক পত্রগুলি ক্রমাগতভাবে পিতা ঈশ্বরের ভালোবাসা, প্রভু যীশু খ্রীস্টের অনুগ্রহ, এবং পবিত্র আত্মার সহভাগিতার কথা বলে। ত্রিত্ব আমাদের পরিত্রাণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ঈশ্বর যদি ত্রিত্ব ঈশ্বর না হতেন, তাহলে কখনই পিতা ঈশ্বর থাকতে না, যিনি তাঁর পুত্রকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। কখনই পুত্র ঈশ্বর থাকতেন না, যিনি মানুষ হয়ে জন্মেছিলেন এবং পাপের জন্য তাঁর মণ্ডলীর হয়ে গলগথায় ক্ষতিপূরণ করেছিলেন। আমাদের মধ্যে বাস করার জন্য, আমাদের পবিত্র করার জন্য, এবং আমাদেরকে যীশুর সুবিধার অংশীদার করার জন্য কখনই পবিত্র আত্মা ঈশ্বর থাকতেন না। পরিত্রাণের ঈশ্বর হলেন ত্রিত্ব ঈশ্বর।

ত্রিত্ব, মহান মুক্তির কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কিত। এটা পিতা ঈশ্বরের কাহিনী, যিনি আমাদের পরিত্রাণের বিষয় নিরূপণ করেছিলেন; পুত্র ঈশ্বর, যিনি আমাদের পরিত্রাণ সম্পাদন করেছিলেন; এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর, যিনি আমাদের পরিত্রাণ প্রয়োগ করেন। এটা আমাদের পরিত্রাণে কর্মরত ত্রিত্ব ঈশ্বরকে দেখায়। এই ঈশ্বর হলেন প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রের ঈশ্বর, যিনি আমাদের পরিত্রাণ ধরে রেখেছেন। পরিত্রাণের শুরু এই ঈশ্বর থেকে। ত্রিত্ব হল খ্রীস্টিয় সুসমাচারের মৌলিক সত্য। সেইজন্য আমরা ত্রিত্বের মধ্যে একতাকে, এবং একতার মধ্যে ত্রিত্বকে সম্মান করি।

ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র প্রথম যে বিষয়টি স্বীকার করে তা হল, তিনি পিতা। খ্রীস্টবিশ্বাসীরা পিতা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। ঈশ্বরের সত্তার জন্য পিতৃত্ব অপরিহার্য। ব্যক্তি নয় এমন ঈশ্বর বাইবেলের কাছে অসঙ্গত। বাইবেল এমন কোনও আল্লাহকে জানে না, যিনি বিচ্ছিন্নভাবে বাস করেন। বাইবেল এমন ঈশ্বরের কথা বলে যিনি পিতা, এবং তারপরে প্রথমে তাঁর পুত্র যীশু খ্রীস্টের পিতা। পিতর বলেছেন, "ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা" (১পিতর ১:৩)। ঈশ্বরত্বে, পিতা ও পুত্রের মধ্যে সম্পর্ক আছে। একদিকে আমরা জাগতিক পিতা ও পুত্রের মধ্যে সম্পর্কের কথা মনে করতে পারি।

অন্যদিকে, আমরা এখানে অনন্ত সম্পর্কের কথা বলছি। এটা সেই পিতৃত্ব যার কোনও শুরু নেই, এবং যা অনন্তকাল ধরে থাকবে। মানবিক পিতা ও সন্তানদের মধ্যে সম্পর্ক, পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বরের সম্পর্কের ছায়ামাত্র। একই সময়ে, এটি মানবিক সম্পর্ককে অতিক্রম করে যায়। এটিকে আমরা সময়ের বিচারেও ভাবতে পারি না যে, একসময়ে কেবল পিতা ছিলেন, পুত্র ছিলেন না। পিতা ঈশ্বর কখনই তাঁর পুত্র ছাড়া ছিলেন না, আর পুত্রও কখনও পিতা ছাড়া ছিলেন না। পুত্রের অনন্ত সত্তা সম্পর্কে শাস্ত্র বলে, "সদাপ্রভু নিজ পথের আরম্ভে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার কর্ম সকলের পূর্বে পূর্বাবধি" (হিতোপদেশ ৮:২২)। যোহন বলেন, পুত্র ঈশ্বর তাঁর মানবরূপ ধারণের আগে পিতার কোলে ছিলেন। যোহন ১:১৮ পদে তিনি লিখেছেন,

"ঈশ্বরকে কেহ কখনও দেখে নাই; একজাত পুত্র, যিনি পিতার ক্রোড়ে থাকেন, তিনিই তাঁহাকে প্রকাশ করিয়াছেন"। অতএব আমরা ঈশ্বরকে জানি, কারণ যীশু তাঁকে ঘোষণা করেছেন। যীশু হলেন পিতার উজ্জ্বল আয়না। যীশু বলতে পারেন, " যে আমাকে দেখিয়াছে, সে পিতাকে দেখিয়াছে" (যোহন ১৪:৯)। আমরা পিতাকে জানি, তাঁর পুত্র যীশু খ্রীস্টের মধ্য দিয়ে। পুত্র, পিতাকে সর্বোতভাবে জানেন। অবিশ্বাসী যিহূদীদেরকে যীশু বলেছেন, "আমিই তাঁহাকে জানি, কেননা আমি তাঁহার নিকট হইতে আসিয়াছি, আর তিনিই আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন" (যোহন ৭:২৯)। যীশু বলতে পারেন, আমি তাঁর কাছ থেকে এসেছি; আমি তাঁর কোলে ছিলাম, আমি ঈশ্বরকে জানি, কারণ তিনি আমার পিতা। পিতা ঈশ্বর এবং পুত্র ঈশ্বর, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীস্টের বিশেষ সম্পর্কের মধ্যে শাস্ত্র এই ধরনের ভাষা ব্যবহার করেছে। এটা পিতা-পুত্রের সম্পর্ক।

যাই হোক না কেন, ঈশ্বর কেবলমাত্র ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীস্টের পিতা নন। যীশু খ্রীস্টেতে তিনি সমস্ত প্রকৃত বিশ্বাসীদের ঈশ্বর ও পিতা। কিন্তু বিশ্বাসীরা তাঁর প্রাকৃতিক সন্তান নয়, যেটা যীশু খ্রীস্টের জন্য সত্য, পরিবর্তে বিশ্বাসীরা তাঁর দত্তক সন্তান। খ্রীস্টের কারণে, তাদেরকে ঈশ্বরের সন্তান ও উত্তরাধিকার হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। কেবলমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহে, প্রকৃত বিশ্বাসীরা এই মহান সুবিধার অংশীদার। প্রকৃতিগতভাবে, আমরা কোনওমতেই ঈশ্বরের সন্তান নই। এদন উদ্যানে আদম ও হবার পাপের কারণে, আমরা আমাদের বাল্যকালের সুবিধা হারিয়েছি। এখন বাইবেল আমাদেরকে ক্রোধের সন্তান বলে উল্লেখ করে থাকে, "আমরা অন্য সকলের ন্যায় স্বভাবতঃ ক্রোধের সন্তান ছিলাম" (ইফিষীয় ২:৩)।

এছাড়া আমাদের আর শিশুর প্রকৃতি এবং হৃদয় নেই। পাপের দ্বারা আমাদের প্রকৃতি সংক্রমিত ও কলুষিত হয়েছে। জীবন্ত ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই নতুন জন্ম নিতে হবে এবং নতুন প্রকৃতি গ্রহণ করতে হবে। আমাদের নতুন হৃদয় ও নতুন আত্মার প্রয়োজন। আমাদের কেবলমাত্র শিশু নামটির প্রয়োজন নেই, কিন্তু শিশুর হৃদয়েরও প্রয়োজন। প্রকৃতিগতভাবে জন্মগ্রহণের পর, আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের সন্তানের হৃদয় থাকে না। আমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসি না, এবং তাঁর বাধ্য হতে চাই না।

এছাড়া আমাদের কোনও অধিকার নেই নিজেদেরকে ঈশ্বরের সন্তান বলার। পাপের কারণে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার অধিকার সুবিধা হারিয়েছি। ঈশ্বরের মনোরম স্থান থেকে, তাঁর উপস্থিতি থেকে আমাদেরকে বার করে দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বর ও পতিত পাপীদের মধ্যে পাপ এক পাহাড়স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা আমদেরকে ক্রোধের সন্তানে পরিণত করে। কিন্তু খ্রীস্টেতে, পাপীদেরকে ঈশ্বরের সন্তানরূপে ডাকার আশীর্বাদে পুনরুদ্ধার করা হয়। প্রেরিতশিষ্য যোহন লিখেছেন, "দেখ, পিতা আমাদিগকে কেমন প্রেম প্রদান করিয়াছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া আখ্যাত হই" (১যোহন ৩:১)।

অপব্যায়ী পুত্রের দৃষ্টান্তটি আমাদেরকে, একজন পাপীর প্রতি, যে তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, তার প্রতি ঈশ্বরের পিতৃসুলভ ভালোবাসার বিষয়ে শেখায়। সেই অনুতপ্ত সন্তানের ফিরে আসাতে বাবা কেবল তাকে ক্ষমাই করেননি, পাশাপাশি তিনি তাকে তার সমস্ত অধিকার এবং সুবিধা দিয়ে তাকে পুত্র হিসাবেও পুনরুদ্ধার করেছিলেন। তিনি তাকে সবথেকে ভালো কাপড় পরিয়েছিলেন, এবং তার হাতে পুত্রত্বের আংটি পরিয়েছিলেন। এটা ছিল অনুগ্রহের এক অসাধারণ নিদর্শন।

যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাসের দ্বারা, বিশ্বাসীকে বৈধভাবে ঈশ্বরের সন্তান ও উত্তরাধিকারে গ্রহণ করা হয়, যেমন যোহন ১:১২ পদে লেখা আছে, "কিন্তু যত লোক তাঁহাকে গ্রহণ করিল, সেই সকলকে, যাহারা তাঁহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন"। এবং পবিত্র আত্মার পুনর্নবীকরণ কাজের দ্বারা, পাপী আবার শিশুর হৃদয় লাভ করে, যাতে মানুষ আবার ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারে এবং তাঁর সেবা করতে পারে। আমরা বলতে পারি, যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাস, পাপীকে ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার অধিকার ফিরিয়ে দেয়। পবিত্র আত্মার পুনর্নবীকরণ পাপীকে শিশুর প্রকৃতি ও হৃদয় দেয়। এটা কত বড়ো এক সুযোগ! খ্রীস্টের কারণে দত্তক নেওয়ার মাধ্যমে পাপীরা ঈশ্বরের সন্তানে পরিণত হয়। অব্রাহামের বংশধর হিসাবে, বা খ্রীস্টিয় মণ্ডলীর সদস্যপদ আমাদেরকে ঈশ্বরের সন্তানে পরিণত করে না, কিন্তু কেবলমাত্র পবিত্র আত্মার পুনর্নবীকরণের কাজ, এবং ক্রুশে হত ও পুনরুত্থিত প্রভু যীশুতে বিশ্বাস। প্রেরিতশিষ্য এই ধরনের মানুষদের বলেছেন, "কেননা তোমরা সকলে, খ্রীস্ট যীশুতে বিশ্বাস দ্বারা, ঈশ্বরের পুত্র হইয়াছ" (গালাতীয় ৩:২৬)।

অতএব, ঈশ্বরের পিতৃত্ব কেবলমাত্র তাঁর পুত্র যীশু খ্রীস্টের জন্য নয়, কিন্তু তিনি সমস্ত প্রকৃত বিশ্বাসীদের পিতা। তিনি তাদেরকে পিতৃসুলভ দয়ায় যত্ন করেন। "পিতা সন্তানদের প্রতি যেমন করুণা করেন, যাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করে, তাহাদের প্রতি তিনি তেমনই করুণা করেন" (গীতসংহিতা ১০৩:১৩)। তিনি সমস্ত কিছু ভালোর জন্য করবেন। ঈশ্বরের সন্তানেরা আসফের সাথে বলতে পারে, "তুমি নিজ মন্ত্রণায় আমাকে গমন করাইবে, শেষে সপ্রতাপে আমাকে গ্রহণ করিবে" (গীতসংহিতা ৭৩:২৪)। স্বর্গ ও পৃথিবীর মহান ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর সন্তান ও উত্তরাধিকার হিসাবে সম্বোধন করেন এটা জানা, ও "বাবা" বলে তাঁকে ডাকার বিষয়, জীবন ও মৃত্যুতে কতটা সান্ত্বনার বিষয় (রোমীয় ৮:১৫)।

প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বর, স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তার বিষয়ে বলে। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তিনি অব্রাহামকে বলেছিলেন: "আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর" (আদি ১৭:১)। ঈশ্বর কেবলমাত্র পরাক্রমী নন, তিনি সর্বশক্তিমান। এই ঈশ্বর, যিনি সর্বশক্তিমান, তাঁকে স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা নামেও ডাকা হয়। প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টির সাথে ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তার বিষয়কে সংযোগ করে। স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টি বর্ণনা করে যে, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। ঈশ্বর সমস্ত কিছু, কিছু না থেকে সৃষ্টি করেছিলেন। এ কেমন শক্তির প্রদর্শন!

ঈশ্বর যে স্বাচ্ছন্দ্যে সৃষ্টি করেছেন, সে বিষয়েও চিন্তা করে দেখুন। তিনি কোনও যন্ত্র বা সরঞ্জাম ব্যবহার করেননি। তাঁকে শুধু কথা বলতে হয়েছিল, এবং তা হয়েছিল: "তিনি কথা কহিলেন, আর উৎপত্তি হইল, তিনি আজ্ঞা করিলেন, আর স্থিতি হইল" (গীতসংহিতা ৩৩:৯)। বাইবেল ঈশ্বর সম্বন্ধে বলে, তিনি আকাশমণ্ডলকে বিস্তার করেন; তিনি তাঁর হাতের তালু দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত জল মাপেন; তিন বিঘত দিয়ে আকাশের সীমানা মাপেন এবং তিনি দাঁড়িপাল্লায় পাহাড় ওজন করেন (গীত ১০৪:২ এবং যিশাইয় ৪০:১২)। এই সমস্ত কিছু আমাদের অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন ঈশ্বরের শক্তির নিশ্চিত ও স্পষ্ট প্রমাণ। সৃষ্টি হল ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তার এক বিস্ময়কর প্রদর্শন!

বাইবেল ঈশ্বরকে স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা হিসাবে চিহ্নিত করে। বাইবেলের প্রারম্ভিক শব্দগুলি হল, "আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন" (আদি ১:১)। ঈশ্বর সমস্ত কিছুর উৎস। কোথা থেকে সমস্ত কিছু এল? এই প্রশ্নের কেবলমাত্র একটিই উত্তর আছে। আর তা হল, ঈশ্বর! বাইবেল বলে, "আদিতে, ঈশ্বর"। স্বর্গ এবং পৃথিবীর একটা শুরু আছে। কিন্তু কেবলমাত্র একজন কোনও শুরু না ছাড়াই আছেন, আর তিনি হলেন ঈশ্বর। ঈশ্বর সম্পর্কে মোশি বলেছেন, "পর্বতগণের জন্ম হইবার পূর্বে, তুমি পৃথিবী ও জগৎকে জন্ম দিবার পূর্বে, এমনকি অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল তুমিই ঈশ্বর" (গীতসংহিতা ৯০:২)। এই অনন্ত, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর হলে স্বর্গ, পৃথিবী, মানুষ স্বর্গদূত এবং যা কিছু জীবিত ও অস্তিত্বশীল, সেই সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা। কেননা তাঁহাতেই সকলই সৃষ্ট হইয়াছে; স্বর্গে ও পৃথিবীতে, দৃশ্য কি অদৃশ্য যে কিছু আছে, সিংহাসন হউক, কি প্রভুত্ব হউক, কি আধিপত্য হউক, কি কর্তৃত্ব হউক, সকলই তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে (কলসীয় ১:১৬)। সমস্ত যুগে, মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির অস্তিত্বের বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে। তবে সৃষ্টিকর্তাকে বাদ দিয়ে,

মানুষ ও প্রাণীর অস্তিত্ব, গাছপালা ও উদ্ভিদ জগতের অস্তিত্ব এবং আশ্চর্য ও অপরিসীম মহাবিশ্বের অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই আমরা “স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে” বিশ্বাস করার কথা স্বীকার করি। সৃষ্টি একজন সৃষ্টিকর্তার দাবি করে।

মানুষ যখন ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তারূপে স্বীকার করতে অস্বীকার করে, তারা স্বর্গ ও পৃথিবীর অস্তিত্ব, জীবিত প্রাণীদের এবং গাছপালা ও পশুদের অস্তিত্বের ব্যাখ্যার জন্য অন্য কারণ দেওয়ার চেষ্টা করবে। স্বর্গ ও পৃথিবীর অস্তিত্বের ব্যাখ্যার জন্য পদার্থবিদ ও বিজ্ঞানীরা, ঈশ্বরকে ভূমিকাকে বাদ দিয়ে অনেক তত্ত্ব তৈরি করেছে। এই সমস্ত তত্ত্বের মধ্যে চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদ সুপরিচিত। এই তত্ত্বের নির্যাস হল: সমস্ত জীবের উৎপত্তি একটি সাধারণ জীবন থেকে; প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে, এই জীব জীবনের বিভিন্ন রূপ নিয়ে এসেছে। এই তত্ত্ব অনুসারে, এই প্রক্রিয়ার জন্য অনেক সময়ের প্রয়োজন – কোটি কোটি বছর। এই তত্ত্ব অনুসারে, মানুষ হল বাঁদরের বংশধর। আর একটি তত্ত্ব বিগ ব্যাং, সত্যিকারের বিস্ফোরণ তত্ত্বের কথা বলে – মহাবিশ্বের মূল ভরের এক নাটকীয় বিস্ফোরণ। যা থেকে মহাবিশ্বের জন্ম হয় এবং সমস্ত ধরনের প্রাণের উৎস এই বিগ ব্যাং।

এই তত্ত্বগুলি সৃষ্টিকর্তা হিসাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। এই ধরনের ধারণা নাস্তিকতার সাথে মিলে যায়। “নাস্তিক” শব্দের অর্থ “ঈশ্বরবিহীন”। একজন নাস্তিক সেই, যে কোনও কিছুতেই বিশ্বাস করে না – সত্য ঈশ্বরের উপরেও নয়, বা কোনও দেব-দেবীর উপরেও নয়। তাদের কাছে কেবলমাত্র এই বাস্তব জীবনটাই। বিবর্তনবাদ তত্ত্ব এবং বিগ ব্যাং তত্ত্ব সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা হিসাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। এই ধরনের তত্ত্ব অনেককে প্রভাবিত করেছে, বিশেষত যুব সম্প্রদায়কে, এবং তাদেরকে ঈশ্বর ও বাইবেল থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে।

যাই হোক না কেন, এই তত্ত্বগুলি যতটা চিত্তাকর্ষক মনে হয়, ততটা কিন্তু নয়। এগুলি অসংখ্য অনুমান ও পূর্বধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি। সেইজন্য বিবর্তনবাদ ও বিগ ব্যাং তত্ত্বের প্রবক্তাদেরকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাদের তত্ত্বগুলি অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়। প্রথমত, সৃষ্টি একজন সৃষ্টিকর্তাকে চায়, কারণ জগৎ নিজে থেকে সৃষ্ট হয়নি। কীভাবে কোনো কিছুর উৎপত্তি শূন্য থেকে হতে পারে? যদি আদিম জলের দ্বারা সমস্ত কিছুর উৎপত্তি হয়ে থাকে, তাহলে সেই আদিম জলের উৎপত্তি কোথায়? এবং ভূমণ্ডল যদি মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে হয়ে থাকে, তাহলে সেই বিস্ফোরিত মূল ভরের উৎপত্তি কোথায়? বিগ ব্যাং তত্ত্ব এবং বিবর্তনবাদ তত্ত্ব উভয়ই অযৌক্তিক। কীভাবে কোনও কিছু শূন্য থেকে আসতে পারে? আমাদের চারপাশে আমরা যা দেখি, সেগুলো কীভাবে শূন্য থেকে আসতে পারে? এই প্রশ্নগুলো বাস্তব এবং যুক্তিসম্পন্ন প্রশ্ন। পদার্থকে অবশ্যই অস্তিত্বে আসতে হবে – শূন্য থেকে কিছু তৈরি করার জন্য এটি একজন সৃষ্টিকর্তার দাবি করে।

দ্বিতীয়ত, সৃষ্টি নিজেই ঘোষণা করে যে একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। বেলজিক স্বীকারোক্তি বলে যে, সৃষ্টি একটি চমৎকার বই, যেটিতে প্রত্যেকে একজন সৃষ্টিকর্তার থাকার বিষয়ে পড়তে পারে। স্বীকারোক্তি বলে, “বিশ্বমণ্ডল... আমাদের চোখের সামনে একটি চমৎকার বইয়ের মতো, যেখানে সমস্ত প্রাণী, বড়ো ও ছোট, এবং অনেক চরিত্র আমাদেরকে ঈশ্বরের অদৃশ্য বিষয়গুলির দিকে, তাঁর অনন্ত ক্ষমতা এবং ঈশ্বরত্বের বিষয়ে ভাবতে পরিচালিত করে” (অনুচ্ছেদ ২)।

এই বিশাল বিশ্বমণ্ডলে আমাদের গ্রহগুলির অস্তিত্ব একজন সর্বশক্তিমান, জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে প্রমাণ করে। সমস্ত কিছুই বুদ্ধিমত্তার কথা বলে। আমাদের পৃথিবীর কথাই ধরা যাক। পৃথিবীতে জীবন এক নির্দিষ্ট বায়ুমণ্ডল ও তাপমাত্রার দাবি করে – খুব ঠাণ্ডা নয়, আবার খুব গরমও নয়। পৃথিবী যদি সূর্যের কাছে থাকত, তাহলে সমস্ত কিছু পুড়ে যেত। আবার পৃথিবী যদি সূর্য থেকে দূরে থাকত, তাহলে সমস্ত কিছু জমে যেত। সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর পরিক্রমণ যদি আস্তে বা জোরে হত, তাহলে দিন-রাতের চক্র থাকত না। এছাড়া, আমরা যখন মাধ্যাকর্ষণ, আলো, উর্বরতা এবং অন্যান্য বিষয়ের কথা ভাবি, তখন আমরা বলতে বাধ্য “হে সদাপ্রভু, তোমার নির্মিত বস্তু কেমন বহুবিধ! তুমি প্রজ্ঞা দ্বারা সে সমস্ত নির্মাণ করিয়াছ; পৃথিবী তোমার সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ” (গীত ১০৪:২৪)।

এই সমস্ত কিছু কি ঘটনাক্রমে, আদিম জল বা মহাবিশ্বে কোন বিস্ফোরণের ফলে হয়েছে? এই ধরনের ধারণা অযৌক্তিক। এই ধরনের তত্ত্বে বিশ্বাস করা জ্ঞানের প্রকাশ নয়। একজন সৃষ্টিকর্তায়

বিশ্বাস করা যুক্তিগত। সেইজন্য বাইবেলে বিশ্বাস করার চেয়ে, বিজ্ঞানী ও পদার্থবিদদের তত্ত্বে বিশ্বাস করার জন্য বড়ো বিশ্বাসের প্রয়োজন। বাইবেল বলে, "আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন" (আদি ১:১)।

পৃথিবীকে মানবজাতির সুখী ঘর হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল – এ বিষয়ে বাইবেলের আদিপুস্তক যা শিক্ষা দেয়, তা সমগ্র সৃষ্টি সমর্থন করে। আমরা যখন ফুল এবং প্রাণীদের দেখি, বিশেষ করে যখন নিজেদেরকে দেখি, তখন সমস্ত কিছু কি কলসীয় ১ অধ্যায়ে পৌলের মতো বলে ওঠে না, "কেননা তাঁহাতেই সকলই সৃষ্ট হইয়াছে; স্বর্গে ও পৃথিবীতে, দৃশ্য কি অদৃশ্য যে কিছু আছে, সিংহাসন হউক, কি প্রভুত্ব হউক, কি আধিপত্য হউক, কি কর্তৃত্ব হউক, সকলই তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে; আর তিনিই সকলের অগ্রে আছেন, ও তাঁহাতেই সকলের স্থিতি হইতেছে"।

একটি ঘড়ির যেমন একজন নির্মাতার প্রয়োজন, তেমনই সৃষ্টির একজন সৃষ্টিকর্তাকে প্রয়োজন। সৃষ্টি কখনই কোনও ঘটনার ফল নয়, এবং এটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অস্তিত্বে আসতে পারে না। সমস্ত কিছু আমাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে নির্দেশ করে। কেন আমরা কোনও কিছুর মধ্যে সুন্দরতা বা ভালো, অথবা খারাপ বা মন্দ খুঁজে পেতে সক্ষম হই? নৈতিকতার উৎস কী? ভালো আর মন্দ কে নির্ধারণ করে? আমরা দেখি যে, সূর্য ওঠে আর অস্ত যায়। আমরা ঋতুর পরিবর্তন দেখি, শীতের পরে গরমের ফিরে আসা দেখি। আমরা ফুলের মধ্যে সৌন্দর্য, আর উত্তাল সমুদ্রের মাঝে মহিমা দেখি। আমরা বীজের অঙ্কুরোদ্গম, আর গাছের ফলধারণ দেখি। আমরা সন্তানদের জন্ম এবং ভালোবাসা ও যত্নের প্রকাশ দেখি। আমরা জন্মাতে ও মরতে দেখি। এই সমস্ত প্রমাণ বলে, আমি তোমার সৃষ্টিকর্তা এখানে আছি! তোমার চোখ দিয়ে দেখ, হাত দিয়ে স্পর্শ কর এবং তোমার সৃষ্টিকর্তার রব শোনো।

প্রভু বলেন, "আমি পৃথিবী নির্মাণ করিয়াছি ও পৃথিবীর উপরে মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়াছি" (যিশা ৪৫:১২)।

ঈশ্বর, যিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে পৃথিবী অজ্ঞ নয়। যে তার চোখ বন্ধ করে রাখে, সে ইচ্ছা করে তা করবে। যে তার কান বন্ধ করে রাখে, সে-ও ইচ্ছা করে তা করবে। যাই হোক না কেন, ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নিজেকে আমাদের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা এবং শাসনকারী হিসাবে প্রকাশ করেছেন, যিনি সেবা, সম্মান, আনুগত্য ও ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য। রোমীয় ১:২০ পদ বলে, "ফলতঃ তাঁহার অদৃশ্য গুণ, অর্থাৎ তাঁহার অনন্ত পরাক্রম ও ঈশ্বরত্ব, জগতের সৃষ্টিকাল অবধি তাঁহার বিবিধ কার্য্যে বোধগম্য হইয়া দৃষ্ট হইতেছে, এজন্য তাহাদের উত্তর দিবার পথ নাই"। প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ ঈশ্বরের প্রকাশ থেকে পালাতে পারে না। সে নিজের থেকেও পালাতে পারে না, এবং ঈশ্বর সম্পর্কে তার সহজাত জ্ঞানকে উপেক্ষা করতে পারে না। তার ঊর্দ্ধে ও বাইরে একজন আছেন। একজন ঈশ্বর আছেন! প্রকৃতির বই, ঈশ্বরের সৃষ্টি তাকে তা বলে।

যাই হোক না কেন, খ্রীস্টবিশ্বাসী কেবলমাত্র প্রকৃতির বই পড়ে না। সে বাইবেলও পড়ে, যেটি ঈশ্বরের স্পষ্ট প্রকাশ। আর তাই, শাস্ত্রের চশমায় সৃষ্টিকে দেখে খ্রীস্টবিশ্বাসী বলে, "আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, যিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, সর্বশক্তিমান পিতা"।

প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র

রেভা. কর্ণেলিস হ্যারিঙ্ক

প্রতিলিপি – বক্তৃতা ৩

নিবন্ধ ২: প্রভু যীশু খ্রীস্ট, ঈশ্বরের একজাত পুত্র

প্রিয় শ্রোতা, প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রের দ্বিতীয় নিবন্ধ যীশু খ্রীস্ট সম্পর্কে বলে। এই নিবন্ধে আমরা পড়ি, "এবং তাঁর একজাত পুত্র, প্রভু যীশু খ্রীস্টে"। এই শব্দগুলির মধ্য দিয়ে খ্রীস্টবিশ্বাসী কেবলমাত্র যীশুকে ঈশ্বরের পুত্ররূপে স্বীকার করে না, পাশাপাশি যীশু যে প্রভু তাও স্বীকার করে।

মথি ২২ অধ্যায়ে, একদল ফরিসী যীশুর কাছে একটি প্রশ্ন নিয়ে আসে, "গুরু, ব্যবস্থার মধ্যে কোন আজ্ঞা মহৎ?" দশ আজ্ঞার মধ্যে কোন আজ্ঞাটি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, তারা তা জানতে চাইছিল। যেহেতু ফরিসী ও সদ্দূকীদের মধ্যে এই ধরনের প্রশ্ন পূর্ণ ছিল, তাই তারা যীশুর কাছে এসে দশ আজ্ঞার মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ আজ্ঞা নির্ধারণের দাবি করে। তাদের প্রশ্নের প্রতি যীশুর উত্তর ছিল: "তিনি তাহেকে কহিলেন, 'তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে', এইটি মহৎ ও প্রথম আজ্ঞা। আর দ্বিতীয়টি ইহার তুল্য; 'তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মতো প্রেম করিবে'। এই দুইটি আজ্ঞাতেই সমস্ত ব্যবস্থা এবং ভাববাদী গ্রন্থও ঝুলিতেছে" (মথি ২২:৩৭-৪০)। কী অসাধারণ উত্তর! এটি শাস্ত্রের প্রজ্ঞা ও বিশেষ জ্ঞানকে প্রকাশ করে। যীশু বলেননি, প্রথম আজ্ঞা বা দশম আজ্ঞা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বিধানের কেন্দ্রবিন্দু – ঈশ্বরকে ভালোবাসা ও প্রতিবেশিকে ভালোবাসার বিষয় নির্দেশ করেছেন। ভালোবাসা বিধানের পূর্ণতা। বিধান ঈশ্বরকে ভালোবাসতে বাধ্য করে, সে বিষয়ে মোশি ইতিমধ্যেই শিক্ষা দিয়েছেন, তা তাদের জানা উচিত ছিল, "আর তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ, ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করিবে" (২বিব ৬:৫)। এর পরে, যীশু সেই ফরিসীদেরকে একটি প্রশ্ন করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "খ্রীস্টের বিষয়ে তোমাদের কেমন বোধ হয়, তিনি কাহার সন্তান? তাহারা বলিল, দায়ূদের" (মথি ২২:৪২)। এই প্রশ্নের উত্তর সুপরিচিত ছিল। প্রত্যেক যিহূদী জানত যে, দায়ূদের একজন বংশধর মশীহ হয়ে আসবেন। যীশু তখন তাদেরকে এক দ্বন্দ্বের মুখোমুখি করলেন, বললেন, "তবে দায়ূদ কী প্রকারে আত্মার আবেশে তাঁহাকে প্রভু বলেন? তিনি বলেন, - 'প্রভু আমার প্রভুকে কহিলেন, তুমি আমার দক্ষিণে বস, যাবৎ আমি তোমার শত্রুগণকে তোমার পদতলে না রাখি'"। এই কথাগুলি গীতসংহিতা ১১০-এ পাওয়া যায়। এখানে দায়ূদ মশীহকে তাঁর পুত্র এবং প্রভু বলে সম্বোধন করেছেন। মশীহ সম্পর্কে দায়ূদের উল্লেখের আলোকে, যীশু ফরিসীদের প্রশ্ন করলেন, "অতএব দায়ূদ যখন তাঁহাকে প্রভু বলেন, তখন তিনি কি প্রকারে তাঁহার সন্তান?" (মথি ২২:৪৩-৪৫)। তাদের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর ছিল না। মশীহ কীভাবে একসঙ্গে দায়ূদের পুত্র এবং দায়ূদের ঈশ্বর ও প্রভু, তা আমরাও বুঝতে পারি না। এর একটাই সন্তোষজনক উত্তর আছে: মশীহ উভয়ই। মানব প্রকৃতি হিসাবে তিনি দায়ূদের বংশধর, এবং ঐশ্বরিক প্রকৃতি অনুসারে তিনি ঈশ্বরের পুত্র। যীশু, ঈশ্বর এবং মানুষ।

ভ্রান্ত শিক্ষা, যেগুলি যীশুকে অনন্ত ঈশ্বরের অনন্ত পুত্র বলে অস্বীকার করত, তাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে, প্রথম মণ্ডলী ৩২৫ খ্রীস্টাব্দে নাইসিন স্বীকারোক্তিতে যীশু সম্পর্কে স্বীকার করেছিল: "ঈশ্বরের একজাত পুত্র, জগতের আগে পিতা থেকে জাত। ঈশ্বরের ঈশ্বর, আলোর আলো, সম্পূর্ণ ঈশ্বরের ঈশ্বর, একজাত, সৃষ্ট নয়; পিতার সাথে একই সত্তায় অবস্থিত, যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্ট"। যীশু হলেন প্রকৃত ঈশ্বর এবং প্রকৃত মানুষ। মানব প্রকৃতিতে, যীশু হলেন মরিয়মের রক্ত-মাংস। সমস্ত মানুষের জন্য যেমন, তিনিও তেমনভাবে একজন নারীর গর্ভে জন্মেছিলেন এবং ছোট থেকে প্রাপ্তবয়স্কে পরিণত হয়েছিলেন। যীশু খিদে, তৃষ্ণা, দুঃখ ও আনন্দ, ক্লান্তি ও ব্যাথা, প্রলোভন, কষ্ট ও মৃত্যুর

অভিজ্ঞতা পেয়েছিলেন। যীশু প্রকৃতভাবে একজন মানুষ ছিলেন। বাইবেল বলে যে, তিনি আমাদের মতো হয়েছিলেন, “অতএব সর্ববিষয়ে আপন ভ্রাতৃগণের তুল্য হওয়া তাঁহার উচিত ছিল” (ইব্রীয় ২:১৭)। কিন্তু একটি বিষয়ে তিনি আমাদের থেকে আলাদা ছিলেন – তিনি কোনও পাপ জানতেন না। ইব্রীয় ৪:১৫ পদ বলে, “তিনি সর্ববিষয়ে আমাদের ন্যায় পরীক্ষিত হইয়াছেন, বিনা পাপে”। যীশু তাঁর শত্রুদেরকে এই বলে চ্যালেঞ্জ করতে পারতেন, “তোমাদের মধ্যে কে আমাকে পাপী বলিয়া প্রমাণ করিতে পারে?” (যোহন ৮:৪৬)। তারা কতই না খুশি হত, যদি তারা যীশুকে একজন চোর, ব্যভিচারী, বা মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত করতে পারত। কিন্তু একটা পাপ দিয়েও তারা তাঁকে অভিযুক্ত করতে পারেনি।

যীশু একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, রক্ত-মাংসের একজন মানুষ। এই ঐতিহাসিক যীশু, যিনি রক্ত-মাংসের মানুষ, যিনি আমাদের ক্যালেণ্ডারের প্রথম বছরে জীবিত ছিলেন, তাঁর সম্পর্কে প্রথম খ্রীস্টিয় মণ্ডলী প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রে স্বীকার করে যে, তিনি “ঈশ্বরের একজাত পুত্র”। শিশু যীশু নাসরতে বড়ো হয়েছিলেন; মানুষ যীশু, যিনি ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন; যিনি ভালো কাজ করেছিলেন, অসুস্থদের সুস্থ করেছিলন, মৃতকে জীবন দিয়েছিলেন, কালভেরীতে ক্রুশের উপরে মরেছিলেন, তিনি ঈশ্বরের পুত্র। তিনি এক ব্যক্তিতে ঈশ্বর ও মানুষ – ইম্মানুয়েল, আমাদের সহিত ঈশ্বর (মথি ১:২৩)। খ্রীস্টবিশ্বাসী কেন তা বিশ্বাস করে? আমরা বুঝতে পারি বলে বিশ্বাস করি না, আমরা বিশ্বাস করি কারণ বাইবেল তা শিক্ষা দেয়।

পুরাতন নিয়মে মশীহের ঈশ্বরত্ব নিয়ে ভাববাণী রয়েছে। মীখা ভাববাদীতে, মশীহকে সেই ব্যক্তি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁর সত্তা অনন্তকাল থেকে, “প্রাক্কাল হইতে, অনাদিকাল হইতে তাঁহার উৎপত্তি” (মীখা ৫:২)। যিশাইয় ভাববাদী মশীহের কথা বলে, যাঁর নাম, “আশ্চর্য মন্ত্রী, বিক্রমশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ” (যিশা ৯:৬)। এই সমস্ত নামগুলি কেবলমাত্র ঈশ্বরের প্রতিই প্রযোজ্য।

নতুন নিয়ম যীশুর ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে প্রচুর প্রমাণ দেয়। যীশুর বাপ্তিস্ম গ্রহণের পর, পিতা ঈশ্বর স্বর্গ থেকে যোহন বাপ্তাইজকের মাধ্যমে কথা বলেছেন, “ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁতেই আমি প্রীত” (মথি ৩:১৭)। প্রেরিতশিষ্য যোহন যীশু সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন, “আর সেই বাক্য মাংসে মূর্তিমান হইলেন, এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করিলেন, (আর আমরা তাঁহার মহিমা দেখিলাম, যেমন পিতা হইতে আগত একজাতের মহিমা); তিনি অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণ” (যোহন ১:১৪)।

পৌল যীশু সম্পর্কে বলেছেন, “যিনি পবিত্রতার আত্মার সম্বন্ধে মৃতগণের পুনরুত্থান দ্বারা সপরাক্রমে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া নির্দিষ্ট” (রোমীয় ১:৪)। যীশু নিজেও জনসমক্ষে বারেবারে বলেছেন যে, তিনি ঈশ্বরের পুত্র। যখন তাঁকে যিহুদীদের ধর্মীয় সভার সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল, তখন মহাযাজক যীশুকে দিব্যি দিয়ে বলেছিলেন, “আমি তোমাকে জীবন্ত ঈশ্বরের নামে দিব্য দিতেছি, আমাদিগকে বল দেখি, তুমি কি সেই খ্রীস্ট, ঈশ্বরের পুত্র?”। আর যীশুর উত্তর কী ছিল? তিনি বললেন, “তুমিই বলিলে; আরও আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এখন অবধি তোমরা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রমের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে এবং আকাশের মেঘরথে আসিতে দেখিবে”। এই উত্তর পেয়ে মহাযাজক তার নিজের কাপড় ছিঁড়ে বলল, “এ ঈশ্বর-নিন্দা করিল, আর সাক্ষীতে আমাদের কী প্রয়োজন?” (মথি ২৬:৬৩-৬৫)। মহাযাজক পরিস্কাভাবে বুঝেছিল যে, যীশু নিজেকে মনুষ্যপুত্র, মশীহ এবং ঈশ্বরের অনন্ত পুত্র হিসাবে দাবি করছেন, যা দানিয়েল বলেছিলেন, “আমি রাত্রিকালীন দর্শনে দৃষ্টিপাত করিলাম আর দেখ, আকাশের মেঘ সহকারে মনুষ্য-পুত্রের ন্যায় এক পুরুষ আসিলেন” (দানিয়েল ৭:১৩)। এই কথাগুলো বলার পর, ধর্মীয় সভা তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল, কারণ তিনি নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে অভিহিত করেছিলেন।

পরিশেষে, যীশুর বহু কাজ ও অলৌকিক কাজ তাঁর ঈশরত্বের বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। তিনি সেই সমস্ত কাজ করেছিলেন, যা কেবলমাত্র ঈশ্বর করতে পারেন। তাঁর ক্ষমতাসম্পন্ন বাক্য দ্বারা সমুদ্র ও ঝড়কে শান্ত করার পর, শিষ্যেরা বিস্ময়ে বলেছিল, “ইনি তবে কে যে, বায়ু এবং সমুদ্রও ইহাঁর আজ্ঞা মানে?” (মার্ক ৪:৪১)। তারা যীশুর ঈশ্বরত্বে গভীরভাবে নিশ্চিত হয়েছিল, সেইজন্য তারা স্বীকার

করেছিল, “আর আমরা বিশ্বাস করিয়াছি এবং জ্ঞাত হইয়াছি যে, আপনিই ঈশ্বরের সেই পবিত্র ব্যক্তি” (যোহন ৬:৬৯)।

প্রেরিত শিষ্যদের পরিচর্যা কাজে অনেক সংগ্রাম, সন্দেহ ও ভয় ছিল। তারা প্রায়ই পৌলের মতো বলত, “আমাদের মাংসের কিছুমাত্র শান্তি ছিল না; কিন্তু সর্বদিকে ক্লিষ্ট হইতেছিলাম” (২করি ৭:৫)। কিন্তু তারা কখনও যীশুর ঈশরত্বে সন্দেহ করেনি। তারা তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র হিসাবেই জানত।

যীশু সম্পূর্ণ ঈশ্বর এবং সম্পূর্ণ মানুষ। প্রথম মণ্ডলী এটিকে স্পষ্টভাবে বলত, “ভেরে দেও, ভেরে হোমো” (সত্য ঈশ্বর, সত্য মানুষ)। বাইবেল বারবার যীশুকে ঈশ্বরের একজাত পুত্র হিসাবে উল্লেখ করেছেন। হারিয়ে যাওয়া জগতের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা তাঁর একজাত পুত্রকে দেওয়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল, যাতে তিনি হারিয়ে যাওয়াদের উদ্ধারকারী ও পরিত্রাতা হতে পারেন। যোহন ৩:১৬ পদে যীশু নীকদীমকে বলেছিলেন, “কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়”। সেইজন্য প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র স্বীকার করে যে, যীশু খ্রীস্ট ঈশ্বরের একজাত পুত্র।

যীশুকে ঈশ্বরের একজাত পুত্র হিসাবে সম্বোধন করা হয়, যদিও বিশ্বাসীদেরকেও ঈশ্বরের পুত্র ও কন্যা বলা হয়। তবুও যীশু ও বিশ্বাসীদের পুত্রত্বের মধ্যে এক গভীর পার্থক্য আছে। বিশ্বাসীরা, যীশুর কারণে দত্তক গ্রহণের মাধ্যমে ঈশ্বরের পুত্র হয়েছে। কিন্তু যীশু ঈশ্বরের স্বাভাবিক পুত্র। তিনি ঈশ্বরের একই সত্তার অধিকারী, ঈশ্বরের একজাত পুত্র। এই অর্থে, ঈশ্বরের একটিই সন্তান আছে। সেইজন্য যীশুকে সবসময় ঈশ্বরের একজাত পুত্র বলা হয়ে থাকে।

এইভাবে, যীশু ঈশ্বরের অনন্য পুত্র এবং পিতা ঈশ্বরের সাথে তাঁর অনন্য সম্পর্ক রয়েছে। যিহূদীদের কাছে তিনি বলেছেন, “আমি ও পিতা, আমরা এক” (যোহন ১০:৩০), এর দ্বারা তিনি নিজেকে পিতার সাথে সমান করছেন। যীশু এক অনন্য অর্থে ঈশ্বরকে তাঁর পিতা বলেছেন, তিনি তাঁকে “আব্বা” নামে ডাকতেন, যেটি অরামীয় ভাষায় ছোট বাচ্চা তার বাবাকে ডাকত। আমরা বলতে পারি যে, যীশু ঈশ্বরকে তাঁর নিজের বাবা বলেছেন। কিন্তু যীশু যা বলেছিলেন, তা ফরিসী, সদ্দূকী এবং ইস্রায়েলের প্রাচীনেরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিল। যোহন ৫:১৮ পদে আমরা পড়ি, “এই কারণ যিহূদিগণ তাঁহাকে বধ করিতে আরও চেষ্টা পাইল; কেননা তিনি কেবল বিশ্রামবার লঙ্ঘন করিতেন তাহা নয়, কিন্তু আবার ঈশ্বরকে নিজ পিতা বলিতেন, আপনাকে ঈশ্বরের সমান করিতেন”। যীশু ঈশ্বরকে তাঁর নিজের বাবা বলে ডাকতে পারেন, যার অর্থ তাঁর ব্যক্তিগত এবং স্বাভাবিক বাবা।

বাইবেলে “একজাত” শব্দটি ব্যবহার করে। পুত্র হিসাবে যীশু ঈশ্বর থেকে জাত, তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র করে সৃষ্টি করা হয়নি, কিন্তু ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত পুত্র, তাঁকে সৃষ্টি করা হয়নি, কিন্তু অনন্তকাল পিতা থেকে উদ্ভূত। এগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অভিব্যক্তি ও বৈশিষ্ট। স্বর্গ ও পৃথিবী, মানুষ ও স্বর্গদূত, প্রাণী ও উদ্ভিদ, এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য সমস্ত কিছু ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট। কিন্তু পুত্রকে সৃষ্টি বা তৈরি করা হয়নি। পুত্র কখনও পিতার সাথে ছিল না, বা পুত্রের কোনও অস্তিত্ব ছিল না, বিষয়টা কেউ সহজেই মনে করতে পারে। কিন্তু শাস্ত্র বর্তমান কালে, পিতার একজাত পুত্র হিসাবে উল্লেখ করেছে, যা ঈশ্বরের অনন্ত অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত। পিতা অনন্তকাল ধরে, কোনও রকম শুরু, সময়ের কোনও অগ্রগতি বা পরিসমাপ্তি ছাড়াই তাঁর পুত্রের অস্তিত্বে নিযুক্ত। এটি এক অনন্ত এবং শেষ না হওয়া অস্তিত্ব। যীশু নিজে এই বিষয়ের নিশ্চয়তা দিয়েছেন, “কেননা পিতার যেমন আপনাতে জীবন আছে, তেমনি তিনি পুত্রকেও আপনাতে জীবন রাখিতে দিয়াছেন” (যোহন ৫:২৬)। তাই, অনন্তকাল ধরে পিতা তাঁর অভিন্ন প্রকৃতি তাঁর পুত্রকে জানান। যীশু শব্দের প্রকৃত অর্থে নিজেকে এবং পিতাকে এক বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা তাঁদের ঈশরত্বে, অনন্ততায়, ক্ষমতা এবং গৌরবে এক। পুত্র, পিতা ও পবিত্র আত্মার সাথে সত্যিই ঈশ্বর। তাই, বাইবেলের উপর ভিত্তি করে আমরা বিশ্বাস করি যে, যীশু ঈশ্বরের একজাত পুত্র।

এর অর্থ এই নয় যে, আমরা পিতার দ্বারা পুত্রের অনন্ত অস্তিত্বের বিষয় বুঝতে পারি। এর সহজ অর্থ যে, বাইবেল যা শিক্ষা দেয়, আমরা তা বিশ্বাস করি, যেমন যীশু ঈশ্বরের একমাত্র প্রাকৃতিক পুত্র। ঈশ্বরের অনেক দত্তক সন্তান রয়েছে, কিন্তু তাঁর একটিই একজাত পুত্র রয়েছে, তিনি যীশু খ্রীস্ট, আমাদের প্রভু। যদিও আমরা পিতার দ্বারা পুত্রের অনন্ত অস্তিত্বকে বুঝতে পারি না, তবুও যীশু ঈশ্বরের

একজাত পুত্র, এই স্বীকারোক্তি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। পরিত্রাণ বিষয়টি এখানে ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ খ্রীস্ট যদি সত্য ঈশ্বর না হন, তাহলে আমরা পরিত্রাণ পাইনি, কারণ পরিত্রাতা যিনি প্রকৃত ঈশ্বর তিনিই আমাদের পরিত্রাণ করতে পারেন।

প্রৈরিতিক যুগে, ভ্রান্ত শিক্ষা ইতিমধ্যেই খ্রীস্টের ঈশ্বরত্বকে অস্বীকার করেছিল। বাইবেল কেন যীশুকে ঈশ্বরের একজাত পুত্র বলে, সে বিষয়ে তারা একটা যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। যীশু কেন ঈশ্বর এবং মানুষ, তা তারা তাদের দর্শন দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারেনি, তাই তারা যীশুকে সত্য ঈশ্বর ও সত্য মানুষরূপে স্বীকার করতে পারেনি। এই বিষয়টি আমরা যোহনের পত্রে লক্ষ্য করি। যারা যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বা ঈশ্বরের পুত্র যীশু মানুষ হয়েছেন বিষয়টিকে অস্বীকার করে, তাদেরকে যোহন খ্রীস্টারি বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি ১যোহন ৪:৩ পদে লিখেছেন, “আর যে কোনও আত্মা যীশুকে স্বীকার না করে, সে ঈশ্বর হইতে নয়; আর তাহাই খ্রীস্টারির আত্মা, যাহার বিষয়ে তোমরা শুনিয়াছ যে, তাহা আসিতেছে, এবং সম্প্রতি তাহা জগতে আছে”। আরিয়াস, যিনি আনুমানিক ২৫০ খ্রীস্টাব্দে জন্মেছিলেন, খ্রীস্টবিশ্বাসের প্রাথমিক ইতিহাসে একজন কুখ্যাত ভ্রান্তশিক্ষক ছিলেন, যিনি এই সিদ্ধান্তে পোঁছেছিলেন যে, সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে যীশু সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তিনি অনন্ত ঈশ্বরের অনন্ত পুত্র নন। এতে খ্রীস্টিয় মণ্ডলীতে বিশৃঙ্খলা ও দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছিল। অন্যান্যরা শিক্ষা দিয়েছিল যে, “ঈশ্বরের পুত্র” নামটা আক্ষরিক অর্থে না দেখে, একটা সাম্মানিক উপাধি হিসাবে দেখতে।

মুসলমানেরা বিশ্বাস করে যে, যীশু প্রকৃতপক্ষে একজন ভাববাদী, কিন্তু তিনি যে ঈশ্বরের পুত্র এই ধারণাকে তারা বর্জন করে। তারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ একা এবং কোনও ব্যক্তি তার সমকক্ষ নয় – এবং তাই তার কোনও পুত্রও নেই। যদিও যিহোবার সাক্ষীরা যীশুকে সর্বোত্তম উদাহরণ এবং যিহোবার উচ্চতর সাক্ষ্য হিসাবে দেখে, কিন্তু তারাও যীশুকে ঈশ্বর হিসাবে স্বীকার করে না। তিনি কেবল এক ব্যক্তি, যিনি ঈশ্বরের বার্তা প্রচার করেন। তবে, যীশুর বাপ্তিস্মের সময়ে, ঈশ্বর স্বর্গ থেকে ঘোষণা করেছিলেন, “তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি প্রীত” (লুক ৩:২২)। আধুনিক ঈশতত্ত্ববিদেরাও যীশুকে ঈশ্বরের পুত্ররূপে স্বীকার করে না। তারা তাঁকে এক মহান যিহূদী, একজন ভালো মানুষ, একজন মানবতাবাদী, বা প্রতিবেশীদের ভালোবাসার আদর্শ হিসাবে দেখে, কিন্তু ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে নয়। এছাড়া বেশ কিছু ধর্মীয় দল রয়েছে, যারা যীশু ঈশ্বরের একজাত পুত্র, বাইবেলের এই সাক্ষ্যকে অস্বীকার করে।

প্রকৃতপক্ষে এখানে কোন বিষয় ঝুঁকির মধ্যে আছে? যীশু ঈশ্বরের একমাত্র একজাত পুত্র তা স্বীকার করা কেন তাৎপর্যপূর্ণ? উত্তর হল, যীশু যদি সত্য ঈশ্বর না হন, তাহলে কোনও ইম্মানূয়েল – আমাদের সহিত ঈশ্বর নেই (মথি ১:২৩)। তাহলে ঈশ্বরের পুত্রের মানবরূপ ধারণ হয়নি, এবং যীশু যদিও একজন অসাধারণ মানুষ, তবে তিনি একজন সাধারণ মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যীশু যদি সত্য ঈশ্বর না হন, তাহলে তিনি মাংসে প্রকাশিত ঈশ্বর নন, যা পৌল ১তীমথি ৩:১৬ পদে বলেছেন। তাহলে ২করিন্থীয় ৫:১৯ পৌল যা লিখেছেন, তাও একইভাবে সত্য নয়, “বস্তুতঃ ঈশ্বর খ্রীস্টে আপনার সহিত জগতের সম্মিলন করাইয়া দিতেছিলেন”। তাহলে আমরা ঈশ্বরের সাথে সংযুক্তও হইনি, এবং ঈশ্বর দ্বারা মুক্তি পাইনি। যীশু যদি সত্য ঈশ্বর না হন, তাহলে পুনরুত্থান স্বর্গীয় পরিত্রাতা যীশু খ্রীস্ট, যিনি আমাদের পাপের জন্য মরেছিলেন, এবং আমাদের ধার্মিকতার জন্য আবার উঠেছিলেন, তাঁর পুনরুত্থান নয়, বরং একজন সাধারণ মানুষের পুনরুত্থান (রোমীয় ৪:২৫)।

সংক্ষেপে, যীশু যিনি আমাদের পরিবর্তে দুঃখভোগ করলেন, মরলেন এবং মৃতদের মধ্য থেকে উঠলেন, এবং এখন ঈশ্বরের দক্ষিণ পাশে বসে আছেন, তিনি যদি ঈশ্বরের পুত্র না হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের আশা একটা ভ্রান্তি। আমরা তাহলে আমাদের পরিত্রাণের জন্য একজন সাধারণ মানুষের উপর আস্থা রেখেছি। যীশুর প্রতি আমাদের আরাধনা তাহলে প্রতিমা পূজার পর্যায়ে চলে যাবে, কারণ আমরা একজন সাধারণ মানুষকে ঈশ্বর-আরাধনা করব। কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক! পাপীদেরকে অনন্ত ধ্বংস থেকে উদ্ধার করতে, ঈশ্বর নিজে তাঁর পুত্র যীশু খ্রীস্টের মাধ্যমে এই জগতে এসেছেন। যীশু পিতার কাছ থেকে এসেছেন। তিনি ঈশ্বরের একজাত পুত্র। তাঁর যদি পুত্র না থাকে, তাহলে

বাইবেল কেন ঈশ্বরকে পিতা হিসাবে সম্বোধন করবে? আমাদের ত্রাণকর্তা হলেন ঈশ্বরের একজাত পুত্র।

এছাড়া খ্রীস্টবিশ্বাসী স্বীকার করে যে, *যীশু খ্রীস্ট আমাদের প্রভু*। এই স্বীকারোক্তিতে, আমরা আমাদের পরিত্রাতার তিনটি প্রধান নামের সম্মুখীন হই – *যীশু, খ্রীস্ট* এবং *প্রভু*। পরিত্রাতার ব্যক্তিগত নাম হল *যীশু*, অর্থাৎ "উদ্ধারকর্তা"। গ্যাব্রিয়েল স্বর্গদূত মরিয়মকে বলেছিলেন, "আর দেখ, তুমি গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাঁহার নাম যীশু রাখিবে"। যীশু নামের অর্থ, "যিহোবা রক্ষা করেন"! যীশু নামটি প্রকাশ করে যীশু কে – পরিত্রাতা, যিনি এই জগতে এসেছিলেন "যা হারিয়ে গেছি, তা খুঁজতে ও পরিত্রাণ করতে মনুষ্যপুত্র এসেছেন" (লুক ১৯:১০)।

এছাড়া যীশুকে *খ্রীস্ট* নামেও ডাকা হয়, যার অর্থ "অভিষিক্ত ব্যক্তি"। এর হিব্রু সমার্থক হল "মশীহ"। আন্দ্রিয় তার ভাই শিমোনকে বলেছিল, "আমরা মশীহের দেখা পাইয়াছি—অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ খ্রীষ্ট [অভিষিক্ত]" (যোহন ১:৪১)। যখন আমরা যীশুকে খ্রীস্ট হিসাবে স্বীকার করি, তখন মশীহ সম্পর্কে পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের ঘোষণাগুলিকে আমরা মেনে নিই। প্রেরিতেরা পুরাতন নিয়ম থেকে তাদের প্রচারে ক্রমাগতভাবে প্রমাণ করেছেন যে যীশুই খ্রীস্ট – সেই প্রতিজ্ঞাত মশীহ। যিহূদী সমাজগৃহে প্রচারের জন্য প্রেরিতেরা যে রীতি অনুসরণ করত, তা আমরা প্রেরিত ১৭ অধ্যায়ে পেয়ে থাকি। "আর পৌল আপন রীতি অনুসারে তাহাদের কাছে গেলেন, এবং তিন বিশ্রামবারে তাহাদের সহিত শাস্ত্রের কথা লইয়া প্রসঙ্গ করিলেন ও অর্থ বুঝাইয়া দিলেন, এবং দেখাইলেন যে, খ্রীস্টের মৃত্যুভোগ ও মৃতগণের মধ্য হইতে পুনরুত্থান করা আবশ্যক ছিল, এবং এই যে যীশুকে আমি তোমাদের কাছে প্রচার করিতেছি, তিনিই সেই খ্রীস্ট" (প্রেরিত ১৭:২-৩)। যীশুই খ্রীস্ট, অর্থাৎ সেই অভিষিক্ত ব্যক্তি।

পুরাতন নিয়মের সময়ে ভাববাদীদেরকে, যাজকদেরকে এবং রাজাদেরকে পবিত্র তেল দিয়ে অভিষিক্ত করা হত। এটি বোঝায় যে, ঈশ্বর তাদেরকে তাদের পদের জন্য আহ্বান করেছিলেন, এবং এই প্রতিশ্রুতিকে দেখায় যে, তাদের কাজের জন্য ঈশ্বর তাদেরকে প্রস্তুত করবেন। ঈশ্বর যীশুকে ভাববাদী, যাজক এবং রাজা হওয়ার জন্য অভিষিক্ত করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা অভিষিক্ত হয়েছিলেন। যীশুর বাপ্তিস্ম হওয়ার পর যোহন বাপ্তাইজক যা দেখেছিলেন, তা মথি আমাদের বলেন, "আর দেখ, তাঁহার নিমিত্ত স্বর্গ খুলিয়া গেল, এবং তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কপোতের ন্যায় নামিয়া আপনার উপরে আসিতে দেখিলেন" (মথি ৩:১৬)। মশীহ পবিত্র আত্মা দ্বারা অভিষিক্ত হবেন, তা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। যিশাইয় ৬১ অধ্যায়ে মশীহ বলেন, "প্রভু সদাপ্রভুর আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন, কেননা নম্রগণের কাছে সুসমাচার প্রচার করিতে সদাপ্রভু আমাকে অভিষেক করিয়াছেন; তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, যেন আমি ভগ্নান্তঃকরণ লোকদের ক্ষত বাঁধিয়া দিই; যেন বন্দী লোকদের কাছে মুক্তি, ও কারাবদ্ধ লোকদের কাছে কারামোচন প্রচার করি; যেন সদাপ্রভুর প্রসন্নতার বৎসর ঘোষণা করি" (যিশা ৬১:১-২)। নাসরতের সমাজগৃহে যীশু যখন এই অংশটি যিশাইয় থেকে পড়লেন, তিনি বললেন, "অদ্যই এই শাস্ত্রীয় বচন তোমাদের কর্ণগোচরে পূর্ণ হইল" (লুক ৪:২১)। এভাবে যীশু নিজেকে প্রতিজ্ঞাত মশীহ হিসাবে আখ্যা দিয়েছিলেন।

প্রচার করার জন্য ও অলৌকিক কাজ করার জন্য যীশুকে পবিত্র আত্মা দ্বারা ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। তবে তা এলিয় ভাববাদীর মতো সমপরিমাণে ছিল না। যীশুর কাছে পরিমাপ ছাড়াই আত্মা ছিল। যোহন ৩:৩৪ পদ বলে, "কারণ ঈশ্বর আত্মাকে পরিমাণপূর্বক দেন না"। শতপতি কর্ণলিয়ের বাড়িতে পিতর বলেছিলেন, "ঈশ্বর তাঁহাকে পবিত্র আত্মাতে ও পরাক্রমে অভিষেক করিয়াছিলেন" (প্রেরিত ১০:৩৮)। যীশু হলেন ঈশ্বরের অভিষিক্ত ব্যক্তি – মশীহ, এবং তাঁতে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়, "আর সদাপ্রভুর আত্মা – প্রজ্ঞার ও বিবেচনার আত্মা, মন্ত্রণার ও পরাক্রমের আত্মা, জ্ঞানের ও সদাপ্রভুর ভয়ের আত্মা – তাঁহাতে অধিষ্ঠান করিবেন" (যিশা ১১:২)।

আবার যীশুকে *প্রভু* বলেও ডাকা হয়, এর অর্থ, "অধিকারী, মালিক বা মনিব"। বাইবেলের সময়ে এই উপাধিটি ক্রীতদাসদের মালিকের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হত। এটি "মনিব" শব্দের সমার্থক, আর তাই এটি এমন এক উপাধি যা অধিকার বা কর্তৃত্বকে প্রকাশ করে। ঈশ্বর নিজেকে ইস্রায়েলের প্রভু এবং

অধিকারী বলছেন। ইস্রায়েল জাতিকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য মোশি যখন ফরৌণের কাছে দাবি করেন, তখন তিনি বলেন, "সদাপ্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, আমার প্রজাদিগকে ছাড়িয়া দেও" (যাত্রা ৫:১)। ঈশ্বর নিজেকে ইস্রায়েলের প্রভু বলেছেন এবং ইস্রালের জাতির উপর তাঁর স্বতন্ত্র দাবি প্রকাশ করেছেন। তাঁর জন্মের সময় স্বর্গদূতেরা ঘোষণা করেছিল যে, যীশুই খ্রীস্ট এবং প্রভু। স্বর্গদূতেরা মেষপালকদের বলেছিল, "কারণ অদ্য দায়ূদের নগরে তোমাদের জন্য ত্রাণকর্তা জন্মিয়াছেন; তিনি খ্রীস্ট প্রভু" (লুক ২:১১-১২)। বিশেষত তাঁর পুনরুত্থানের পরে যীশুকে *প্রভু* বলে সম্বোধন করা হয়। পঞ্চাশত্তমীর দিনে পিতর বলেছেন, "অতএব ইস্রায়েলের সমস্ত কুল নিশ্চয় জ্ঞাত হউক যে, যাঁহাকে তোমরা ক্রুশে দিয়াছিলে, সেই যীশুকেই ঈশ্বর প্রভু ও খ্রীস্ট উভয়ই করিয়াছেন" (প্রেরিত ২:৩৬)। যীশুকে মৃত্যু থেকে উত্থাপনের দ্বারা যীশু কে, তা ঈশ্বর প্রকাশ করেছেন, যথা – প্রভু এবং মশীহ। তাই, যীশু সম্পর্কে থোমা স্বীকার করেছিল, "প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার" (যোহন ২০:২৮)। প্রভু উপাধিটি ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে প্রকাশ করে। প্রেরিত পৌল বলেন, "কারণ এই উদ্দেশে খ্রীস্ট মরিলেন ও জীবিত হইলেন, যেন তিনি মৃত ও জীবিত উভয়েরই প্রভু হন" (রোমীয় ১৪:৯)। যীশু কর্তৃত্বের অধিকারী। তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেছেন, "তখন যীশু নিকটে আসিয়া তাঁহাদের সহিত কথা কহিলেন, বলিলেন, স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে" (মথি ২৮:১৮)। সেই দিন আসবে, যেদিন সমস্ত সৃষ্টি তাঁর সম্মুখে জানুপাত করবে এবং তাঁকে প্রভু বলে স্বীকার করবে, "যেন যীশুর নামে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল নিবাসীদের সমুদয় জানু পাতিত হয়, এবং সমুদয় জিহ্বা যেন স্বীকার করে যে, যীশু খ্রীস্টই প্রভু, এইরূপে পিতা ঈশ্বর যেন মহিমান্বিত হন" (ফিলিপীয় ২:১০-১১)।

গুরুত্বপূর্ণভাবে, যীশু তাঁর মণ্ডলীর প্রভু। তিনি তাঁর মণ্ডলীকে কিনেছেন এবং শয়তান ও পাপের শক্তির হাত থেকে উদ্ধার করেছেন, ফলস্বরূপ মণ্ডলীকে তিনি তাঁর অধিকারস্বরূপ প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিশ্বাসীদের সম্বন্ধে এ বলা হয়, "তোমরা তো জান, তোমাদের পিতৃপুরুষগণের সমর্পিত অলীক আচার, ব্যবহার হইতে তোমরা ক্ষয়ণীয় বস্তু দ্বারা রৌপ্য বা স্বর্ণ দ্বারা মুক্ত হও নাই। কিন্তু নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক মেষশাবরূপে খ্রীস্টের বহুমূল্য রক্ত দ্বারা মুক্ত হইয়াছ" (১পিতর ১:১৮-১৯)। তিনি তাঁর প্রজাদেরকে তাঁর রক্ত দ্বারা নরক থেকে মুক্ত করেছেন। মনোনীতরা যীশুর শ্রমের পুরস্কার। যিশাইয় ৫৩:১১ পদে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, "তিনি আপন প্রাণের শ্রমফল দেখিবেন, তৃপ্ত হইবেন"। এভাবে যীশু তাঁর মণ্ডলীর প্রভু এবং অধিকারী উভয়ই হয়েছেন। তিনি গলগথাতে মণ্ডলীর মুক্তির মূল্য চুকিয়েছেন। তিনি কেবলমাত্র তাঁর রক্ত দ্বারা তাঁর প্রজাদের মুক্ত করেননি, পাশাপাশি পবিত্র আত্মার পুনর্নবীকরণ কাজের মাধ্যমে পাপের ক্ষমতা এবং শয়তানের হাত থেকে তাদেরকে উদ্ধারের জন্যও সক্রিয় আছেন।

আমরা নিজেদেরকে মুক্ত মনে করি, কিন্তু বাস্তবে আমরা দাস। আদমের পাপে, সমস্ত মানুষ শয়তানের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধীনে এসেছে। প্রভু হওয়ার পরিবর্তে আমরা দাসে পরিণত হয়েছি। আমরা আমাদের পাপের দাস, একজন মাদকাসক্তের থেকেও বেশি। অব্রাহামের বংশধর হওয়ার জন্য, এবং তারা কখনও দাস ছিল না বলে যিহূদীরা গর্ব করত। কিন্তু যীশু বলেছেন, "সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ পাপাচরণ করে, সে পাপের দাস" (যোহন ৮:৩৪)। পাপ দাসে পরিণত করে! পাপ আমাদেরকে কেবল তার দাসে পরিণত করে না, পাশাপাশি আমাদেরকে শয়তানের দাসত্বেও পরিণত করে। পাপ হল সেই শৃঙ্খলের, যা দিয়ে শয়তান আমাদেরকে বাঁধে। পাপ আমাদেরকে শয়তানের কর্তৃত্বের অধীনে নিয়ে এসেছে।

যীশু মানুষদেরকে এই দাসত্ব থেকে উদ্ধার করেন। এটাই খ্রীস্টবিশ্বাসের গৌরব। এটি পাপীদেরকে পাপ ও শয়তানের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করে। এটি তাদেরকে নতুন মানুষে পরিণত করে। ঈশ্বরের সন্তানদেরকে অন্ধকারের ক্ষমতা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাদেরকে অন্য এক রাজ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। কলসীয় ১:১৩ পদ বলে, "তিনিই আমাদিগকে অন্ধকারের কর্তৃত্ব হইতে উদ্ধার করিয়া আপন প্রেমভূমি পুত্রের রাজ্যে আনয়ন করিয়াছেন"। সেইজন্য খ্রীস্টবিশ্বাসীরা যীশুকে তাদের প্রভু বলে। ঈশ্বর তাদের প্রত্যেককে পবিত্র আত্মার পুনর্জন্ম ও পুনর্নবীকরণের দ্বারা পাপ ও শয়তানের ক্ষমতা থেকে উদ্ধার করেছেন। তিনি তাদেরকে প্রায়ই ঈশ্বর থেকে দূরে দেখেন, মাংসের ইচ্ছা পূরণ করতে দেখেন, শয়তানের দ্বারা অন্ধ অবস্থায় এবং পৃথিবীতে ঈশ্বরবিহীন অবস্থায় দেখেন। আর তাই

প্রেরিত পৌল লিখেছেন, “ঈশ্বর, দয়াধনে ধনবান বলিয়া, আপনার যে মহাপ্রেমে আমাদিগকে প্রেম করিলেন...আমাদিগকে, খ্রীস্টের সহিত জীবিত করিলেন – অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ” (ইফিষীয় ২:৪)।

যখন ঈশ্বর পাপীদের পরিবর্তন করেন, তিনি পাপের কর্তৃত্ব ছিন্ন করেন, তাদের সাথে বাস করেন এবং তাদের হৃদয়ে তাঁর ভালোবাসা ঢেলে দেন। ফলস্বরূপ, তারা ঈশ্বরীয় দুঃখে তাদের বিগত সমস্ত পাপ ও মন্দ পথকে ত্যাগ করবে, এবং নতুন আত্মায় ঈশ্বরের সেবা করতে শুরু করবে, যেমন রোমীয় ৭:৬ পদে বলা আছে। তারপর যীশু আমাদের হৃদয়-সিংহাসনে নেমে আসবেন এবং তাঁকে আমাদের প্রভু ও মনিব বলে স্বেচ্ছায় জড়িয়ে ধরতে চালিত করবেন। তখন আমাদের এক নতুন প্রভু ও নতুন মনিব হবে। উদ্ধার পাওয়ার আগে, শয়তান আমাদের প্রভু ও মনিব ছিল, কিন্তু এখন যীশু আমাদের প্রভু ও মনিব। ব্যাবিলনের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার পরে ইস্রায়েলীয়রা যেমন বলেছিল, “হে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, তুমি ব্যতীত অন্য প্রভুরা আমাদের উপরে কর্তৃত্ব করিয়াছিল; কিন্তু কেবল তোমারই সাহায্যে আমরা তোমার নামের কীর্তন করিব” (যিশা ২৬:১৩); ঈশ্বরের সন্তানেরা তেমনই তাদের সাথে সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে একমত হবে। ঈশ্বরের পাল থেকে যখন কেউ দূরে চলে গিয়েছিল, তখন উত্তম মেষপালক যীশু তাদেরকে খুঁজেছিলেন। তিনি খুঁজেছিলেন এবং তাদেরকে পেয়েছিলেন এবং তাদেরকে তাঁর প্রজা বানালেন। এটি খ্রীস্ট এবং বিশ্বাসী আত্মার মধ্যে এক আশীর্বাদের বন্ধন তৈরি করে – সেই বন্ধন যা কখনও ছিঁড়বে না। ভালোবাসার দ্বারা সংযুক্ত একটি দেহ। এটি এক পবিত্র ঐক্য, সার্বভৌম অনুগ্রহের এক বন্ধন, যা কখনও আলাদা করা যাবে না। এটি বিশ্বাসীদেরকে ও খ্রীস্টকে এক দেহে পরিণত করে।

এটা উল্লেখযোগ্য যে, প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র যীশুকে প্রভু হিসাবে স্বীকার করার সময় কখনও প্রভু বলে না, কিন্তু *আমাদের* প্রভু বলে। খ্রীস্টবিশ্বাসী আমাদের প্রভু যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাস করে। খ্রীস্টবিশ্বাসী কেবল স্বীকার করে না যে, যীশু একজন প্রভু, পরিবর্তে তিনি সেই ব্যক্তির প্রভু। এটি বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতাকে প্রকাশ করে। খ্রীস্টবিশ্বাসী নিজেকে একজন নতুন প্রভু ও নতুন মনিব লাভকারী হিসাবে জানতে পারে। যীশু সম্পর্কে খ্রীস্টবিশ্বাসী স্বীকার করে, “তিনি আমার প্রভু!”

“খ্রীস্টের বিষয়ে তোমাদের কেমন বোধ হয়?” (মথি ২২:৪২), এই প্রশ্নটি যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। মানুষ তাঁর সম্পর্কে কী মনে করে তা জানতে পেরে তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে নির্দিষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, “কিন্তু তোমরা কী বল, আমি কে?” (মথি ১৬:১৫)। প্রশ্ন হল, আপনার কাছে যীশু কে? তিনি কি আপনার কাছে অপরিহার্য ও মূল্যবান হয়ে উঠেছেন? আপনার হৃদয় কি তাঁর সাথে সংযুক্ত? যে যীশু উদ্ধার করেন, তিনি কোনও সাধারণ যীশু নন, যাঁকে আমরা আমাদের ঠোঁট দিয়ে স্বীকার করি। যীশু, যিনি আমাকে উদ্ধার করেন, সেই যীশু বিশ্বাসে আমার হৃদয়ে বাস করেন। বিশ্বাসীদের সম্পর্কে পিতর বলেছেন, “অতএব তোমরা যাহারা বিশ্বাস করিতেছ, ঐ মহামূল্যতা তোমাদেরই জন্য” (১পিতর ২:৭)। কেবলমাত্র প্রকৃত বিশ্বাস, হৃদয়ের বিশ্বাস, খ্রীস্টের সাথে সংযুক্ত করে। প্রকৃত বিশ্বাসের পরিচয় হয় সমগ্র খ্রীস্টকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে। এটি যীশুকে কেবলমাত্র তার পরিত্রাতা হিসাবে স্বীকার করে না, কিন্তু তার প্রভু হিসাবেও স্বীকার করে। যীশুকে আমাদের পরিত্রাতারূপে গ্রহণ করার পর, আমাদের প্রভু হিসাবে স্বীকার করা তাহলে কতটা গুরুত্বপূর্ণ! আপনি খ্রীস্টকে পরিত্রাতারূপে গ্রহণ করতে পারেন না, যদি না আপনি তাঁকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করেন। সম্পূর্ণ খ্রীস্টকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। একজন প্রকৃত বিশ্বাসী, কেবলমাত্র নরক ও অভিশাপের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য যীশুকে বিশ্বাস করবে না। তাঁর দ্বারা পরিচালিত হওয়ার জন্য সে তাঁকে রাজা হিসাবেও গ্রহণ করবে, এবং জীবনে নতুনভাবে চলার দ্বারা তার প্রকাশ করবে। যীশু বলেছেন, যাহারা আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু বলে, তাহারা সকলেই যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে, এমন নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই পাইবে। তিনি এও বলেছেন, তাঁর আগমনের দিনে অনেকে বলবে, প্রভু, প্রভু। আর আমি তাদের বলব: আমি কখনও তোমাদিগকে জানি নাই; হে অধর্মাচারীরা, আমার নিকট হইতে দূর হও (মথি ৭:২২-২৩)। আমরা যখন খ্রীস্টকে পরিত্রাতা হিসাবে স্বীকারর করি, তখন আমাদের উপরে কর্তৃত্ব করার জন্য আমরা তাঁকে আমাদের প্রভু ও রাজা

হিসাবেও স্বীকার করি। যীশু শিখিয়েছেন, “অতএব তোমরা উহাদের ফল দ্বারাই উহাদিগকে চিনিতে পারিবে” (মথি ৭:২০)।

প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র

রেভা. কর্ণেলিস হ্যারিঙ্ক

প্রতিলিপি – বক্তৃতা ৪

নিবন্ধ ৩: কুমারীর গর্ভে পরিত্রাতার জন্মগ্রহণ

প্রিয় শ্রোতা, প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রের তৃতীয় নিবন্ধটি বলে: "যিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা গর্ভস্থ হইলেন, কুমারী মরিয়ম হইতে জন্মিলেন"। এই শব্দগুলি আমাদেরকে কুমারীর গর্ভে যীশুর জন্মগ্রহণের অবোধ্য সত্যের বিষয়ে চিন্তা করতে বলে। পবিত্র আত্মা দ্বারা যীশু গর্ভস্থ হয়েছিলেন এবং কুমারী মরিয়মের গর্ভে জন্মেছিলেন। এইভাবেই যীশু এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। কীভাবে তা সম্ভব? পুরুষ ও নারীর মিলন ছাড়া একজন মানুষ জন্মাতে পারে না। সেইজন্য অনেকে কুমারীর গর্ভে যীশুর জন্মগ্রহণের বিষয়টিকে উপহাস করে। তারা দাবি করে যে, যীশুর পদমর্যাদাকে উন্নীত করার জন্য খ্রীস্টবিশ্বাসীরা এই সত্যটিকে তৈরি করেছে, আর তাই যীশু কেবল যোষেফ বা কোনও রোমীয় সৈন্যের পুত্র। যুগ যুগ ধরে, কুমারীর গর্ভে যীশুর জন্মগ্রহণের বিষয়টি অনেকের কাছে খ্রীস্টিয় মণ্ডলীর বার্তাকে বিশ্বাসের পক্ষে বাধাস্বরূপ। সেইজন্য অনেক প্রচারক কুমারীর গর্ভে যীশুর জন্মের বিষয়ে নীরব থাকা এবং এটিকে পৌরাণিক কাহিনী বলে বিবেচনা করাকে বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করে।

কিন্তু বাইবেল পরিস্কারভাবে বলে যে, যীশু একজন কুমারীর গর্ভে জন্মেছিলেন। প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র এই একই সত্য উচ্চারণ করেছে: "যিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা গর্ভস্থ হইলেন, কুমারী মরিয়ম হইতে জন্মিলেন"। এর সপক্ষে প্রচুর শাস্ত্রীয় প্রমাণ রয়েছে। যখন গ্যাব্রিয়েল স্বর্গদূত কুমারী মরিয়মকে বললেন যে, সে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেবে, তার প্রতিক্রিয়া ছিল, "ইহা কীরূপে হইবে? আমি তো পুরুষকে জানি না" (লুক ১:৩৪)। মরিয়মের কোনও যৌন সম্পর্ক হয়নি। তার প্রতিক্রিয়া যুক্তিপূর্ণ। কেমনভাবে একজন কুমারী মেয়ে পুত্র সন্তানের জন্ম দিতে পারে? তখন স্বর্গদূত উত্তর দিলেন, "পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসিবেন, এবং পরাৎপরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করিবে; এই কারণ যে পবিত্র সন্তান জন্মিবেন, তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যাইবে" (লুক ১:৩৫)। মথি বলেছেন যে, যোষেফ খুবই দুঃখ পেয়েছিল এই সন্দেহ করে যে, মরিয়ম তার প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছে। যাই হোক না কেন, প্রভু যে স্বর্গদূতকে তার কাছে পাঠিয়েছিলেন, তিনি তাকে এই বলে আশ্বস্ত করলেন, "যোষেফ, দায়ূদ-সন্তান, তোমার স্ত্রী মরিয়মকে গ্রহণ করিতে ভয় করিও না, কেননা তাঁহার গর্ভে যাহা জন্মিয়াছে, তাহা পবিত্র আত্মা হইতে হইয়াছে" (মথি ১:২০)। সুসমাচারের পরিস্কার এবং দ্ব্যর্থহীন সাক্ষ্য এই যে, কোনও পুরুষের সংযোগ ছাড়াই মরিয়ম গর্ভবতী ছিলেন। শাস্ত্র আমাদেরকে বলে যে, যীশু খ্রীস্টের জন্ম এইভাবে হয়েছিল: "তাঁহার মাতা মরিয়ম যোষেফের প্রতি বাগ্‌দত্তা হইলে তাঁহাদের সহবাসের পূর্ব্বে জানা গেল, তাঁহার গর্ভ হইয়াছে—পবিত্র আত্মা হইতে" (মথি ১:১৮)। বাইবেল যে তথ্য দেয় তার আলোকে, কুমারীর গর্ভে যীশুর জন্ম সন্দেহাতীত। কেউ তখনই তা অস্বীকার করতে পারে, যখন সে সুসমাচারে লিখিত তথ্যগুলিকে অস্বীকার করে।

প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র স্বীকার করে: "পবিত্রর আত্মা দ্বারা গর্ভস্থ হইলেন"। মরিয়মের গর্ভধারণ পবিত্র আত্মার দ্বারা হয়েছিল। পবিত্র আত্মা, যিনি মরিয়মের মধ্যে মানবজীবন সেচন করেছিলেন, সেই একই পবিত্র আত্মা সৃষ্টির সময়ে জলের উপরে বিচরণ করতেন, সৃষ্ট বিষয়গুলিকে ক্রমান্বয়ে সাজিয়েছিলেন, যা ছয় দিনের শেষে সুস্পষ্ট হয়েছিল। পবিত্র আত্মা, যিনি বীজকে অঙ্কুরিত করতে এবং পৃথিবীকে ফলবন্ত করতে সক্ষম ছিলেন, তিনিই মরিয়মের মধ্যে মানবজীবন সৃষ্টি করেছিলেন। ঈশ্বর, মরিয়মকে এক প্রতিরক্ষার আবরণে আবৃত করবেন, যা তাকে এক অনন্য কাজের জন্য পবিত্র করবে। কোনও পুরুষের সংস্পর্শ ছাড়াই সে গর্ভধারণ করবে, এবং একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেবে –

সেই পুত্র যাঁকে পরাৎপরের পুত্র বলে ডাকা হবে (লুক ১:৩২)। এইভাবে, ঈশ্বরের অনন্ত পুত্র মানুষ হবেন। যিশাইয় ভাববাদীর ভাববাণী মরিয়মে পূর্ণ হবে: ”দেখ, এক কন্যা গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাঁহার নাম ইম্মানূয়েল (আমাদের সহিত ঈশ্বর) রাখিবে” (যিশা ৭:১৪)।

যীশু কে? কাকে মরিয়ম জন্ম দিয়েছিলেন? কাকে সে কাপড়ে মুড়ে যাবপাত্রে রেখেছিল? বাইবেল উত্তর দেয়: ঈশ্বর মাংসে প্রকাশিত হলেন! “আর ভক্তির নিগূঢ়তত্ত্ব মহৎ, ইহা সর্বসম্মত, যিনি মাংসে প্রকাশিত হইলেন, আত্মাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হইলেন” (১তীমথি ৩:১৬)। মরিয়মের পুত্র, যিনি বৈৎলেহমে জন্মেছিলেন, তিনি ঈশ্বর, তিনি মানব-প্রকৃতি ধারণ করেছিলেন। শাস্ত্র তা শিক্ষা দেয় এবং খ্রীস্টবিশ্বাসী তা স্বীকার করে।

বৈৎলেহমের শিশুটি, তাঁর ঐশ প্রকৃতি অনুসারে একমাত্র সন্তান, যিনি গর্ভধারণ ও জন্মগ্রহণের আগে থেকেই ছিলেন। যীশু বলতে পারেন “অব্রাহামের জন্মের পূর্বাবধি আমি আছি” (যোহন ৮:৫৮)। যীশু যা বলেছিলেন এবং করেছিলেন, সেগুলির বর্ণনা যোহন এই চিত্তাকর্ষক শব্দগুলি দিয়ে শুরু করেছেন, “আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন” (যোহন ১:১)। যীশুই অনন্ত বাক্য, যিনি অনন্তকাল ধরে ঈশ্বরের সাথে আছেন এবং যিনি ঈশ্বর। এই অনন্ত ঐশ্বরিক বাক্য, কুমারী মরিয়মের গর্ভের সাহায্যে মানুষ হয়েছিলেন।

আগেকার দিনের ঈশতত্ত্ববিদেরা এটিকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন: তিনি যা ছিলেন তেমনই রইলেন, এবং তিনি যা নয় তাই হলেন। তিনি যা ছিলেন অর্থাৎ ঈশ্বরের ঈশ্বর এবং আলোর আলো। যদিও তিনি একজন মহিলা থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁকে একটি যাবপাত্রে শোয়ানো হয়েছিল, গেৎশিমানীর বাগানে একজন মানুষ হিসাবে নয়, কিন্তু কীটের মতো চলতে হয়েছিল, ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল এবং কবর দেওয়া হয়েছিল – কিন্তু এই সবকিছুতে তিনি তাঁর ঈশ্বরত্ব ত্যাগ করেননি। তিনি ঈশ্বরের অনন্ত পুত্র হিসাবেই ছিলেন। তাহলে তিনি কী করেছিলেন? তিনি তাঁর ঈশ্বরত্বকে আবৃত করে রেখেছিলেন। তিনি নিজেকে নত করে ঈশ্বরের দাস হয়েছিলেন। ফিলিপীয় ২ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, “ঈশ্বরের স্বরূপবিশিষ্ট থাকিতে তিনি ঈশ্বরের সহিত সমান থাকা ধরিয়া লইবার বিষয় জ্ঞান করিলেন না, কিন্তু আপনাকে শূন্য করিলেন, দাসের রূপ ধারণ করিলেন, মনুষ্যদের সাদৃশ্যে জন্মিলেন” (ফিলি ২:৬-৭)। তিনি তাঁর ঈশ্বরত্বকে তাঁর মনুষ্যত্বের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিলেন, এবং যদিও তিনি নিজেকে উপহাস, বন্দী এবং ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তখনও ঈশ্বর ছিলেন – অনন্ত ঈশ্বরের অনন্ত পুত্র। তিনি যা নয় তাই হয়েছিলেন, অর্থাৎ কুমারী মরিয়মের রক্ত ও মাংস। তিনি মানুষ হয়েছিলেন, যাঁর আত্মা ও দেহ ছিল, যিনি দুঃখ পেতে ও মরতে সক্ষম ছিলেন। আর কীভাবে তিনি মানুষ হলেন? প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রে খ্রীস্টবিশ্বাসী স্বীকার করে যে, “তিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা গর্ভস্থ হলেন, কুমারী মরিয়ম হইতে জন্মিলেন”।

যীশুর মানব-প্রকৃতি, আদমের মানব-প্রকৃতির মতো একইভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। আমরা যেভাবে জন্মের মাধ্যমে আমাদের মানব-প্রকৃতি গ্রহণ করি, তিনিও সেভাবে তাঁর মানব-প্রকৃতি গ্রহণ করেছিলেন। মরিয়মের গর্ভের ফল হিসাবে যীশু জন্মেছিলেন। তিনি প্রকৃত ও সত্য মানুষ, যাঁর আত্মা ও শরীর উভয়ই ছিল। তিনি ক্লান্তি ও বেদনার সাথে, আনন্দ ও দুঃখের সাথে, ভয় ও উদ্বিগ্নতার সাথে, এবং কষ্টভোগ ও মৃত্যুর সাথে পরিচিত ছিলেন। শাস্ত্র বলে তিনি সমস্ত বিষয়ে আমাদের মতো হয়েছিলেন: “অতএব সর্ববিষয়ে আপন ভ্রাতৃগণের তুল্য হওয়া তাঁহার উচিত ছিল” (ইব্রীয় ২:১৭)। তিনি আমাদের একজন হয়েছিলেন, “ইম্মানূয়েল... আমাদের সহিত ঈশ্বর” (মথি ১:২৩)। শাস্ত্র নির্দেশ করে যে, যীশু মানুষ হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি একজন মানুষ নন, কিন্তু সময়ের পূর্ণতায় তিনি মানুষ হয়েছিলেন। যোহন লিখেছেন, “আর সেই বাক্য মাংসে মূর্তিমান হইলেন” (যোহন ১:১৪)। পৌল লিখেছেন, “কিন্তু কাল সম্পূর্ণ হইলে ঈশ্বর আপনার নিকট হইতে আপন পুত্রকে প্রেরণ করিলেন; তিনি স্ত্রীজাত, ব্যবস্থার অধীনে জাত হইলেন”। উভয় অনুচ্ছেদই হয়ে ওঠার এবং তৈরি হওয়ার কথা বলে। প্রকৃতপক্ষে, তিনি যা ছিলেন না, তা-ই হয়েছিলেন – তিনি মানুষ হয়েছিলেন, মানবশরীর এবং যুক্তিপূর্ণ আত্মার সাথে একজন সত্যিকারের মানুষ।

যদিও যীশু সমস্ত বিষয়ে আমাদের মতো হয়েছিলেন, কিন্তু একটি ব্যাতিক্রম ছিল – পাপের বিষয়ে তিনি আমাদের মতো হননি। প্রেরিতশিষ্য যীশু সম্পর্কে বলেছেন, “যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করিলেন” (২করি ৫:২১)। যীশু প্রাথমিক পাপ এবং বাস্তব পাপ সম্পর্কে জানতেন না। এটা কীভাবে হতে পারে? যীশু কীভাবে একজন মানুষ হতে পারেন, নারীর গর্ভে জন্মাতে পারেন, এবং তারপরেও পাপমুক্ত থাকতে পারেন? আমাদের প্রাচীন প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র বলে যে, “তিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা গর্ভস্থ হইলেন”।

যে পবিত্র আত্মা শিশু যীশুকে জন্ম দিয়েছিলেন, তিনি কোনও জাগতিক পিতা ছিলেন না, এবং কোনও পতিত মানুষও ছিলেন না, যে তার প্রাথমিক পাপ তার বংশধরদের কাছে সরবরাহ করে। শিশু যীশু পাপের দ্বারা সংক্রমিত ছিলেন না। যীশুর জন্ম পবিত্র আত্মা দ্বারা হয়েছিল। যদিও যীশুর জন্মে কোনও জাগতিক পিতার ভূমিকা ছিল না, কিন্তু তাঁর একজন জাগতিক মা ছিল। গর্ভধারণের বিষয়ে মরিয়ম যুক্ত ছিল, কিন্তু কোনও পুরুষ নয়, বরং পবিত্র আত্মা মরিয়মের গর্ভে গর্ভধারণ ঘটিয়েছিলেন। আর তাই যীশু পাপমুক্ত ছিলেন। যীশুর পাপমুক্ত বিষয়ের ধারণাটি একটি পবিত্র রহস্য, যা খ্রীস্টিয় বিশ্বাসের অতিপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করে।

সমস্ত প্রাকৃতিক পদ্ধতি ও নিয়মের স্রষ্টা ঈশ্বর। স্বামী ও স্ত্রীর শারীরিক মিলনের ফলে সন্তানের জন্ম হয়। তবুও, ঈশ্বর এতে আবদ্ধ নন। প্রকৃতির নিয়মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, এমন কোনও কাজে ঈশ্বর যখন নিজেকে নিযুক্ত করেন, তখন আমরা সেটিকে অলৌকিক কাজ বলে থাকি। অলৌকিক কাজের ব্যাখ্যা হয় না, তা না হলে এটিকে অলৌকিক কাজ বলা যাবে না। এটি বিশেষ করে কুমারীর গর্ভে যীশুর জন্মগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কুমারী মরিয়মকে যুক্ত করে, ঈশ্বর এক অতিপ্রাকৃত অলৌকিক কাজ করেছিলেন। সেইজন্য যীশুর সত্যিকারের মানব প্রকৃতি আছে, কুমারী মরিয়মের রক্ত-মাংস, এবং একই সময়ে প্রাথমিক পাপে কলুষিত নয়। যীশু হলেন “সেই পবিত্র বিষয়, যা তোমার থেকে জন্মাবে” (লুক ১:৩৫)।

যীশু, ঈশ্বরের পুত্র, কুমারী মরিয়ম হইতে জন্মিলেন, এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা গর্ভস্থ হইলেন। তিনি ঈশ্বর এবং মানুষ। তিনি ইম্মানূয়েল। তিনি একজন প্রকৃত ঈশ-মানব, যিনি সম্পূর্ণ ঈশ্বর এবং একই সময়ে সম্পূর্ণ মানুষ। খ্রীস্ট অর্ধেক ঈশ্বর এবং অর্ধেক মানুষ ছিলেন না – তিনি নিখুঁত ঈশ্বর এবং নিখুঁত মানুষ ছিলেন। গ্যাব্রিয়েল স্বর্গদূত মরিয়মকে বলেছিলেন, “আর তাঁহার নাম রাখা যাইবে ‘ইম্মানূয়েল’ অনুবহাদ করিলে ইহার অর্থ ‘আমাদের সহিত ঈশ্বর’” (মথি ১:২৩)। যীশুকে ঈশ্বর এবং মানুষ বলার অর্থ এই নয় যে, আমাদের কাছে দুটি ব্যক্তি আছে, কিন্তু যীশুর এক ব্যক্তিতে দুটি প্রকৃতি সংশ্লিষ্ট। তিনি ঈশ-মানব, যা তাঁকে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যস্থতাকারী, এবং পরিত্রাতা হয়ে উঠতে যোগ্য করে তোলে।

ঈশ্বরের প্রজাদের রক্ষা করার জন্য ঈশ্বরের পুত্রকে কেন মানুষ হতে হল? শয়তানের মাথা চূর্ণ করার জন্য তিনি কি স্বর্গ থেকেই এই প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা ঘটাতে পারতেন না? স্বর্গ ত্যাগ করে, একজন মহিলার গর্ভে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করা কি তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় ছিল? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমরা আর একটি প্রশ্নের মাধ্যমে দেব: “কে পাপ করেছে?” মানুষ পাপ করেছে, সেইজন্য মানুষকে অবশ্যই পাপের শাস্তি পেতে হবে। মানব প্রকৃতি পাপ করেছে, তাই মানব প্রকৃতিতে পাপকে শাস্তি পেতে হবে। তাঁর প্রজাদের পরিবর্ত হয়ে ওঠার জন্য ঈশ্বর-পুত্রকে তাদের প্রকৃতি ধারণ করতে হয়েছিল। প্রেরিতশিষ্য বলেছেন, “সেই সন্তানগণ যখন রক্ত-মাংসের ভাগী, তখন তিনি আপনিও তদ্রূপ তাহার ভাগী হইলেন, যেন মৃত্যু দ্বারা মৃত্যুর কর্তৃত্ববিশিষ্ট ব্যক্তিকে অর্থাৎ দিয়াবলকে শক্তিহীন করেন, এবং যাহারা মৃত্যুর ভয়ে যাবজ্জীবন দাসত্বের অধীন ছিল, তাহাদিগকে উদ্ধার করেন” (ইব্রীয় ২:১৪-১৫)। যীশু একটি বিশেষ কাজে এসেছিলেন। পরিত্রাণের এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, ঈশ্বর-পুত্রকে মানবত্বের পোশাক পরার প্রয়োজন ছিল।

যে মানুষ পাপ করেছে, সে যেন অবশ্যই পাপের শাস্তি পায়, তা ঈশ্বরের ন্যায়বিচার দাবি করে। মণ্ডলীর প্রখ্যাত আদি পিতা আথানাসিয়াস, তার বইতে ঈশ্বরের সত্তার দাবির বিষয়ে Incarnatione Verbi (বাক্যের মূর্তিমান হওয়া)-র কথা বলেছেন। ঈশ্বরের পবিত্র সত্তা, সত্য ও ন্যায়ের দাবি করে। ঈশ্বর ন্যায়বান, সেইজন্য মানুষের পাপের জন্য তিনি অন্য প্রাণীকে শাস্তি দেবেন না। ফলস্বরূপ,

পরিত্রাতাকে মানুষ হতে হয়েছিল, যেন তিনি তাঁর প্রজাদের প্রতিনিধি হয়ে তাদের পাপের শাস্তি নিতে পারেন। পাশাপাশি তাঁকে পাপবিহীন মানুষও হতে হয়েছিল। মধ্যস্থতাকারী একজন সাধারণ মানুষ হতে পারে না; তাঁকে পাপমুক্তও হতে হয়েছিল। হেইডেলবার্গ প্রশ্নোত্তর সরলভাবে বলে, "যে নিজে পাপী, সে অন্যদের সন্তুষ্ট করতে পারে না" (প্রভুর দিন ৬)। একজন দেউলিয়া মানুষ অন্য একজন দেউলিয়াকে সাহায্য করতে পারে না। শাস্ত্রের বিচারসংক্রান্ত বাক্য হল, "তাহাদের মধ্যে কেহই কোনও মতে ভ্রাতাকে মুক্ত করিতে পারে না, কিংবা তাহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য ঈশ্বরকে কিছু দিতে পারে না" (গীত ৪৯:৭)। সেইজন্য পরিত্রাতাকে অবশ্যই মানুষ হতে হবে, কিন্তু পাপী নয়। তাঁকে কেবল যে কোনও পাপময় কাজ থেকে মুক্ত হতে হবে না, পাশাপাশি প্রাথমিক পাপের দূষণ থেকেও মুক্ত থাকতে হবে। মন্দিরে প্রায়শ্চিত্তের বলিদান যেমন নিখুঁত হতে হত, তেমনই মুক্তিদাতাকেও পাপমুক্ত হতে হয়েছিল। আদম থেকে আসা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বলা উচিত, "অশুচি হইতে শুচির উৎপত্তি কে করিতে পারে? একজনও পারে না" (ইয়োব ১৪:৪)। কিন্তু যীশুর ক্ষেত্রে আমরা পড়ি যে, তিনি "সেই পবিত্র বিষয়, যা তোমার থেকে জন্মাবে" (লুক ১:৩৫)। তাঁর গর্ভধারণ কোনও দূষিত প্রকৃতির পিতার দ্বারা নয়, কিন্তু তিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা গর্ভস্থ হয়েছিলেন (মথি ১:২০)। যীশু সম্পর্কে ইব্রীয় ৭:২৬ পদ বলে যে, তিনি "সাধু, অহিংসক, বিমল, পাপীগণ হইতে পৃথকীকৃত"। এটি তাঁকে পাপীদের পক্ষে প্রায়শ্চিত্তের নিশ্চয়তার সক্ষমতা দেয়।

মরিয়মের মাধ্যমে যীশুর মাংসে মূর্তিমান হওয়ার বিষয়টি সান্ত্বনাজনক। পাপের ঋণ পরিশোধের জন্য এটি যীশুকে কেবলমাত্র আমাদের জামিনদার এবং মধ্যস্থতাকারী হতে দেয় না, পাশাপাশি তাঁকে একজন করুণাময় মহাযাজকও করে। ইব্রীয় ২:১৭ পদ বলে, "অতএব সর্ববিষয়ে আপন ভ্রাতৃগণের তুল্য হওয়া তাঁহার উচিত ছিল, যেন তিনি প্রজাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কার্যে দয়ালু ও বিশ্বস্ত মহাযাজক হন"। ইব্রীয়দের প্রতি পত্রটি আমাদেরকে বলে যে, মহাযাজকের পদের জন্য ঈশ্বর পবিত্র স্বর্গদূতদের নিয়োগ করেননি, পরিবর্তে তিনি দুর্বল, পাপময় এবং পতিত মানুষদের নিয়োগ করেছিলেন: "বস্তুতঃ প্রত্যেক মহাযাজক মনুষ্যদের মধ্য হইতে গৃহীত হইয়া মনুষ্যদের পক্ষে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কার্যে নিযুক্ত হন" (ইব্রীয় ৫:১)। মন্দিরের যাজক ও মহাযাজক হওয়ার জন্য ঈশ্বর, পবিত্র স্বর্গদূতদের মনোনীত করেননি, কিন্তু পতিত মানুষদেরকে মনোনীত করেছিলেন। কোন বিষয় প্রভুকে তা করতে অনুপ্রাণিত করেছিল? এমন একজনকে মহাযাজক হতে হত, যিনি দুর্বল, পাপী, অপরাধী, শোকার্ত, অনুতপ্ত এবং সমস্যায় জর্জরিত ইস্রায়েলীদের বুঝবেন এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন, এবং সান্ত্বনা, ক্ষমা এবং শান্তির জন্য মন্দিরে আসবেন। মহাযাজক তিনি হবেন, যিনি "অজ্ঞান ও ভ্রান্ত সকলের প্রতি কোমল ব্যবহার করিতে সমর্থ, কারণ তিনি আপনিও দুর্বলতায় বেষ্টিত" (ইব্রীয় ৫:২)।

এইরকম একজন মহাযাজক হলেন যীশু! মাংসে মূর্তিমান হওয়ার মাধ্যমে, তিনি সমস্ত বিষয়ে আমাদের মতো হলেন। জীবনে এমন কোনও কিছুর সম্মুখীন আমরা হব না, যেগুলির সম্মুখীন যীশু হননি। একজন বিশ্বাসীর বিবাদ বা প্রলোভন যাই হোক না কেন, যীশু সেগুলি সহ্য করবেন। যীশুর পদচিহ্ন সমস্ত জায়গায় পাওয়া যায়। তিনি একই যুদ্ধে নিযুক্ত হয়েছেন, একই যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, একই লজ্জা সহ্য করেছেন, এবং একই মৃত্যু গ্রহণ করেছেন। তিনি সমস্ত বিষয়ে পরীক্ষিত হয়েছেন, সমস্ত প্রলোভনকে জেনেছেন, এবং সেগুলিকে বোঝেন। তিনি সমস্ত কিছুর অভিজ্ঞতা পেয়েছেন। সেইজন্য তাঁর অনুসারীদের সমস্ত পরীক্ষায়, দুঃখে এবং মৃত্যুতে তিনি সহানুভূতিশীল হন। তাঁর মাংসে মূর্তিমান হওয়ার কারণে, তিনি সেই সমস্ত মানুষদের জন্য একজন সহানুভূতিশীল মহাযাজক হতে পারেন, যারা তাদের পাপ, দুর্দশা, পরীক্ষা এবং দুঃখ নিয়ে তাঁতে আশ্রয় গ্রহণ করে। এটি তাদের সমস্ত দুঃখ-কষ্টে যীশুকে তাদের কাছের ও প্রিয় করে তোলে। এটি বিশ্বাসীদেরকে বলতে সাহায্য করে, "আমি অমঙ্গলের ভয় করিব না, কেননা তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ" (গীত ২৩:৪)।

এবং যীশু জয়লাভ করেছেন, তিনি শত্রুকে পরাজিত করেছেন, কারণ তাঁর সমস্ত পরীক্ষা এবং দুঃখভোগের মধ্যেও তিনি নিষ্পাপ ছিলেন। প্রেরিতশিষ্য বলেছেন যে, যীশু "তিনি সর্ববিষয়ে আমাদের ন্যায় পরীক্ষিত হইয়াছেন, বিনা পাপে" (ইব্রীয় ৪:১৫)। আমরা প্রায়ই আমাদের প্রলোভন এবং দুর্দশায়

পাপ করে থাকি, এবং কখনই দোষ ও অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হতে পারি না। কিন্তু যীশু পাপমুক্ত ছিলেন। তিনি পিতার বাধ্য ছিলেন, “মৃত্যু পর্য্যন্ত, এমনকি, ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত আজ্ঞাবহ হইলেন” (ফিলি ২:৮)। প্রথম আদম পরীক্ষায় পতিত হয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় আদম যীশু, পিতার প্রতি বিশ্বস্ত ও বাধ্য ছিলেন। তিনি গেৎশিমানী বাগানে প্রার্থনা করেছিলেন, “আমার ইচ্ছামত না হউক, তোমার ইচ্ছামত হউক” (মথি ২৬:৩৯)।

যীশু প্রকৃতই আমাদের মতো পরীক্ষিত হয়েছিলেন, কিন্তু বিনা পাপে। এই সমস্ত কিছুতে তিনি পিতার বাধ্য সন্তান ছিলেন। তাই আমাদের সমস্ত দুর্বলতা ও প্রলোভন তিনি আমাদের বহন করতে পারেন। এখন ঈশ্বরের সন্তানেরা তাদের ক্রুশ এবং দুর্দশায় গর্ব করতে পারে, এবং প্রেরিত পৌলের সাথে বলতে পারে, “কিন্তু যিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়াছেন, তাঁহারই দ্বারা আমরা এই সকল বিষয়ে বিজয়ী অপেক্ষাও অধিক বিজয়ী হই” (রোমীয় ৮:৩৭)। ঈশ্বরের পুত্রের মাংসে মূর্তিমান হওয়া থেকে এই সমৃদ্ধ সান্ত্বনা আমরা পাই। খ্রীস্টবিশ্বাসীদের কাছে, যীশুর প্রকৃত মানবত্ব তাঁর গৌরব ও সৌন্দর্যকে খর্ব করে না। পরিবর্তে, এটি তাঁকে আরও বেশি মহিমান্বিত ও মূল্যবান করে তোলে। মাংসে মূর্তিমান হওয়া যীশুকে একজন চূড়ান্ত ও যথাযোগ্য পরিত্রাতা করে তোলে, কারণ যীশু কেবলমাত্র সম্পূর্ণ মানুষ নন, তিনি সম্পূর্ণ ঈশ্বরও।

মুক্তিদাতাকে কেবলমাত্র পবিত্র ও ধার্মিক মানুষ হলেই হত না, পাশাপাশি তাঁকে সমস্ত মানুষের থেকে শক্তিশালী হতে হত। তাঁকে ঈশ্বর হতে হত। যে কাজ ও যুদ্ধ তাঁকে সম্পন্ন করতে হয়েছিল, তা কোনও পাপহীন বা শক্তিশালী মানুষের পক্ষে, বা পবিত্র স্বর্গদূতের পক্ষে কঠিন ছিল। তাঁর মনোনীতদের সমস্ত পাপভার যীশু নিজের উপরে নিয়েছিলেন এবং তাদের পাপের শাস্তি হিসাবে তারা যে মৃত্যুর যোগ্য ছিল, তা তিনি নিজে ভোগ করেছিলেন। তাঁকে বিধানের অভিশাপের শিকার হতে হয়েছিল, কারণ বিধান ভঙ্গকারীর উপর অভিশাপ নেমে আসে। পাপের জন্য যে শাস্তি ছিল, তা তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল, কারণ ঈশ্বর পাপকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দিতে পারেন না। তাঁকে ঈশ্বরের ক্রোধ সহ্য করতে হয়েছিল, কারণ পাপ ধার্মিক ও পবিত্র ঈশ্বরকে ক্রোধ করতে প্ররোচিত করে। তাঁকে মরতে হয়েছিল, কেননা “পাপের বেতন মৃত্যু” (রোমীয় ৬:২৩)। ঈশ্বর থেকে পরিত্যাক্ত হওয়ার বিষয় তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল, কারণ পাপের ফল হল ঈশ্বর থেকে নির্বাসিত হয়ে নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়া। তাঁকে পুরানো সাপ, অর্থাৎ দিয়াবলের মাথা ভাঙ্গতে হয়েছিল, এবং মৃত্যুর উপর জয়লাভ করতে হয়েছিল। এখন সম্পূর্ণ ঈশ্বর না হয়ে, কেবলমাত্র সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে তিনি কীভাবে এই সমস্ত কিছু সহ্য করতে ও জয়ী হতে পেরেছিলেন? যদিও যীশু একজন ধার্মিক মানুষ ছিলেন, কিন্তু একইসাথে তিনি যদি সত্য ঈশ্বর না হতেন, তাহলে এই ভারী বোঝার নিচে তিনি মারা যেতে পারতেন। যীশুকে সেই সমস্ত শত্রুর উপর জয়ী হতে হয়েছিল, যাদের উপর কেবল ঈশ্বর জয়ী হতে সক্ষম। তাঁকে শয়তান, মৃত্যু, কবর এবং নরকের উপর জয়ী হতে হয়েছিল। একজন সাধারণ মানুষ তা করতে পারত না। কেবলমাত্র ঐশ্বরিক মুক্তিদাতাই জয়ী হতে পারেন, যেমন যিরমিয় ভাববাদী বলেছেন, “তাহাদের মুক্তিদাতা বলবান; ‘বাহিনীগণের সদাপ্রভু’ তাঁহার নাম” (যির ৫০:৩৪)। যীশু যদি সত্য ঈশ্বর না হতেন, তাহলে গেৎশিমানী বাগানে এবং ক্রুশে আত্মহত্যা করতেন। তিনি চিৎকার করে বলতে পারতেন না “সমাপ্ত হইল” (যোহন ১৯:৩০)। যীশুর ঈশ্বরত্ব তাঁকে ধরে রেখেছিল, এবং সেইজন্য তিনি তাঁর পরিত্রাণমূলক কাজে সফল হতে সক্ষম ছিলেন।

যিশাইয় ৬৩:৫ পদে আমরা মশীহকে বলতে শুনি, “আমি দেখিলাম, কিন্তু সহকারী কেহ ছিল না; আমি চমকিত হইলাম, কেননা সহায় কেহ ছিল না; তাই আমারই বাহু আমার জন্য পরিত্রাণ সাধন করিল, ও আমার কোপই আমাকে তুলিয়া ধরিল”। যীশুকে তাঁর বাধ্যতা, মৃত্যু এবং রক্তপাতের অসীম মূল্য নির্ধারণের জন্য ঈশ্বর হতে হয়েছিল। ঈশ্বর অসীম, তাই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে করা পাপ, অসীম সন্তুষ্টির দাবি করে। কেবলমাত্র যিনি ঈশ্বর, তিনি সেই বলিদান দিতে সক্ষম যা অসীম সন্তুষ্টি নিয়ে আসে।

এছাড়া, যীশুকে এমন একটি বলিদান করতে হয়েছিল, যা অল্প কয়েকজনের জন্য নয়। তাঁর বলিদান এমন অনেকের জন্য, যা কেউ গণনা করতে পারবে না, এবং কেবলমাত্র একজন ঐশ পরিত্রাতা তা অর্জন করতে সক্ষম। আমাদেরকে তাঁর ধার্মিকতার অংশীদার করার জন্য যীশুকে

অবশ্যই ঈশ্বর হতে হবে। তিনি যা অর্জন করেছেন, তা প্রয়োগ করতে এবং পাপীদেরকে তাঁর সুবিধার অংশীদার করতে তাঁকে অবশ্যই সক্ষম হতে হবে। প্রেরিত পৌলের মতো নির্যাতনকারীদেরকে প্রচারকে পরিবর্তিত হতে হবে। লুদিয়ার হৃদয় খুলতে হবে। করিন্থের খ্রীস্টবিশ্বাসীদেরকে আত্মিক মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হতে হবে। এবং প্রত্যেক জাতির মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। উদ্ধারের কাজ একজন ঐশ্বরিক উদ্ধারকর্তার দাবি করেছিল, কারণ যীশু তাঁর ঈশরত্ব ছাড়া একজন শক্তিহীন মুক্তিদাতা হবেন।

জীবিত ও মৃতদের বিচার করার জন্য যীশুকে অবশ্যই যোগ্য হতে হবে। কেবলমাত্র সেই ব্যক্তি যিনি ঈশ্বর, সর্বক্ষমতার অধিকারী, এবং সর্বজ্ঞ, তিনিই তা করতে পারেন। স্বর্গীয় সম্মান গ্রহণের জন্য যীশুকে যোগ্য হতে হয়েছিল, এবং এইভাবে তিনি ঈশ্বরীয় আরাধনার যোগ্য, যা বাদ দিলে কেউ মূর্তিপূজার দোষে দোষী হয়। প্রকৃতপক্ষে, যীশু আমাদের পরিত্রাতা – ঈশ্বর ও মানুষ উভয়ই, ঈশ্বরের অনন্ত পুত্রে সংশ্লিষ্ট, এই স্বীকারোক্তির উপর সমস্ত কিছু দাঁড়ায় বা পড়ে যায়। কেবলমাত্র এই ধরনের ব্যক্তিই "ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হতে পারে, তিনি যীশু খ্রীস্ট" (১তীমথি ২:৫)। একমাত্র তিনিই এক ব্যক্তিতে ঈশ্বর ও মানুষ, যিনি পতিত মানুষের পরিত্রাতা হতে সক্ষম ছিলেন।

তাঁর মানবত্ব তাঁকে পাপী মানুষের স্থান নিতে সক্ষম করে। তাঁর ঈশরত্ব তাঁকে তাদের পাপ বহন করতে, এবং ঈশ্বরের ন্যায়বিচারকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম করে। এই মহাযাজক ছাড়া আর কেউই পাপের দ্বারা ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যবর্তী বিচ্ছেদকে ঠিক করতে পারেনি। পিতর যীশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন, "আর অন্য কাহারও কাছে পরিত্রাণ নাই; কেননা আকাশের নিচে মনুষ্যদের মধ্যে দত্ত এমন আর কোনও নাম নাই, যে নামে আমাদিগকে পরিত্রাণ পাইতে হইবে" (প্রেরিত ৪:১২)। আমরা নিজেদের পরিত্রাতা হতে পারি না। আমাদের সমস্ত ধার্মিকতা ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো। কেবলমাত্র ঈশ্বর আমাদেরকে ঈশ্বরের সাথে মিলিত করতে পারেন। ঈশ্বরের মণ্ডলী ঈশ্বর দ্বারা মুক্ত হয়েছে!

ঈশ্বর ও মানুষ হয়ে যীশু যোগ্য এবং কার্যকরী পরিত্রাতা হয়েছেন। "বস্তুতঃ আমাদের জন্য এমন এক মহাযাজক উপযুক্ত ছিলেন, যিনি সাধু, অহিংসক, বিমল, পাপীগণ হইতে পৃথককৃত, এবং স্বর্গ সকল অপেক্ষা উচ্চীকৃত" (ইব্রীয় ৭:২৬)। তাঁর ঈশরত্ব, তাঁর দেওয়া বলিদানকে অনন্ত মূল্য দেয়। তাঁর রক্ত হেবলের রক্ত থেকে মহত্তর বিষয়ের কথা বলে (ইব্রীয় ১২:২৪)। তা সমস্ত পাপ থেকে পরিস্কার করে। ঈশ্বর ও মানুষ হিসাবে, পরিত্রাতা সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করার যোগ্য: "এইজন্য, যাহারা তাঁহা দিয়া ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ করিতে পারেন" (ইব্রীয় ৭:২৫)। যীশুর ক্ষমতা আছে কোনওরকম সীমা ছাড়াই রক্ষা করার। তিনি সবচেয়ে খারাপ পাপীদেরকেও রক্ষা করতে পারেন। তিনি পাপ ও শয়তানের শক্ত বাঁধনকেও ছিঁড়তে পারেন। বৈৎলেহমে জন্মগ্রহণ করা খ্রীস্ট, যিনি ঈশ্বর ও মানুষ উভয়ই, কেবলমাত্র সেই যীশুই আমাদের পরিত্রাতা হতে পারেন। কেবলমাত্র সেই পবিত্র ব্যক্তি, পাপহীন যীশু, যিনি কুমারী মরিয়মের গর্ভে জন্মেছিলেন, এবং আমাদের পরিবর্তে পাপস্বরূপ হয়েছিলেন, তাঁর পবিত্রতা এবং নির্দোষতায়, পবিত্র ঈশ্বরের সামনে তিনি আমাদের আচ্ছাদন হতে পারেন।

যাই হোক না কেন, যীশু কেবলমাত্র কার্যকরী ও উপযুক্ত ত্রাণকর্তা নন, তবে আমাদের এমন একজন ত্রাণকর্তার প্রয়োজন। প্রশ্ন হল, আমরা কি সেই প্রয়োজন অনুভব করি। আপনি কি ইতিমধ্যে এই সত্যের সম্মুখীন হয়েছেন যে, আমরা পবিত্র ও ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াতে পারি না, সেইজন্য আমাদের যীশুর প্রায়শ্চিত্ত রক্তের প্রয়োজন? "পবিত্র ও ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বরের সামনে কে আমার পাপ ঢাকবে", এটা কি আপনার অস্থির হৃদয়ের প্রশ্ন? এটা কি আপনার সবথেকে বড়ো প্রয়োজন? তাহলে কুমারী মরিয়মের গর্ভে জন্ম নেওয়া ঈশ্বরের পুত্রের বার্তা আপনার কাছে থাকবে "মহানন্দের সুসমাচার... তোমাদের জন্য ত্রাণকর্তা জন্মিয়াছেন... তিনি খ্রীস্ট প্রভু" (লুক ২:১০-১২)। একজন যোগ্য ও ইচ্ছুক ত্রাণকর্তার বিষয়ে আপনার কাছে বলা হয়েছে। সেইজন্য তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে আসুন, যিনি তাঁর দ্বারা ঈশ্বরের কাছে আসা সবাইকে উদ্ধার করতে পারেন এবং করবেন। আপনার আত্মার জন্য, প্রেরিতশিষ্য যা বলেছেন তা ভুলবেন না, তাঁর দ্বারা যারা ঈশ্বরের কাছে আসে, কারণ তিনি সেই সমস্ত পাপীদের রক্ষা করেন যারা তাঁর কাছে আসে।

প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র

রেভা. কর্ণেলিস হ্যারিঙ্ক

প্রতিলিপি – বক্তৃতা ৫

নিবন্ধ ৪: খ্রীস্টের দুঃখভোগ

প্রিয় শ্রোতা, প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রের চতুর্থ নিবন্ধটি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীস্ট সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয় স্বীকার করে, "পন্তীয় পীলাতের সময়ে দুঃখভোগ করিলেন, ক্রুশবিদ্ধ হইলেন, মরিলেন ও কবরস্থ হইলেন, পরলোকে নামিলেন"।

বিশ্বাসসূত্র প্রথমত বলে, যীশু দুঃখভোগ করেছেন। জগতের দুঃখভোগ আমাদেরকে গভীর প্রশ্নের সম্মুখীন করে। যে জগৎ অসীম ক্ষমতা ও নিখুঁত ধার্মিকতার অধিকারী ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত, সেখানে কীভাবে দুঃখ-কষ্ট থাকতে পারে, যুগ যুগ ধরে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। সর্বশক্তিমান হিসাবে, তিনি নিশ্চয়ই বিপর্যয়, অসুস্থতা, দুঃখ-কষ্ট ও মৃত্যুর শিকার থেকে আমাদেরকে দূরে রাখতে সক্ষম হবেন। ঈশ্বর তাঁর মঙ্গলময়তায় নিশ্চয় চাইবেন না যে, তাঁর সৃষ্ট প্রাণীরা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করুক? কিন্তু তবুও, ঈশ্বর আমাদেরকে কষ্ট পেতে দেন। কোনও অবিশ্বাসীকে ঈশ্বর সম্পর্কে বললে, সে এই বলে আপত্তি করে, "তোমার কথামতো যদি তোমার ঈশ্বর মঙ্গলময় ও শক্তিমান হন, তাহলে পৃথিবীতে এত দুঃখ-কষ্টের বিষয়ে তিনি কিছু করতে ব্যর্থ কেন?" তারা আপনাকে বলবে, "যে ঈশ্বর মানুষকে দুঃখ-কষ্ট পেতে দেয়, তার সম্পর্কে আমার কোনও সম্পর্ক নেই"।

এই ধরনের মানুষদেরকে আমরা কী উত্তর দেব? প্রথমত, দুঃখ-কষ্টের একটা কারণ আছে। বাইবেল বলে, দুঃখ-কষ্ট ও মৃত্যু হল পাপের ফল। আমাদের আদি পিতামাতা আদম ও হবার অবাধ্যতার কারণে, এক ভয়ানক মন্দতা – পাপ পৃথিবীকে আক্রমণ করেছে। যখন আমরা এটিকে উপলব্ধি করি, তখন দুঃখ-কষ্ট ও মৃত্যুর বাস্তবতাকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি। একটা সময় ছিল, যখন কোনও দুঃখ-কষ্ট ছিল না – সমস্ত কিছুই ভালো ছিল। আদিপুস্তক ১:৩১ পদে আমরা পড়ি, "পরে ঈশ্বর আপনার নির্মিত বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, আর দেখ, সে সকলই অতি উত্তম"। ঈশ্বর যে জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন, সেখানে কোনও দুঃখ-কষ্ট ছিল না। কিন্তু পাপ করার পর, মানুষ এই জগতে দুঃখ-কষ্ট ও মৃত্যুকে নিয়ে আসে।

পাপে পতনের পর, ঈশ্বর হবাকে বলেন, "আমি তোমার গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করিবে" (আদি ৩:১৬)। আর আদমকে তিনি বলেছিলেন, "যে বৃক্ষের ফলের বিষয়ে আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, তুমি তাহা ভোজন করিও না, তুমি তোমার স্ত্রীর কথা শুনিয়া তাহার ফল ভোজন করিয়াছ, এই জন্য তোমার নিমিত্ত ভূমি অভিশপ্ত হইল; তুমি যাবজ্জীবন ক্লেশে উহা ভোগ করিবে... তুমি ঘর্মাক্ত মুখে আহার করিবে, যে পর্যন্ত তুমি মৃত্তিকায় প্রতিগমন না করিবে; তুমি তো তাহা হইতেই গৃহীত হইয়াছ; কেননা তুমি ধূলি, এবং ধূলিতে প্রতিগমন করিবে" (আদি ৩:১৭, ১৯)। পাপের ফল হল দুঃখ-কষ্ট এবং মৃত্যু। রোমীয় ৫:১২ পদে পৌল লিখেছেন, "অতএব যেমন এক মনুষ্য দ্বারা পাপ, ও পাপ দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করিল"। এটা যদি পাপের জন্য না হত, তাহলে মৃত্যু কখনও শুরু করতে পারত না। আমাদের দুঃখ ও যন্ত্রণার গর্ভ হল পাপ। আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে, এদন উদ্যানে আদম ও হবার পতনে ফিরে যেতে হবে। আমাদের সমস্ত দুঃখ-কষ্টের পিছনে, এদন উদ্যানে আমাদের আদি পিতামাতার একটা অবাধ্যতার বিষয়টি সন্ধান করা উচিত। আমরা যেন পাপকে আমাদের দুঃখ-কষ্ট ও মৃত্যুর কারণ হিসাবে দেখি। যেখানে পাপ আছে, সেখানে দুঃখ-কষ্ট ও মৃত্যু থাকবে। এটিকে বিবেচনা না করলে দুঃখ-কষ্ট একটা বড়ো রহস্য।

তবে, অসাধারণ যন্ত্রণা ও ভয়ঙ্কর মৃত্যুর একটা উদাহরণ আছে, যেটির জন্য এই সত্য প্রযোজ্য নয়। সেটা হল যীশুর দুঃখ-কষ্ট। তাঁতে কোনও পাপ ছিল না। শাস্ত্র তাঁর সম্পর্কে বলে, “যিনি পাপ জানেন নাই” (২করি ৫:২১)। তিনি নিষ্পাপ, নিখুঁত এবং পবিত্র ছিলেন। এই নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক এবং পবিত্র যীশু কষ্টভোগ করেছিলেন। মানুষ তাঁকে তুচ্ছ ও ঘৃণা করেছিল। শয়তান তাঁকে পরীক্ষা করেছিল। ঈশ্বর তাঁকে পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি অপরাধীর মৃত্যু গ্রহণ করেছিলেন – যন্ত্রণাদায়ক এবং অভিশপ্ত ক্রুশীয় মৃত্যু। এটা সকল রহস্যের রহস্য – ঈশ্বরের সমস্ত পথের মধ্যে অন্তর্নিহিত ও অস্পষ্ট। একজন নিখুঁত মানুষ, যিনি কখনও পাপ করেননি, কিন্তু সবসময়ে সর্বোপরি ঈশ্বরকে ও প্রতিবেশিদেরকে নিজের মতো ভালোবেসেছেন, কীভাবে তিনি এত কষ্ট পেতে পারেন এবং তাঁর এমন ভয়ঙ্কর মৃত্যু ঘটতে পারে?

এই রহস্যের সঠিক সমাধান, বাইবেলে প্রায়শ্চিত্তের মতবাদে তুলে ধরা হয়েছে, যা খ্রীস্টের জামিন ও পরিবর্ত হিসাবে সুরক্ষিত। ২করিন্থীয় ৫:২১ পদে আমরা পড়ি, “যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরের ধার্মিকতাস্বরূপ হই”। যীশু কষ্টভোগ করেছিলেন। তাঁকে দুঃখের মানুষ বলা হয়। মশীহ সম্পর্কে যিশাইয় বলেছেন, “তিনি ব্যাথার পাত্র ও যাতনা পরিচিত হইলেন” (যিশা ৫৩:৩)। যীশু শারীরিকভাবে কষ্ট পেয়েছিলেন। তিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন। তাঁকে থুতু দেওয়া হয়েছিল এবং নিচু করা হয়েছিল। তাঁকে চাবুক মারা হয়েছিল এবং ক্রুশাবিদ্ধের মতো দুঃখজনক মৃত্যু তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল।

তবে, যীশু প্রধানত তাঁর আত্মায় কষ্ট পেয়েছিলেন। তাঁকে নিন্দা করা হয়, অপবাদ দেওয়া হয়, ঘৃণা করা হয়, অস্বীকার করা হয়, বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় এবং গালাগালি দেওয়া হয়। শয়তানের পরীক্ষায়, পিতরের অস্বীকারে, যিহূদার বিশ্বাসঘাতকতায় এবং তাঁর নিজের মানুষদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে তিনি কষ্ট পেয়েছিলেন। পাপের জন্য, ঈশ্বরের পবিত্র ক্রোধের কারণে তিনি কষ্ট পেয়েছিলেন। গেৎশিমানী বাগানে পানপাত্রের বিষয়ে তিনি এতটাই উদ্বিগ্ন ও কষ্টে ছিলেন যে, তাঁর ঘাম বড়ো বড়ো রক্তের ফোঁটা হয়ে মাটিতে পড়েছিল, আর তিনি বলেছিলেন, “আমার প্রাণ মরণ পর্যন্ত দুঃখার্ত হইয়াছে” (মথি ২৬:৩৮)। তাঁর সামনে কী রয়েছে, তা তিনি জানতেন। পাপের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ভয়ানক ক্রোধ যীশু অনুভব করেছিলেন এবং বহন করেছিলেন। ক্রুশের উপরে ঈশ্বর দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়ার তিনি কষ্ট পেয়েছিলেন। তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন, “ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ?” (মথি ২৭:৪৬)।

তিনি কেন এই ধরনের কষ্টের অধীন হয়েছিলেন? কারণ তিনি তাঁর প্রজাদের পাপ নিজের উপরে নিয়েছিলেন। গীতসংহিতা ৪০-এ আমরা মশীহকে বলতে শুনি, “বলিদানে ও নৈবেদ্যে তুমি প্রীত নহ...”। তারপর তিনি বললেন, দেখ, আমি আসিয়াছি: গ্রন্থখানিতে আমার বিষয়ে লিখিত আছে” (গীত ৪০:৬-৭)। মনুষ্যপুত্র যখন দেখলেন যে, সমস্ত ধরনের বলিদান পাপকে দূর করতে পারে না এবং মনোনীতদেরকে ঈশ্বরের ধার্মিক প্রতিহিংসা থেকে রক্ষা করতে পারে না, তখন তিনি স্বেচ্ছায় তাদের পরিবর্ত হওয়ার কথা ঘোষণা করলেন। এইভাবে তিনি তাদের পরিবর্তে পাপের শাস্তিস্বরূপ ঈশ্বরের ক্রোধকে সহ্য করেছিলেন। পিতর সাক্ষ্য দিয়েছেন, “কারণ খ্রীস্টও একবার পাপসমূহের জন্য দুঃখভোগ করিয়াছিলেন — সেই ধার্মিক ব্যক্তি অধার্মিকদের নিমিত্ত — যেন আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকট লইয়া যান” (১পিতর ৩:১৮)। যীশুর দুঃখভোগ ছিল প্রতিনিধিত্বমূলক। তিনি তাঁর প্রজাদের জামিনদার ও মধ্যস্থতাকারী হয়ে কষ্টভোগ করেছিলেন। এই বিষয়ে যিশাইয় বলেছেন, “তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন; আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপর বর্তিল, এবং তাঁহার ক্ষতসকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল” (যিশা ৫৩:৫)। তাঁর তীব্র দুঃখভোগ তাঁর নিজের পাপের জন্য ছিল না, কিন্তু আমাদের পাপ ও অপরাধের জন্য ছিল। তাঁর পাপের জন্য নয়, কিন্তু আমাদের পাপের জন্য তিনি আহত হয়েছিলেন। তাঁর অন্যায়ের জন্য নয়, কিন্তু আমাদের অন্যায়ের জন্য তাঁকে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়েছিল। তিনি আমাদের শাস্তি ভোগ করেছিলেন। যে বিধান আমরা লঙ্ঘন করেছি, সেই বিধানের শাস্তি তিনি নিজের উপরে নিয়েছেন।

এটা খ্রীস্টের আশ্চর্যজনক ভালোবাসাকে দেখায়, যেটির বিষয়ে প্রেরিতশিষ্য বলেছেন, “বস্তুতঃ ধার্মিকের নিমিত্ত প্রায় কেহ প্রাণ দিবে না, সজ্জনের নিমিত্ত হয়তো কেহ সাহস করিয়া প্রাণ দিলেও দিতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁহার নিজের প্রেম প্রদর্শন করিতেছেন; কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনও খ্রীস্ট আমাদের নিমিত্ত প্রাণ দিলেন” (রোমীয় ৫:৭-৮)। এবং উত্তম মেষপালক হিসাবে, তিনি তাঁর মেষদের জন্য প্রাণ দেন (যোহন ১০:১১)। পরিবর্ত তত্ত্বটি অধার্মিকদের দ্বারা তুচ্ছ হতে পারে। গর্বিত পাপীরা বলতে পারে, “আমার পাপের জন্য অন্য কাউকে মরতে হবে না”। যাই হোক না কেন, অনুতপ্ত ও বিশ্বাসী পাপীদের কাছে একটা বড়ো বিস্ময়ের বিষয় যে, যীশু তাঁর পাপের জন্য মরতে দেখা। তারা বিস্ময়ের সাথে দেখে এবং বলে, “তিনি আমার স্থান নিয়েছেন। তিনি আমার পাপ বহন করেছেন এবং আমার শাস্তি গ্রহণ করেছেন”।

প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র বলে, “পন্তীয় পীলাতের সময়ে দুঃখভোগ করিলেন”। অনেক ভুলে যাওয়া নামের মধ্যে পন্তীয় পীলাতের নাম সবসময় মনে থাকবে, যিনি যীশুকে ক্রুশারোপণ করার জন্য দায়ী ছিল। যাই হোক না কেন, যীশু কেবলমাত্র পন্তীয় পীলাতের অধীনে কষ্ট পাননি। তাঁর সমগ্র জীবন ছিল কষ্টভোগের। তাহলে প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র কেন পন্তীয় পীলাতের সময়ের কষ্টভোগের কথা বলে? প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র যখন পন্তীয় পীলাতের অধীনে যীশুর কষ্টভোগের কথা স্বীকার করে, এর অর্থ এই নয় যে, যীশুকে যখন অপমান করা হয়েছিল, চাবুক মারা হয়েছিল এবং রোমীয় রাজ্যপাল পীলাতের দ্বারা দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, তখনই তিনি কষ্ট পেয়েছিলেন। এখানে সহজভাবে বলা হচ্ছে যে, যীশুর কষ্ট বা দুঃখ পন্তীয় পীলাতের বিচারব্যবস্থার অধীনে হয়েছিল। সাক্ষ্যমরদের প্রাচীন বিবরণে যা লেখা আছে, পদটি তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। রোমীয় কৈসর, ডোমিসিয়ান এবং জুলিয়ান বা নীরো প্রভৃতির অধীনে আমরা একজন সাক্ষ্যমরের কষ্টের কথা পড়ে থাকি। “যিনি পন্তীয় পীলাতের সময়ে দুঃখভোগ করিলেন” – এ বলার দ্বারা, প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র এই ধরনের ভাষার সাথে নিজেকে শ্রেণীবদ্ধ করে। পন্তীয় পীলাতের বিচারব্যবস্থায় যীশু দুঃখভোগ করেছিলেন।

ক্রুশের উপর যীশুর দুঃখভোগ এবং মৃত্যু এইভাবে ইতিহাসের সাথে যুক্ত। এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে স্বীকার করা হয় যে, রাজ্যপাল পন্তীয় পীলাতের বিচারব্যবস্থা যীশু দুঃখভোগ করেছিলেন। সেইজন্য, যীশুর দুঃখভোগ ও ক্রুশারোপণ কোনও গল্প নয়। পন্তীয় পীলাত নামটি এটিকে সত্য ও বাস্তবিক করে তোলে। আরও বলতে গেলে, এটি আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, যীশুর দুঃখ-কষ্ট ও মৃত্যুতে একজন আইনসঙ্গত বিচারক সহায়ক ছিল। বিদ্রোহের জন্য যীশুকে পাথর মেরে হত্যা করা হয়নি। তাকে পাহাড়ের উপর থেকে খাদের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়নি, যেমন নাসরতের লোকেরা তাঁর সাথে করতে চেয়েছিল। আবার, তাঁকে যোহন বাপ্তাইজকের মতো কারাগারে মাথা কেটে হত্যা করা হয়নি। প্রকাশ্য বিচারসভায় একজন আইনত নিযুক্ত বিচারকের দ্বারা যীশুকে ক্রুশারোপণ করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ঘটনাগুলোকে ঈশ্বর এমনভাবে স্থির করেছিলেন যে, বিচারব্যবস্থার দ্বারা যীশুকে দোষী করা হয়েছিল। বিচারক পীলাত বিচারের দিক থেকে নিশ্চিত করেছিলেন যে যীশু নির্দোষ এবং বলেছিলেন “আমি এই ব্যক্তির কোনও দোষই পাইতেছি না” (লুক ২৩:৪)। তবুও তিনি নির্দোষ যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড দেন।

যীশু, ঈশ্বরের নির্দোষ মেষশাবক হিসাবে কষ্ট পেয়েছিলেন। এর দ্বারা ঈশ্বরের বিচার যেন তাঁর মেষপালের উপর না পড়ে, বরং তাঁর নিজের উপরে – উত্তম মেষপালকের উপরে পড়ে, তা তিনি করেছিলেন। অভিশপ্তদের মুক্তিদাতা হওয়ার জন্য তিনি পাপীদের অভিশাপ, বিধানের অভিশাপ বহন করেছিলেন। যীশুর প্রায়শ্চিত্তজনক মৃত্যুর মধ্যে নিরাপত্তা আছে। খ্রীস্ট সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। সেইজন্য যে সমস্ত অনুতপ্ত ও উদ্বিগ্ন পাপীরা ক্রুশের তলায় আশ্রয় খোঁজে, তাদের উপরে ক্রোধ নামতে পারে না। ঈশ্বর দু’বার দাবি করবেন না – একবার কষ্টভোগকারী ত্রাণকর্তার কাছ থেকে, এবং আবার সেই সমস্ত পাপীদের কাছ থেকে যারা খ্রীস্টের ধার্মিকতায় আশ্রয় গ্রহণ করে। পরিবর্তের মাধ্যমে পাপীদেরকে রক্ষা করার এটাই আশীর্বাদপূর্ণ সুসমাচার। ঋণ পরিশোধ হয়েছে এবং অভিশাপ মুছে ফেলা হয়েছে। রোমীয় ৮:১ পদ আমাদেরকে নিশ্চিত করে, “অতএব এখন, যাহারা খ্রীস্ট যীশুতে আছে, তাহাদের প্রতি কোনও দণ্ডাজ্ঞা নাই”।

প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র স্বীকার করে যে, যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। লোকেরা চিৎকার বলেছিল, "ক্রুশে দেও, উহাকে ক্রুশে দেও" (লুক ২৩:২১), এবং পন্তীয় পীলাত তাদের দাবি মেনে নিয়ে যীশুকে ক্রুশারোপণের দণ্ড দেয়। ক্রুশবিদ্ধ ছিল সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর মধ্যে একটি। এটা এতটাই ভয়ানক মৃত্যু ছিল যে, রোমীয় সরকার রোমীয় নাগরিকদেরকে ক্রুশে হত্যা দিতে নিষেধ করেছিল। তবে যীশু এই বেদনাদায়ক, দুঃখজনক এবং ভয়ানক ক্রুশবিদ্ধ মৃত্যুদণ্ডের অধীন হয়েছিলেন।

পঞ্চাশত্তমীর দিনে পিতর বলেছিল, এই ঘটনাটি আকস্মিকভাবে ঘটেনি। যীশুর মৃত্যুকে তিনি ঈশ্বরের অনন্ত মন্ত্রণা ও পূর্বজ্ঞানের সাথে যুক্ত করে বলেছেন, "সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের নিরূপিত মন্ত্রণা ও পূর্ব্বজ্ঞান অনুসারে সমর্পিত হইলে তোমরা তাঁহাকে অধর্মীদের হস্ত দ্বারা ক্রুশে দিয়া বধ করিয়াছিলে" (প্রেরিত ২:২৩)। যীশু ক্রুশের মরবেন, তা ঈশ্বরের মন্ত্রণায় নির্ধারিত হয়েছিল। পন্তীয় পীলাত বা ধর্মীয় মহাসভা নয়, কিন্তু ঈশ্বরের ভালোবাসা ও উদ্দেশ্য যীশুকে ক্রুশে এনেছিল। নাসরতের অধিবাসীরা যীশুকে পাহাড়ের উপর থেকে ফেলে দিতে চেয়েছিল, ক্রুদ্ধ যিহূদারা তাঁকে পাথর মারতে চেয়েছিল, এবং ধর্মীয় মহাসভা গোপনে তাঁকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু এই সমস্ত প্রচেষ্টা যীশুর প্রাণ নিতে ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ ঈশ্বরের ঠিক করে রেখেছিলেন যে যীশু একটা নির্দিষ্ট মৃত্যু গ্রহণ করবেন – তাঁকে ক্রুশে মরতে হয়েছিল। তাঁকে অভিশপ্ত মৃত্যুভোগ করতে হয়েছিল। ক্রুশের উপর মৃত্যু ছিল ঈশ্বরের অভিশাপ। দ্বিতীয় বিবরণ ২১:২৩ পদে ঈশ্বরের বিধান বলে, "কেননা যে ব্যক্তিকে টাঙ্গান যায়, সে ঈশ্বরের শাপগ্রস্ত"। সেইজন্য, ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তির দেহ ক্রুশ থেকে নামিয়ে সন্ধ্যার আগে কবর দিতে হত। নাহলে, ক্রুশবিদ্ধ ব্যক্তির উপরে থাকা অভিশাপ সমগ্র জাতির উপর অভিশাপস্বরূপ নেমে আসবে। আমাদের উপরে থাকা অভিশাপকে দূর করার জন্য, যীশু ঈশ্বরের অভিশাপের মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ঈশ্বরের অভিশাপ আমাদের সকলের উপরে বর্তায়। ঈশ্বরের বিধান যে ভঙ্গ করে, সে নিজেকে বিধানের অভিশাপের মধ্যে নিয়ে আসে, কারণ লেখা আছে, "যে কেহ ব্যবস্থাগ্রন্থে লিখিত সমস্ত কথা পালন করিবার জন্য তাহাতে স্থির না থাকে, সে শাপগ্রস্ত" (গালা ৩:১০)। যাই হোক না কেন, যেহেতু যীশু ক্রুশের উপর অভিশাপের মৃত্যুবরণ করেছেন, তাই প্রেরিতশিষ্য লিখতে পেরেছেন, "খ্রীস্টই মূল্য দিয়া আমাদিগকে ব্যবস্থার শাপ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, কারণ তিনি আমাদের নিমিত্তে শাপস্বরূপ হইলেন" (গালা ৩:১৩)।

যীশু এবং তাঁর ক্রুশারোপণ এখন সুসমাচারের কেন্দ্রবিন্দু। প্রেরিতশিষ্য লিখেছেন, "কিন্তু আমরা ক্রুশে হত খ্রীষ্টকে প্রচার করি; তিনি যিহূদীদের কাছে বিঘ্ন ও পরজাতিদের কাছে মূর্খতাস্বরূপ, কিন্তু যিহূদী ও গ্রীক, আহূত সকলের কাছে খ্রীষ্ট ঈশ্বরেরই পরাক্রম ও ঈশ্বরেরই জ্ঞানস্বরূপ" (১করি ১:২৩-২৪)। জগতের এক ও একমাত্র প্রতিকার হল ক্রুশ।

প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র বলে যে, যীশু মরিলেন। কেন তিনি মরলেন? তিনি কখনও পাপ জানতেন না, কখনও পাপ করেননি। তাহলে পাপের অনুপস্থিতিতে কীভাবে মৃত্যু হতে পারে? মৃত্যু কি পাপের শাস্তি নয়? বাইবেল কি বলে না, "পাপের বেতন মৃত্যু" (রোমীয় ৬:২৩)? তাহলে নিষ্পাপ যীশু কীভাবে মরতে পারেন? যীশু তাঁর ব্যক্তিগত পাপের জন্য মরেননি, বরং তাঁর প্রজাদের পাপের জন্য মরেছেন। তিনি একজন জামিনদারের মৃত্যু গ্রহণ করেছেন। তাঁর প্রজাদের ত্রাণকর্তা হওয়ার জন্য, তাঁকে কেবলমাত্র দুঃখভোগ ও ক্রুশবিদ্ধ হতে হয়নি, কিন্তু তাঁকে পাপের শাস্তিস্বরূপও মরতে হয়েছিল।

ঈশ্বর আদম ও হবাকে বলেছিলেন, "আর সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে এই আজ্ঞা দিলেন, তুমি এই উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বচ্ছন্দ্যে ভোজন করিও; কিন্তু সদসদ্-জ্ঞানদায়ক যে বৃক্ষ, তাহার ফল ভোজন করিও না, কেননা যেদিন তাহার ফল খাইবে, সেইদিন মরিবেই মরিবে" (আদি ২:১৬-১৭)। এদনের চমৎকার ও মনোরম বাগানটি আদম ও হবার বাড়ি ও কার্যক্ষেত্র ছিল। তাদেরকে সমস্ত গাছের ফল খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, কেবলমাত্র একটি গাছ ছাড়া - সদসদ্-জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ। সেই গাছের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাদের শেখালেন যে, তারা তাঁর অধীন, এবং তিনি ঠিক করবেন কোনটা ভালো, আর কোনটা মন্দ। তাঁর ঈশ্বরত্বের প্রকৃতির সত্য এই যে, কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ, তা তিনি ঠিক করেন। আদম ও হবা, প্রভুকে ঈশ্বর হিসাবে স্বীকার করতে বাধ্য ছিল, যাঁর অধীন তারা ছিল। তবে আদম ও হবা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়। তারা শয়তানের প্রলোভনের কাছে হার মানে এবং নিষিদ্ধ গাছের

ফল খায়। শয়তানের তাদের বলেছিল যে, সদসদ্-জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল খেয়ে তারা ঈশ্বরের মতো হয়ে যাবে। সে তাদের বলে, “কেননা ঈশ্বর জানেন, যেদিন তোমরা তাহা খাইবে, সেইদিন তোমাদের চক্ষু খুলিয়া যাইবে, তাহাতে তোমরা ঈশ্বরের সদৃশ হইয়া সদসদ্-জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে” (আদি ৩:৫)। অতএব মানুষ ঈশ্বর হওয়ার জন্য সদসদ্-জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল খেয়েছিল। তবে ঈশ্বরের মতো হওয়ার পরিবর্তে, তারা উদ্বিগ্নতায় ও ভয়ে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, এবং তারা নিজেদেরকে ঈশ্বর থেকে লুকাতে চাইল। তারা তাদের সরলতা এবং অভ্যন্তরীণ শান্তি হারিয়েছিল। তারা বুঝেছিল যে, তারা শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে।

এই পাপের জন্যই মৃত্যু পৃথিবীতে এসেছিল, যেমন রোমীয় ৫:১২ পদে বলা হয়েছে, “অতএব যেমন এক মনুষ্য দ্বারা পাপ, ও পাপ দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করিল”। যদিও অনেকে চিৎকার করে দাবি করতে পারে যে, মৃত্যু হল মানব জীবনের অপরিহার্য উপাদান এবং সেটাকে প্রাকৃতিক সত্য হিসাবে গ্রহণ করা উচিত, তবে বাইবেল এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করে। বাইবেল বলে যে, মৃত্যু হল পাপের জন্য ঈশ্বরের শাস্তি। সেইজন্য তাঁর প্রজাদেরকে মৃত্যু থেকে বাঁচানোর জন্য যীশুকে মরতে হয়েছিল, যেন “ঈশ্বরের অনুগ্রহে সকলের নিমিত্ত মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করেন” (ইব্রীয় ২:৯)। যীশুর মৃত্যুর দ্বারা, মৃত্যুর মৃত্যু ঘটেছিল এবং তার ক্ষমতা হরণ করা হয়েছিল।

যীশুর মৃত্যু একজন ভালো ব্যক্তির মৃত্যুর থেকেও বেশি ছিল। এটা ছিল ঈশ্বরের পুত্রের মৃত্যু, যিনি আমাদের মানবপ্রকৃতি ধারণ করেছিলেন। এটা ছিল ঈশ-মানব, মধ্যস্থতাকারী, যীশু খ্রীস্টের মৃত্যু – তাঁর প্রজাদের পরিবর্ত হিসাবে। তাঁর মৃত্যু কোনও ভাগ্যের পরিণতি ছিল না – তাঁর মৃত্যু ছিল একটি পূর্ব-পরিকল্পিত কাজ। তাঁর কাছ থেকে জীবন কেড়ে নেওয়া হয়নি – তিনি তাঁর জীবন দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, “আমি আপন প্রাণ সমর্পণ করি, তাহা সমর্পণ করিতে আমার ক্ষমতা আছে; এবং পুনরায় তাহা গ্রহণ করিতেও আমার ক্ষমতা আছে” (যোহন ১০:১৭-১৮)। একজন সাক্ষ্যমরের মৃত্যুর থেকেও বেশি ছিল যীশুর মৃত্যু। যীশুর মৃত্যু ছিল পাপের জন্য বলিদান। পাপের জন্য যে শাস্তি হুমকি দিচ্ছিল, তিনি তাঁর মনোনীত লোকদের জামিনদার ও পরিত্রাতাস্বরূপ সেই শাস্তি গ্রহণ করলেন। তিনি তাঁর আত্মা ও জীবনকে পাপার্থক বলি হিসাবে উৎসর্গ করলেন, যেন তিনি আমাদের পক্ষে মৃত্যুকে জয় করতে পারেন ও জীবন অর্জন করতে পারেন: “কারণ যাহারা পবিত্রীকৃত হয়, তাহাদিগকে তিনি একই নৈবেদ্য দ্বারা চিরকালের জন্য সিদ্ধ করিয়াছেন” (ইব্রীয় ১০:১৪)।

যীশুর বলিদানে পুনর্মিলনের শক্তি ছিল, কারণ এটি এক পবিত্র ও নিখুঁত জীবনের বলিদান – এক জীবন, যা ঈশ্বর ও তাঁর প্রতিবেশিদের কাছে পবিত্র। ঈশ্বরের বিধানের প্রতি নিখুঁত বাধ্যতার এই বলিদান, ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের দাবিগুলিকে সন্তুষ্ট করেছিল। যীশুর মৃত্যুর দ্বারা ঈশ্বরের পুনর্মিলন ঘটেছিল। রোমীয় ৫:১০ পদে প্রেরিতশিষ্য বলেছেন, “কেননা যখন আমরা শত্রু ছিলাম, তখন যদি ঈশ্বরের সহিত তাঁহার পুত্রের মৃত্যু দ্বারা সম্মিলিত হইলাম”। যীশুর মৃত্যু, মৃত্যুর কাছ থেকে তার ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল। তাঁর মৃত্যু দ্বারা, মৃত্যুর মৃত্যু ঘটেছিল। খ্রীস্টের প্রায়শ্চিত্তজনক মৃত্যু, মৃত্যুর হুলকে বের করে দিয়েছিল। যীশু যখন আমাদের পাপের শাস্তির মূল্য দেন এবং মুক্তির মূল্যরূপে নিজের জীবন দেন, তখন মৃত্যু তার হুল হারায়। তাঁর রক্ত, অভিশাপকে দূর করে। সন্ত্রাসের রাজাকে নিরস্ত্র করা হয়েছে। প্রকৃত বিশ্বাসীদের কাছে, মৃত্যু আর কোনও ভয়ঙ্কর শত্রু নয়। যীশু মৃত্যুকে অনন্ত জীবনের প্রবেশদ্বার বানিয়েছেন। সেইজন্য প্রেরিতশিষ্য বলেন, “কেননা আমার পক্ষে জীবন খ্রীস্ট, এবং মরণ লাভ” (ফিলি ১:২১)।

প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র বলে যে, যীশু কেবল মরেননি, কিন্তু তাঁকে কবরও দেওয়া হয়। যীশুকে কবর দেওয়া হয়েছে, তা ঈশ্বর দেখেছেন। আরিমাথিয়ার ধনী যোষেফ তাঁর কবরটি প্রস্তুত করে রেখেছিল। এভাবে ভাববাণী পূর্ণতা পায়: “আর লোকে দুষ্টগণের সহিত তাঁহার কবর নিরূপণ করিল, এবং মৃত্যুতে তিনি ধনবানের সঙ্গী হইলেন” (যিশা ৫৩:৯)। যীশু খ্রীস্ট মরেছিলেন এবং তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল। তাঁর দেহ কবরে রাখা হয়েছিল। কবর হল মৃতদের স্থান। কবর দেওয়ার মাধ্যমে একজনের মৃত্যুকে চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত করা হয়। যীশু যে সত্যই মারা গিয়েছিলেন, তার প্রমাণ হল তাঁর কবরস্থ হওয়া। সেইজন্য কোরানের সুরা ৪-এ যীশু মরেনি, কিন্তু আল্লাহ তাঁকে স্বর্গে নিয়ে গিয়েছেন

বলে যা বলা হয়েছে, তা সত্য নয়। যীশু সত্যই মরেছিলেন, কারণ তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল। খ্রীস্টিয় মণ্ডলী প্রেরিত পৌলের সাক্ষ্য গ্রহণ করে, "শাস্ত্রানুসারে খ্রীস্ট আমাদের পাপের জন্য মরিলেন, ও কবরপ্রাপ্ত হইলেন... আর শাস্ত্রানুসারে" (১করি ১৫:৩-৪)। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যীশু তাঁর ভাইদের – সমস্ত বিশ্বাসীদের জীবন কাটিয়েছিলেন। তিনি বাক্যের পূর্ণ উপলব্ধিতে জীবনযাপন করেছিলেন: তিনি জন্মেছিলেন, মরেছিলেন এবং কবরস্থ হয়েছিলেন।

ঈশ্বরের সন্তানদের কাছে খ্রীস্টের কবর এক সান্ত্বনার উৎস। ঠাণ্ডা ও অন্ধকার কবরের ভীতিকে তা দূর করে দিয়েছে। পুনরুত্থানের সকলে স্বর্গদূতের কথা অনুযায়ী, খ্রীস্টবিশ্বাসীদের কাছে এখন কবর হল, "প্রভু যেখানে শুইয়াছিলেন" (মথি ২৮:৬)। যীশু কবরের ভীতি নিয়ে নিয়েছেন – এবং তাঁর আলো দিয়ে তা পূর্ণ করেছেন। সেইজন্য কবর তার অন্ধকারময়তা হারিয়েছে। এটিকে পবিত্র করা হয়েছে, এবং তা বিশ্বাসীদের দেহের বিশ্রাম স্থান হয়ে উঠেছে, যেখানে তাদের দেহগুলি পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত বিশ্রাম করবে। প্রভু দানিয়েলকে বলেছিলেন, "তুমি বিশ্রাম পাইবে, এবং দিন-সমূহের শেষে আপন অধিকারে দণ্ডায়মান হইবে" (দানি ১২:১৩)।

প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রর এ-ও স্বীকার করে যে, যীশু "পরলোকে নামিলেন"। এর অর্থ আমরা কী বুঝি? এই স্বীকারোক্তি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মতামত রয়েছে। রোমান ক্যাথলিক মণ্ডলী, তাদের purgatory মতবাদের প্রমাণস্বরূপ এই স্বীকারোক্তিকে ব্যবহার করতে চায় যে, যীশু বিশ্বাসীদেরকে উদ্ধার করার জন্য purgatory-তে নেমেছিলেন। মার্টিন লুথার এটিকে আক্ষরিকভাবে নিতে চেয়েছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন যে, এর অর্থ যীশু শয়তান ও সেখানে থাকা আত্মাদের কাছে, শয়তান ও মৃত্যুর উপরে তাঁর জয়ের কথা ঘোষণা করতে নরকে নেমেছিলেন। "পরলোকে নামিলেন" – এ বিষয়টিকে জন ক্যালভিন মনে করেছেন যে, আমরা নরকে যে দুঃখ-কষ্ট ভোগের যোগ্য ছিলাম, যীশু তা তাঁর জীবনকালে ভোগ করেছেন। এই ঘটনাটিকে তিনি যীশুর মৃত্যুর আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা হিসাবে মনে করেছেন। যাই হোক না কেন, যে সময়ানুক্রমিক ধারায় প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র এই ঘটনাটিকে লিপিবদ্ধ করেছে, তাতে এই সত্য সামনে আসে যে, পরলোকে নামার ঘটনাটি যীশুর কবরস্থ হওয়ার পরের ঘটনা। বিশ্বাসসূত্র বলে, "মরিলেন ও কবরস্থ হইলেন। তিনি পরলোকে নামিলেন"। এটি এই প্রশ্নকে জাগায় যে, পুণ্য শুক্রবার এবং পুনরুত্থান রবিবারের সকালের মধ্যবর্তী সময়ে যীশুর কী হয়েছিল? যীশু কোথায় ছিলেন? তাঁর আত্মা কি পিতা ঈশ্বরের কাছে ছিল, কারণ মৃত্যুর সময় যীশু তাঁর আত্মাকে পিতার সুরক্ষিত হাতে সমর্পণ করেছিলেন। লুক ২৩:৪৬ পদে আমরা পড়ি, তিনি "উচ্চরবে চীৎকার করিয়া কহিলেন, ...পিতঃ তোমার হস্তে আমার আত্মা সমর্পণ করি"। তাঁর দেহকে কবর দেওয়া হয়, এবং পুনরুত্থানের সকাল পর্যন্ত তা সেখানে ছিল। তাহলে তাঁর মৃত্যুর পর আমরা কীভাবে "নরকে নামার" ঘটনার কথা ভাবতে পারি? প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রে ব্যবহৃত "নরক" শব্দটি গ্রিক হাদেস থেকে এসেছে, যেটি মৃতদের স্থানের কথা বলে। হাদের কোনও অনন্ত শাস্তির জায়গা নয় – হাদেস হল কবর। এখানে "মৃত" বলতে আত্মাবিহীন শরীরের কথা বলা হয়েছে। এটি দেহ ও আত্মার বিচ্ছেদের অবস্থা, যেটিকে মধ্যবর্তী অবস্থাও বলা হয়।

শেষ পুনরুত্থানের দিনে, আত্মা ও দেহ আবার সংযুক্ত হবে। তাই এই অবস্থার নাম মধ্যবর্তী অবস্থা। যীশু তিন দিন ও তিন রাত মৃতদের সাথে হাদেস অর্থাৎ কবরে কাটিয়েছিলেন। কবরে যীশুর দেহ পচন দেখেনি। মশীহ সম্পর্কে এটা ভাববাণী করা হয়েছিল যে, যদিও তিনি কবরে থাকবেন, তবে তিনি তাঁর দেহের মধ্যে কোনওরকম প্রভেদ দেখবেন না। গীতসংহিতা ১৬:১০ পদে মশীহ ভাববাণী করেছেন, "তুমি আমার প্রাণ পাতালে পরিত্যাগ করিবে না, তুমি নিজ সাধুকে ক্ষয় দেখিতে দিবে না"। পঞ্চাশত্তমীর দিনে পিতর এই ভাববাণীটিকে উদ্ধৃতি হিসাবে ব্যবহার করেন, এবং মৃত থেকে যীশুর পুনরুত্থানের বিষয়ে এটি প্রয়োগ করেন, এবং লোকদের কাছে প্রচার করেন যে, যীশু হাদেস - অর্থাৎ কবর, মৃতদের রাজ্য, মৃতদেহের বাসস্থান থেকে জীবনে ফিরে এসেছেন – এবং পুণ্য শুক্রবার ও পুনরুত্থান রবিবারের মধ্যবর্তী সময়ে তাঁর দেহ ক্ষয় পায়নি। পঞ্চাশত্তমীর দিনে পিতর প্রচার করেছিলেন যে, যীশুর কবরে মশীহ সম্পর্কে দায়ূদের কথাগুলি পূর্ণ হয়েছে, "তুমি আমার প্রাণ পাতালে পরিত্যাগ

করিবে না, তুমি নিজ সাধুকে ক্ষয় দেখিতে দিবে না”। “পরলোকে নামিলেন” সম্পর্কে এই হল বাইবেলসম্মত অর্থ।

“যীশু দুঃখভোগ করিলেন, ক্রুশবিদ্ধ হইলেন, মরিলেন ও কবরস্থ হইলেন; তিনি পরলোকে নামিলেন”। এই শব্দগুলি সমগ্র সুসমাচারের সংক্ষিপ্তসার। ঈশ্বরের মনোনীত মণ্ডলীর জামিনদার ও ত্রাণকর্তা হিসাবে যীশু এই সমস্ত কিছুতে যুক্ত ছিলেন। এই সত্যের ব্যক্তিগত সান্ত্বনা হল এ জানা যে, তিনি এ সমস্ত কিছু আমার জন্য করেছেন। প্রকৃত বিশ্বাসী বলতে পারে, “যীশু এ সমস্ত কিছু আমার পরিবর্তে করেছেন। তিনি আমার জন্য দুঃখভোগ করেছেন, আমার জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন, আমার জন্য কবরস্থ হয়েছেন এবং কবরস্থ হয়েছেন, যেন আমার মতো পাপী অনন্ত জীবন পায়!” যারা তাঁতে আস্থা রাখে, তারা কখনই ধ্বংস হবে না। ঈশ্বরের লোকেরা গাইতে পারে:

আমার পরিত্রাতার বিস্ময়কর মৃত্যুর গান গাই;
তাঁর পতনে তিনি জয়ী হন।
মৃত্যুর নিঃশ্বাসে তিনি বলেন, সমাপ্ত হইল!
আর নরকের দরজা কেঁপে উঠল।

প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র

রেভা. কর্ণেলিস হ্যারিঙ্ক

প্রতিলিপি – বক্তৃতা ৬

নিবন্ধ ৫: খ্রীস্টের পুনরুত্থান

প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রের ৫ম নিবন্ধটি দেখার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের এই সিরিজটি এগিয়ে নিয়ে চলব। এই নিবন্ধটি যীশু সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয় স্বীকার করে: "তিনি তৃতীয় দিবসে মৃতদের মধ্য হইতে পুনরায় উঠিলেন"।

ধার্মিক যিহূদী, শিক্ষিত গ্রিক এবং গর্বিত রোমীয়দের কাছে খ্রীস্টিয় মণ্ডলী স্বীকার করে যে, যীশু তাদের প্রভু ও পরিত্রাতা, মৃতদের মধ্য থেকে উঠেছেন। প্রেরিত ৪:৩৩ পদে আমরা পড়ি, "আর প্রেরিতেরা মহাপরাক্রমে প্রভু যীশুর পুনরুত্থান বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেন"। প্রেরিতেরা যা দেখেছিলেন ও শুনেছিলেন, সেই বিষয়েই তারা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।

তাদের সাক্ষ্যের প্রধান বিষয় ছিল মৃতদের মধ্য থেকে প্রভু যীশু খ্রীস্টের পুনরুত্থান। তারা সেই মানুষ হিসাবে সাক্ষ্য দিয়েছিল, যারা ব্যক্তিগতভাবে পুনরুত্থিত যীশুর সাথে দেখা করেছিল। পঞ্চাশত্তমীর দিনে পিতর সাক্ষ্য দিয়েছেন, "এই যীশুকেই ঈশ্বর উঠাইয়াছেন, আমরা সকলেই এই বিষয়ের সাক্ষী" (প্রেরিত ২:৩২)। যীশুর কথা ও কাজের বিষয়ে বলার সময়ে প্রেরিতেরা একটি বিষয়ে নিশ্চিত ছিল যে, তারা মানুষের তৈরি করা কোনও বার্তা দিচ্ছে না, কিন্তু তারা যে ঘটনার সাক্ষী সেই বিষয়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে। প্রেরিত পৌল লিখেছেন, "কারণ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীস্টের পরাক্রম ও আগমনের বিষয় যখন তোমাদিগকে জ্ঞাত করিয়াছিলাম, তখন আমরা কৌশলকল্পিত গল্পের অনুগামী হই নাই, কিন্তু তাঁহার মহিমার চাক্ষুষ সাক্ষী হইয়াছিলাম" (২পিতর ১:১৬)। জগতের বিচারসভার সামনে তারা সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকে যীশু খ্রীস্টকে জীবিত করেছেন।

যীশু সম্পর্কে যে সমস্ত সত্য তারা বলত, সেগুলোর মধ্য থেকে মৃতদের মধ্য থেকে যীশুর পুনরুত্থান একটি সত্য ছিল না, পরিবর্তে এটি ছিল তাদের বার্তার মূল বিষয়। ১করিন্থীয় ১৫ অধ্যায়ে পুনরুত্থান সম্পর্কে প্রেরিত পৌল এটিকে পরিস্কার করেছেন যে, সমস্ত কিছু দাঁড়িয়ে আছে মৃতদের মধ্য থেকে যীশুর পুনরুত্থানের সত্যতার উপর। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, যীশু যদি মৃতদের মধ্য থেকে না ওঠেন, তাহলে যে সমস্ত কিছু যীশু করেছেন তা অকার্যকরী ও বাতিল হয়ে যাবে। এর বিপরীতে কেউ বলতে পারে, "কিন্তু তবুও আমাদের কাছে বড়দিন ও পুণ্য শুক্রবার থাকবে", কিন্তু তবুও পুনরুত্থানকে বাদ দিয়ে এ সমস্ত কিছুর কোনও উদ্ধারকার্য তাৎপর্য থাকবে না। যীশুর পুনরুত্থান না হলে, সত্যের প্রাসাদ টলমল করত। ইস্টার – যীশুর পুনরুত্থান প্রমাণ করে যে, তিনি কোনও সাক্ষ্যমরের থেকে বা আদর্শের জন্য মারা যাওয়া কোনও ব্যক্তির থেকেও বেশি কিছু। পুনরুত্থান জোরের সাথে যীশুর ঈশ্বরত্বকে নিশ্চিত করে, কারণ তিনি "পবিত্রতার আত্মার সম্বন্ধে মৃতগণের পুনরুত্থান দ্বারা সপরাক্রমে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া নির্দিষ্ট" (রোমীয় ১:৪)।

যীশুর পুনরুত্থান হল পুণ্য শুক্রবারের বলিদানের প্রতি ঈশ্বরের "আমেন"। যীশু যদি কবরেই থাকতেন, তাহলে পুণ্য শুক্রবারের বলিদান ঈশ্বর গ্রহণ করেছেন কিনা, এবং পাপের শাস্তি সম্পূর্ণভাবে বহন করা হয়েছে কিনা, তা আমরা জানতে পারতাম না। যাই হোক না কেন, একথা বলার দ্বারা প্রেরিতশিষ্য গর্ব করতে পারেন, "কিন্তু বাস্তবিক খ্রীস্ট মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইয়াছেন"। যদিও পুণ্য শুক্রবারে সমস্ত কিছু হারিয়ে গেছে বলে মনে হয়, কিন্তু পুনরুত্থানের সকাল এক সম্পূর্ণ বিজয়ের সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয়! খ্রীস্টের পুনরুত্থান আমাদেরকে এই বার্তা দেয় যে, যীশুর বলিদান গৃহীত

হয়েছে, এবং পাপের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করা হয়েছে। মৃত্যুকে জয় করা হয়েছে, এবং শয়তানের মাথা চূর্ণ করা হয়েছে।

মৃত্যু যীশুকে ধরে রাখতে পারেনি। সর্বোপরি, তিনি তাঁর কাজ শেষ করেছিলেন! শয়তান তাঁকে যেতে দিয়েছিল, কারণ তার ক্ষমতাকে শেষ করা হয়েছিল। এইভাবে যীশু তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের দ্বারা, "মৃত্যুর কর্তৃত্ববিশিষ্ট ব্যক্তি অর্থাৎ শয়তানকে" ধ্বংস করেন (ইব্রীয় ২:১৪)। মৃত্যুকে জয় করা হয়েছে, শয়তান পরাজিত হয়েছে এবং অনন্ত জীবন অর্জন করা হয়েছে। হারিয়ে যাওয়া জগতের কাছে সবথেকে ভালো খবর একটি কবর থেকে এসেছে। পাথরখানা সরানো হয়েছে। যীশুর কবর খোলা। এখন যীশু সেখানে নেই, কী হয়েছিল তা দেখার জন্য আমরা খালি কবরের মধ্যে যেতে পারি। কবরটি শূন্য! যীশু সত্যই উঠেছেন! মৃত্যুকে জয় করা হয়েছেন এবং পরিত্রাণ সুরক্ষিত হয়েছে।

প্রেরিতশিষ্য এখন ঈশ্বরের সন্তানদের সমস্ত শত্রু ও অভিযোগকারীদের চ্যালেঞ্জ করার সাহস করে লেখে, "ঈশ্বরের মনোনীতদের বিপক্ষে কে অভিযোগ করিবে? ঈশ্বর তো তাহাদিগকে ধার্মিক করেন; কে দোষী করিবে? খ্রীস্ট যীশু তো মরিলেন, বরং উত্থাপিতও হইলেন" (রোমীয় ৮:৩৩-৩৪)। কাজ সমাপ্ত হয়েছে, লড়াই করা হয়েছে, যুদ্ধে জয়লাভ হয়েছে। ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে জীবিত করেছেন। আমাদের বাঁচানোর জন্য যীশু মরেছিলেন; আমাদের ধার্মিক করার জন্য তিনি উঠলেন। রোমীয় ৪:২৫ পদে প্রেরিতশিষ্য যীশু সম্পর্কে বলেছেন, "আমাদের অপরাধের নিমিত্ত সমর্পিত হইলেন, এবং আমাদের ধার্মিক গণনার নিমিত্ত উত্থাপিত হইলেন"। খ্রীস্টের পুনরুত্থান আমাদের প্রাপ্ত রসিদ।

তাই খ্রীস্টের পুনরুত্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ! এটি আমাদের বিশ্বাসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তা নাহলে কবর থেকে যীশুর পুনরুত্থান বৃথা। যেমন প্রেরিতশিষ্য বলেছেন, "আর খ্রীস্ট যদি উত্থাপিত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তো আমাদের প্রচারও বৃথা, তোমাদের বিশ্বাসও বৃথা" (১করি ১৫:১৪-১৭)। মৃতদের মধ্য থেকে যীশুর পুনরুত্থান আমাদের খ্রীস্টিয় বিশ্বাসের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

একই সময়ে, এটি খ্রীস্টিয় বিশ্বাসের সবথেকে বেশি জিজ্ঞাস্য ও উপহাসের বিষয়। পৌল যখন রোমীয় রাজ্যপাল ফীস্টের সামনে যীশুর পুনরুত্থানের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, তখন রাজ্যপাল তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "পৌল, তুমি পাগল; বহু বিদ্যাভ্যাস তোমাকে পাগল করিয়া তুলিতেছে" (প্রেরিত ২৬:২৪)। অন্য কথায়, তুমি অসংলগ্ন কথা বলছ, তোমার শিক্ষায় তুমি আসক্ত হয়ে আছ। মৃতদের মধ্য থেকে যীশুর পুনরুত্থান সম্পর্কে ফীস্ট এমন মনে করেছিলেন। আজকেও এর পরিবর্তন নেই। একবিংশ শতাব্দীর মানুষ মনে করে যে, যীশু খ্রীস্ট মৃতদের মধ্য থেকে উঠেছেন, এটি একটি লোককথা। আর যারা পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে, তাদের মাথা খারাপ, তারা বোকা। কারণ এই ধরনের বিষয় কখনও হতে পারে না। মৃত মানে মৃত – মৃত মানুষ আবার বেঁচে উঠতে পারে না।

যুগ যুগ ধরে, মৃতদের মধ্য থেকে যীশুর পুনরুত্থানের বার্তাকে অস্বীকার করা হয়েছে, সন্দেহ করা হয়েছে এবং উপহাস করা হয়েছে। অনেকে যীশুর শারীরিক পুনরুত্থানকে অন্য অর্থ করে এটির সত্যতা ও ঐতিহাসিকতাকে বিকৃত করার চেষ্টা করেছে। কোরানে, মুসলমানেরা যীশুকে ঈশ্বরের দূত ও সাক্ষী হিসাবে স্বীকার করে। তারা মনে করে যে, মহম্মদের থেকে যীশু অধঃস্তন হলেও, মহম্মদ কিন্তু আল্লাহর সাক্ষী নয়। তবে, যীশু মৃতদের মধ্য থেকে উঠেছেন, তারা তা স্বীকার করে না। ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর যীশুর বেঁচে ওঠা সম্পর্কে তারা অন্য একটি ব্যাখ্যা দেয়। কোরান অনুযায়ী, যীশুকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাঁকে হত্যা করা হয়নি। তিনি কেবল মরার মতো ছিলেন, এবং আল্লাহ তাঁকে তার কাছে তুলে নেয়। তিনি কখনও মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হননি। আধুনিক ঈশতত্ত্ব মনে করে যে, শিষ্যরা এবং নারীরা তাদের মাঝে যীশুকে দেখার বিষয়টি কল্পনা করেছিল। মানসিকভাবে তারা যীশুর প্রতি এতটাই স্থির ছিল যে, তারা মনে করেছিল যে তারা যীশুকে দেখেছে – উদাহরস্বরূপ, আপনার মায়ের মৃত্যুর পর আবার তাঁকে দেখা। অন্যরা মনে করে যে, সেটি যীশুর ব্যক্তি নয়, কিন্তু যীশুর মতবাদ, যা তৈরি হয়ে এগিয়ে চলেছিল। যীশুকে কবর দেওয়া হয়, কিন্তু তাঁর শিক্ষা বেঁচে ছিল। এইভাবে, মৃতদের মধ্য থেকে যীশুর প্রকৃত ও শারীরিক পুনরুত্থান সম্পর্কে অনেক অস্বীকার রয়েছে।

যাই হোক না কেন, বাইবেল পরিস্কারভাবে যীশুর শারীরিক পুনরুত্থানকে একটি সত্য ঘটনা হিসাবে বর্ণনা করে – একটি প্রমাণিত, ঐতিহাসিক ঘটনা। মৃতদের মধ্য থেকে যীশু খ্রীস্টের পুনরুত্থানের

প্রমাণস্বরূপ, ঈশ্বর প্রচুর প্রমাণের দ্বারা যীশুর পুনরুত্থানের বিষয়টিকে ঘিরে রেখেছেন, যা কেবলমাত্র ব্যাখ্যা করা যায়। এটা শুনতে অবাক লাগলেও, যীশুর শিষ্যরা কিন্তু মৃতদের মধ্য থেকে যীশুর পুনরুত্থানের বিষয় আশা করেনি, যা যীশুর পুনরুত্থানের একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। শিষ্যরা বা মহিলারা কেউই মৃতদের মধ্য থেকে যীশুর পুনরুত্থানের বিষয় আশা করেনি। যীশু বারবার তাদের বলেছিলেন যে, তাঁকে শুধুমাত্র দুঃখভোগ ও মৃত্যুবরণ করতে হবে না, পাশাপাশি তিনদিন পর তিনি মৃতদের মধ্য থেকেও উঠবেন। মথি আমাদেরকে বলেন, “সেই সময় অবধি যীশু আপন শিষ্যদিগকে স্পষ্টই বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহাকে জেরুশালেমে যাইতে হইবে, এবং প্রাচীনবর্গের, প্রধান যাজকদের ও অধ্যাপকদের হইতে অনেক দুঃখভোগ করিতে হইবে, ও হত হইতে হইবে, আর তৃতীয় দিবসে উঠিতে হইবে” (মথি ১৬:২১)। তাঁর শিষ্যরা কিন্তু এই বার্তা বুঝতে পারেনি। বাইবেল অনেকবার বলেছে, “কিন্তু তাঁহারা সেই কথা বুঝিলেন না, এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেও ভয় করিলেন” (মার্ক ৯:৩২)। এমনকি পিতর যীশুকে তাঁর দুঃখভোগ ও মৃত্যুর কথা বলতে শুনে বাধা দিয়ে বলেছিল, “প্রভু, ইহা আপনা হইতে দূরে থাকুক, ইহা আপনার প্রতি কখনও ঘটিবে না” (মথি ১৬:২২)।

পুনরুত্থানের সকালে যখন মহিলারা যীশুর কবরে যায়, তখন তারাও পুনরুত্থানের আশা করেনি। কবরে চাপা দেওয়া পাথরটা সরানো দেখে তারা চমকে উঠেছিল। কবরে গিয়ে যখন তারা সেটিকে খালি অবস্থায় দেখতে পেল, তখনও তারা পুনরুত্থানের বিষয় ভাবেনি। তারপর স্বর্গদূতেরা তাদের বলল যে, যীশু জীবিত এবং পুনরুত্থিত, সেইজন্য কবরটি ফাঁকা। জেরুশালেমে ফিরে এসে তারা যখন শোকে পূর্ণ যীশুর শিষ্যদের সেকথা বলল, তারা তাদের বিশ্বাস করল না। লুক লিখেছেন, “কিন্তু এইসকল কথা তাঁহাদের কাছে গল্পতুল্য বোধ হইল; তাঁহারা তাঁহাদের কথায় অবিশ্বাস করিলেন” (লুক ২৪:১১)। এমনকি যীশু যখন তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন, তারা বিশ্বাস করেনি যে তিনি যীশু। তারা মনে করেছিল, তারা ভূত দেখছে। কেবল যীশু যখন তাঁর ক্ষতবিক্ষত হাত ও পা দেখালেন এবং তাদের সামনে রুটি ও মাছ ভাজা খেলেন, তখন তারা বিশ্বাস করল যে, এটি তিনি। যীশু অনেকবার দেখা দিয়ে প্রমাণ দিয়েছিলেন যে, তিনি জীবিত এবং মৃতদের মধ্য থেকে উঠেছেন।

যীশুর কবর দেখার পর, মগ্দলীনি মরিয়ম এবং পিতর, যীশুর যে শিষ্যরা জেরুশালেমে একটা উপরের কুঠরীতে মিলিত হয়েছিল, তাদের কাছে এই বার্তা নিয়ে ফিরে আসে যে, তারা পুনরুত্থিত যীশুকে দেখেছে। সেই সন্ধ্যায় ইম্মায়ু থেকে দু’জন উপস্থিত হন এই বলার জন্য যে, তারাও পুনরুত্থিত যীশুকে দেখেছে, তখন তাদেরকে এই আনন্দের বার্তা দিয়ে অভ্যর্থনা করা হয়, “প্রভু নিশ্চয়ই উঠিয়াছেন, এবং শিমোনকে দেখা দিয়াছেন” (লুক ২৪:৩৪)। মহিলাদের দল ও যীশুর শিষ্যদের মধ্যে এই বিষয়টি উদয় হতে শুরু করে যে, যীশু সত্যই উঠেছেন। পৌল ৫০০ জন বেশি বিশ্বাসীদের কথা বলেছেন, যারা ক্রুশে যীশুর মৃত্যুর পর আবার তাঁকে দেখেছে। গালীলে তাঁর অনেক শিষ্যদের কাছে তাঁর প্রতিজ্ঞার বিষয়ে আমরা মথি ২৬:৩২ পদে পড়ি, “কিন্তু উত্থিত হইলে পর আমি তোমাদের অগ্রে গালীলে যাইব”।

পৌল যখন করিন্থীয় মণ্ডলীর কাছে এই বিষয়ে লিখেছিলেন, তখন এই সমস্ত সাক্ষীদের বেশিরভাগ জনই বেঁচেছিলেন। তিনি লিখেছেন, “তাহার পরে একেবারে পাঁচশতের অধিক ভ্রাতাকে দেখা দিলেন, তাহাদের অধিকাংশ লোক অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে, কিন্তু কেহ কেহ নিদ্রাগত হইয়াছে” (১করি ১৫:৬)। তারা কখন ও কীভাবে পুনরুত্থিত যীশুর সাথে দেখা করেছে, তা তাদেরকে তখনও ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারত। শেষে, পৌল নিজেকে মৃতদের মধ্য থেকে যীশুর শারীরিক পুনরুত্থানের একজন সাক্ষী হিসাবে দেখিয়ে লিখেছেন, “সকলের শেষে অকালজাতের ন্যায় যে আমি, আমাকেও দেখা দিলেন” (১করি ১৫:৮)। পুনরুত্থিত যীশু, পৌলকে দম্মেশকের রাস্তায় দেখা দেন। আর পৌল একজন তাড়নাকারী থেকে সুসমাচারের প্রচারকে পরিবর্তিত হন। যীশুর পুনরুত্থান ব্যাতিরেকে পৌলের জীবনের পরিবর্তন বোঝা সম্ভব নয়। এই সমস্ত দর্শনের পিছনে একটিই ব্যাখ্যা আছে: “প্রভু নিশ্চয়ই উঠিয়াছেন” (লুক ২৪:৩৪)।

শাস্ত্র এই লোকগুলিকে প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে বর্ণনা করে। এই সমস্ত প্রত্যক্ষদর্শীরা হলেন যীশুর পুনরুত্থানের জোরালো প্রমাণ। সংগ্রামী তর্ক করার পরিবর্তে, তারা কেবল সাক্ষ্য দেবে, “যীশুর

পুনরুত্থানের পর আমরা তাঁকে দেখেছি ও তাঁর সাথে দেখা করেছি”। যোহন যা সাক্ষ্য দিয়েছেন, তারাও তা বলতেন, “আমরা যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহার সংবাদ তোমাদিগকেও দিতেছি” (১যোহন ১:৩)। আমরা নির্বিঘ্নে মনে করতে পারি যে, যে সমস্ত খ্রীস্টবিশ্বাসী যীশুর পুনরুত্থানের আগে ও পরে তাঁকে দেখেছে, তারা পরবর্তী খ্রীস্টবিশ্বাসীদের জন্য অপরিহার্য তথ্য। তাদেরকে সাক্ষী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তারা বলতে পারেন, “আর তিনি যাহা যাহা করিয়াছেন, আমরা সেই সকলের সাক্ষী” (প্রেরিত ১০:৩৯)। একটি আদালত কোন ধরনের প্রমাণকে যথেষ্ট ও চূড়ান্ত বলে গণ্য করবে? তা হল সেই সমস্ত সাক্ষীদের কথা, যারা অপরাধের স্থানে উপস্থিত ছিল, এবং যারা সেই অপরাধকে দেখেছে। তারা যে অপরাধ দেখেছে তার প্রমাণস্বরূপ বিস্তৃত বিবরণ কেবল তিনিই জানেন, যিনি সেখানে ছিলেন এবং যা ঘটেছিল ও বলা হয়েছিল, তা দেখেছে।

এর ভিত্তিতে আইনজ্ঞরা যীশুর পুনরুত্থানের বিষয়টি তদন্ত করেছে। আর তারা নিম্নলিখিত বিষয়ে উপনীত হয়েছে: এখানে এত স্পষ্ট বিবরণের আধিক্য রয়েছে, যা কেবলমাত্র সেই জানতে পারে, যে যীশুর সাথে দেখা করেছে। যেমন:

- যীশু শিষ্যরা আশা করেনি যে, যীশু মৃতদের মধ্য থেকে উঠবেন।
- কবরের পাথরটি সরানো দেখে মহিলারা অবাক হয়ে গিয়েছিল।
- তারা অবাক হয়েছিল, কারণ কবরটি ফাঁকা ছিল।
- কবর পাহারা দেওয়ার পাহারাদাররা পালিয়ে গিয়েছিল।
- কবর ভাঙ্গার কোনও প্রমাণ নেই।
- মগ্দলীনি মরিয়ম অসহায় অবস্থায় ছিলেন।
- যে কাপড় দিয়ে যীশুর দেহ জড়ানো হয়েছিল, তা এমনভাবে ভাঁজ করে রাখা ছিল যে, কেউ তার রাতের পোশকটি ভাঁজ করে রেখেছে।
- যীশু তাঁর অনুসারীদেরকে তাঁর হাত ও পায়ে ক্রুশের ক্ষতচিহ্ন দেখিয়েছেন।
- তিনি একটি রুটির টুকরো ও মাছ খেয়েছিলেন।
- তিনি তাদের সাথে কথা বলেছিলেন এবং অনেকবার দেখা দিয়েছিলেন।

আইনজ্ঞরা এই উপসংহারে পৌঁছেছেন যে, এই ধরনের ঘটনার বিবরণ কেবলমাত্র তাদের কাছ থেকেই আসতে পারে, যারা যীশুকে দেখেছে এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছে। জার্মান ঐতিহাসিক ভন ক্যাম্পেনহসেন বলেছেন, “যীশুর শিষ্যদের মধ্যে একটা নাটকীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। পুনরুত্থানের আগে ও পরে তাদের অবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে আলাদা। যীশুর ক্রুশারোপণ তাদের সমস্ত আশা নষ্ট করে দিয়েছিল। তারা যিহূদীদের থেকে ভয়ে ছিল, তারা উপরের কুঠরীতে মিলিত হত। তারা হতাশ ছিল; তারা বিভ্রান্তি ও ধাঁধার মধ্যে ছিল। যাই হোক না কেন, পুনরুত্থানের পর সমস্ত কিছু পাল্টে গেল। যীশুর ঘটনাটি তাদের কাছে আর কোনও রকমের ব্যর্থতার বিষয় ছিল না। বৈপরীত্যভাবে, তারা তাঁর সম্পর্কে জীবন্ত প্রভু হিসাবে কথা বলেছিল। তারা পরাক্রমের সাথে মৃতদের মধ্য থেকে যীশুর পুনরুত্থানের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিল”। যদিও ভন ক্যাম্পেনহসেন, খ্রীস্টবিশ্বাসের একজন সমালোচক গবেষক, তিনি এই উপসংহার দিয়েছেন যে, কিছু একটা ঘটেছিল যা এই ধরনের পরিবর্তন এনেছিল। মৃতদের মধ্য থেকে যীশুর পুনরুত্থানকে বাদ দিয়ে এই পরিবর্তনের ব্যাখ্যা করা যায় না।

এটা ঠিক যে, যীশুর পুনরুত্থানের সত্যতার প্রতি আমাদের বিশ্বাস, ঐতিহাসিকদের বিচারের উপর নির্ভরশীল নয়। তবে এটি আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করে। খ্রীস্টবিশ্বাসীর বিশ্বাস নির্ভর করে সেই সমস্ত পুরুষ ও মহিলাদের সাক্ষ্যের উপরে, যাদেরকে যীশু তাঁর পুনরুত্থানের পর দেখা দিয়েছিলেন। তারা চিৎকার করে আমাদেরকে বলে, “প্রভু সত্যই পুনরুত্থিত!” মৃতদের মধ্য থেকে যীশুর পুনরুত্থান না হলে, শিষ্যরা তাদের মাছ ধরার কাজে, বা পূর্বের পেশায় ফিরে যেত। সমগ্র জগতে পুনরুত্থিত পরিত্রাতার সুসমাচার ঘোষণা করার জন্য তারা যেত না। যীশুর পুনরুত্থান না হলে, খ্রীস্টবিশ্বাস বলে কিছু থাকত না। পুনরুত্থিত খ্রীস্টের মুখোমুখি না হলে পৌলের পরিবর্তন চিন্তাই করা যেত না। সমস্ত কিছু সাক্ষ্য দেয় যে, প্রভু সত্যই উঠেছেন!

পরিশেষে, প্রত্যেক প্রকৃত খ্রীস্টবিশ্বাসী হলেন মৃতদের মধ্য থেকে যীশু খ্রীস্টের পুনরুত্থানের জীবন্ত সাক্ষ্য। এই সত্যকে প্রেরিতশিষ্য এই বলে নিশ্চিত করেছেন, "আর যখন তোমরা আপন আপন অপরাধে ও পাপে মৃত ছিলে, তখন তিনি তোমাদিগকেও জীবিত করিলেন" (ইফি ২:১)। ইফিষের খ্রীস্টবিশ্বাসীরা খ্রীস্টের সাথে উত্থাপিত হয়েছে। ইফিষের খ্রীস্টবিশ্বাসীদের জীবনে এক আমূল পরিবর্তন, এক আত্মিক পুনরুত্থান ঘটেছিল। তাদেরকে মৃত্যু থেকে জীবনে আনা হয়েছিল। তাদেরকে তারা নতুন মানুষে রূপান্তরিত হয়েছিল। খ্রীস্টবিশ্বাসের গৌরব এই যে, যীশুর পুনরুত্থানের শক্তিতে মানুষ রূপান্তিরত হয়ে নতুন মানুষে পরিণত হয়।

মৃতদের মধ্য থেকে যীশুর পুনরুত্থানের আশীর্বাদ অনেক। প্রথমত, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের দ্বারা যীশু মৃত্যুর উপর জয়লাভ করেছেন। ২তীমথি ১:১০ পদে পুনরুত্থিত খ্রীস্ট সম্পর্কে প্রেরিতশিষ্য বলেছেন, "যিনি মৃত্যুকে শক্তিহীন করিয়াছেন, এবং সুসমাচার দ্বারা জীবন ও অক্ষয়তাকে দীপ্তিতে আনিয়াছেন"। কী চমৎকার জয়! মৃত্যুকে ধ্বংস করা হয়েছে ও মুছে ফেলা হয়েছে। মহান আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ন এবং চেঙ্গিস খান বড়ো বড়ো জয়লাভ করেছিলেন, কিন্তু তারা মৃত্যুর উপর জয়লাভ করতে পারেনি। যীশু মৃত্যুর উপর জয়ী হয়েছেন! অনেকে মৃত্যুকে নিন্দা করতে পারে, ঘৃণা করতে পারে, এবং ভয় পেতে পারে, কিন্তু তারা মৃত্যুকে জয় করতে পারে না। অর্থ, ক্ষমতা, খ্যাতি, সম্মান এখানে সাহায্য করতে পারবে না। প্রত্যেককেই মৃত্যুর কাছে হার মানতে হবে। শাস্ত্র বলে, "কোন মনুষ্য জীবিত থাকিবে, মৃত্যু দেখিবে না?" (গীত ৮৯:৪৮)। প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু এক ক্ষমতাবান শত্রু! এটি পাপ থেকে তার শক্তি অর্জন করে: "অতএব যেমন এক মনুষ্য দ্বারা পাপ, ও পাপ দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করিল" (রোমীয় ৫:১২)। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করার আগে মানুষের মৃত্যু ছিল না। কারণ যেখানে পাপ নেই, সেখানে মৃত্যু আসতে পারে না, আর যখন পাপ থাকে, তখন মৃত্যুও প্রবেশ করে। ঈশ্বর বলেছিলেন, "যেদিন তাহার ফল খাইবে, সেইদিন মরিবেই মরিবে" (আদি ২:১৭)। আদম ও হবা যখন ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, তখন মৃত্যু প্রবেশ করে।

যাই হোক না কেন, যীশু মৃত্যুকে জয় করেছেন। কীভাবে? তিনি মৃত্যু ঘটাতে মৃত্যুর ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন। প্রেরিতশিষ্য বলেছেন, "মৃত্যুর হুল পাপ" (১করি ১৫:৫৬)। যে খড়্গের হুলের দ্বারা মৃত্যু আমাদেরকে মারে, তা হল পাপ। যীশু মৃত্যুর কাছ থেকে তার ভয়ঙ্কর খড়্গ কেড়ে নিয়েছেন। তিনি তার প্রজাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে মৃত্যুর হুলকে ছিনিয়ে নিয়েছেন। ক্রুশের উপরে যীশুর প্রায়শ্চিত্তমূলক মৃত্যু, মৃত্যুর শক্তিহীন করেছে। এবং তাঁর পুনরুত্থানের দ্বারা তিনি মৃত্যুর শৃঙ্খল ভেঙ্গেছেন। তিনি এখন মৃত্যুভয়কারী পাপীদের বলতে পারেন, "ভয় করিও না, আমি প্রথম ও শেষ ও জীবন্ত; আমি মরিয়াছিলাম, আর দেখ, আমি যুগপর্যায়ের যুগে যুগে জীবন্ত; আর মৃত্যুর ও পাতালের চাবি আমার হস্তে আছে" (প্রকা ১:১৭-১৮)।

যীশু জীবন্ত। তাই, ক্রুশে মৃত্যুর দ্বারা তাঁর কাজ শেষ হয়ে যায়নি।

তিনি তাঁর কাজ করে চলেছেন। পুণ্য শুক্রবার এবং পুনরুত্থান রবিবারের মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে। পঞ্চাশত্তমীর দিনে তা পরিস্কারভাবে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। পুণ্য শুক্রবারের দিনে যারা চিৎকার করে বলেছিল, "ওকে ক্রুশে দাও", তাদের হৃদয়ে খোঁচা লেগেছিল এবং তারা বলেছিল, "আমরা কী করব?" যে যীশুকে তারা ক্রুশে দিয়েছিল, সেই যীশুর নামেই তারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে। যীশুর জীবিত থাকা প্রমাণিত হয়েছিল, কারণ পঞ্চাশত্তমীর দিনে যা ঘটেছিল তার জন্য পিতর পুনরুত্থিত যীশুকেই নির্দেশ করেছিল। তিনি বলেছিলেন, "অতএব তিনি ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উচ্চীকৃত হওয়াতে, এবং পিতার নিকট হইতে অঙ্গীকৃত পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হওয়াতে, এই যাহা তোমরা দেখিতেছ ও শুনিতেছ, তাহা তিনি সেচন করিলেন" (প্রেরিত ২:৩৩)। পুণ্য শুক্রবারে যে আশীর্বাদ যীশু অর্জন করেছিলেন, তা তিনি পুনরুত্থানের পরে প্রদান করলেন। মৃত যীশু তা করতে অসমর্থ। তাই যীশু জীবিত, এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা পৃথিবীতে যুক্ত আছেন! তিনি স্বর্গ থেকে কাজ করেন। তাঁর আত্মা এবং বাক্যের দ্বারা, সমস্ত ভাষা ও জাতি থেকে একটি মণ্ডলীকে তাঁর কাছে সংগ্রহ করেন। তিনি তাঁর কথা পূর্ণ করেন, "আমার আরও মেষ আছে, সে সকল এ খোঁয়াড়ের নয়; তাহাদিগকেও আমার

আনিতে হইবে, এবং তাহারা আমার রব শুনিবে, তাহাতে এক পাল, ও এক পালক হইবে” (যোহন ১০:১৬)।

তাঁর দ্বারা অর্জিত পরিত্রাণকে, তাঁর নিজের সকলের প্রতি প্রয়োগ করেন। ঈশতাত্ত্বিক ভাষায় এই সত্যকে আমরা এই বলে প্রকাশ করি যে, যীশু কেবল সংগ্রহের মধ্যস্থতাকারী নন, কিন্তু প্রয়োগেরও। এর অর্থ যীশু কেবলমাত্র পরিত্রাণ অর্জন করেননি, কিন্তু তিনি তাঁর প্রজাদেরকে পবিত্র আত্মা দ্বারা এই পরিত্রাণের অংশীদারও করেন। যীশু দ্বারা অর্জিত পরিত্রাণ কোনও আলমারিতে সুরক্ষিত করে রাখা নেই, বা দেখানোর জন্য কোনও বাক্সে রাখা নেই। এটি কোনও গুদামঘরে অব্যবহৃত অবস্থায়ও পড়ে নেই। যীশু তাঁর উপহার বণ্টন করার জন্য উঠেছেন। তিনি স্বর্গ থেকে পবিত্র আত্মা ও প্রচারিত বাক্যের দ্বারা, হারিয়ে যাওয়া পাপীদেরকে তাঁর পরিত্রাণের অংশীদার করেন।

তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে, এবং তাদের মধ্য দিয়ে মণ্ডলীকে আদেশ করেছেন, “আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার কর। যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রাণ পাইবে; কিন্তু যে অবিশ্বাস করে, তাহার দণ্ডাজ্ঞা করা যাইবে” (মার্ক ১৬:১৫-১৬)। প্রচারের মূর্খতা দ্বারা, তিনি সকল বিশ্বাসীদেরকে উদ্ধার করেন। বাক্যের পরিচর্যা এবং পবিত্র আত্মার কাজের দ্বারা, খ্রীস্ট তাঁর কাছে তাঁর মনোনীতদেরকে অনন্ত জীবনের জন্য সংগ্রহ করেন।

প্রিয় শ্রোতা, এটি যীশুর এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা তিনি পরিত্রাতা হিসাবে আমাদেরকে দেন। যীশু যে পরিত্রাণ অর্জন করেছেন, তার অংশীদার হওয়া ব্যক্তিগতভাবে আমাদের প্রত্যেকের কাছে কতখানি অপরিহার্য! যীশু পরিত্রাণ অর্জন করেছেন, আমরা যদি তার অংশীদার না হই, তাহলে তা জেনে আমাদের কী লাভ? খাবারের টেবিল সুস্বাদু খাবারে পূর্ণ থাকতে পারে, তবে কেবলমাত্র সেই খাবার খেলেই আমাদের খিদে মিটবে। জল আছে তা জানাই যথেষ্ট নয়। কেবলমাত্র জল পান করলে তবেই আমাদের তৃষ্ণা মিটবে। একইভাবে খ্রীস্টের পরিত্রাণের সাথেও এটি প্রযোজ্য। যীশু যে পরিত্রাণ অর্জন করেছেন, আমরা যেন অবশ্যই তার অধিকারভুক্ত হই।

প্রশ্ন হল, আমরা কি এই পরিত্রাণের অংশীদার হতে সক্ষম, বা পবিত্র আত্মার দ্বারা এই পরিত্রাণ প্রয়োগ করার জন্য আমাদের কি পুনরুত্থিত যীশুর প্রয়োজন? অনেকে বলে, “ঈশ্বর পাপীদেরকে রক্ষা করার জন্য তাঁর পুত্রকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়ে তাঁর ভূমিকা পালন করেছেন। যীশুও অনেকের মুক্তির মূল্যরূপে তাঁর আত্মা প্রদানের মাধ্যমে তাঁর ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি মৃত্যুকে, শয়তানকে ও তার রাজত্বকে জয় করেছেন। এখন আমাদেরকে আমাদের ভূমিকা পালন করতে হবে। বাকি অংশ আমাদেরকে করতে হবে”। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, পরিত্রাণের প্রয়োগ ঈশ্বরের কাজ নয়, কিন্তু আমাদের। এর সমস্ত কিছু নির্ভর করে মানুষ এই পরিত্রাণ গ্রহণ করবে কিনা সেই ইচ্ছার উপরে। সিদ্ধান্ত আমাদের হাতে। এই দৃষ্টিভঙ্গির অনুগামীরা বলে, “মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা আছে এবং তারা যীশুকে বিশ্বাস করবে কিনা, যীশুকে তাদের ব্যক্তিগত পরিত্রাতা হিসাবে গ্রহণ করবে নাকি বর্জন করবে, সেই সিদ্ধান্ত তারা নিতে পারে। সবই মানুষের নিজের হাতে ও ক্ষমতায় রয়েছে”। এখন এটা বাইবেলসম্মত যে, যীশু দ্বারা অর্জিত পরিত্রাণ, অবশ্যই বিশ্বাসের দ্বারা গ্রহণ করতে হবে। খ্রীস্টের উপর বিশ্বাস ব্যাতিরেকে একজনও পরিত্রাণ পাবে না। যীশু প্রচার করার আদেশ করেছেন, “যে অবিশ্বাস করে, তাহার দণ্ডাজ্ঞা করা যাইবে” (মার্ক ১৬:১৬)। এটাও বাইবেলসম্মত যে, “ঈশ্বর আজ্ঞা করেছেন, জীবন পাওয়ার জন্য আমরা যেন তাঁর একজাত পুত্রকে বিশ্বাস করি”। সুসমাচারের শ্রোতারও সুসমাচারের প্রতি দায়িত্ব থাকে। অবিশ্বাসের দোষ আমাদের নিজেদের দরজায় থাকে। আমাদের উপরে খ্রীস্টের রাজত্বকে অস্বীকার করা, অবিশ্বাসের জন্ম দেয়। অবিশ্বাস হল পাপ, এমনকি সবচেয়ে বড়ো পাপ এবং উৎসর্গীকৃত ক্ষমার প্রত্যাখ্যান।

যাই হোক না কেন, বিশ্বাস হল ঈশ্বরের উপহার এবং তা মানুষের অর্জিত বিষয় নয়। বিশ্বাস করা হল এক অনুগ্রহ। ঈশ্বর সবসময়ে প্রথম। ঈশ্বরের জন্য যদি আপনার কোনও আকাঙ্খা থাকে, এবং খ্রীস্টের ধার্মিকতার জন্য যদি আপনি ক্ষুধিত ও তৃষিত হন, তা ঈশ্বরই আপনার মধ্যে প্রদান করেন। যীশুতে বিশ্বাস এবং তাঁকে গ্রহণ করা, আমাদের কোনও ক্ষমতার বিষয় নয়। অনেকে দাবি করে যে,

পরিত্রাণ মানুষের বিশ্বাস করার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তারা এমনভাবে বলে যেন ঈশ্বরের হাত বাঁধা, এবং আমাদের সহযোগিতা ছাড়া তিনি কিছু করতে পারেন না। বাইবেল শিক্ষা দেয় যে, যীশুর দুঃখভোগ এবং মৃত্যু যদি মানুষের সহযোগিতা ও সদিচ্ছার উপর নির্ভর করত, তাহলে তাঁর দুঃখভোগ ও মৃত্যু বৃথা হত। মানুষ সম্পর্কে যীশু বলতে বাধ্য হয়েছেন, “আর তোমরা জীবন পাইবার নিমিত্ত আমার নিকটে আসিতে ইচ্ছা কর না” (যোহন ৫:৪০)। পতিত মানুষ খ্রীস্টকে বিশ্বাস করতে চায় না। তারা এমন একজন যীশুকে চায়, যিনি তাদেরকে স্বর্গে নিয়ে যাবেন, কিন্তু রাজা হিসাবে তিনি তাদের উপরে রাজত্ব করুন, তারা সেই যীশুকে চায় না। মানুষকে যদি ঈশ্বরের নির্দেশনার প্রথম পদক্ষেপ নিতে হত, তাহলে ঈশ্বরকে সর্বদা বৃথাই অপেক্ষা করতে হত।

পৃথিবীতে যীশুর আগমনের ফল যদি মানুষের গ্রহণ করার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হত, তাহলে পরিত্রাণ কতটা অনিশ্চিত হত! তাহলে ক্রুশে তাঁর বলিদান কতটা ফল বহন করে, তা যীশুকে অপেক্ষা করে দেখতে হত। তবে এইভাবে মশীহকে শাস্ত্রে উপস্থাপন করা হয়নি। যিশাইয় ভাববাদী গ্রন্থে আমরা দুঃখভোগকারী মশীহ সম্পর্কে পড়ি: “তাঁহার প্রাণ যখন দোষার্থক বলি উৎসর্গ করিবে, তখন তিনি আপন বংশ দেখিবেন” (যিশা ৫৩:১০)। যীশু জানতেন যে তাঁর পরিশ্রম ফল বহন করবে, এই ফলপ্রসূতা মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়। এ বিষয়ে ঈশ্বর দেখবেন। যখন অনেকে যীশুকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, যীশুকে নিজেকে এইভাবে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, “পিতা যে সমস্ত আমাকে দেন, সে সমস্ত আমারই কাছে আসিবে” (যোহন ৬:৩৭)।

যীশু জীবিত এবং তিনি কাজ করছেন! তিনি কেবলমাত্রর পাপের জন্য ক্রুশের উপর প্রায়শ্চিত্ত করেননি, পাশাপাশি পবিত্র আত্মা ও বাক্যের দ্বারা তিনি মানুষদের হৃদয়ে অনুতাপ ও বিশ্বাসের কাজের জন্য মৃতদের মধ্য থেকে উঠেছেন। পুনরুত্থিত যীশু সম্পর্কে পিতর বলেন, “আর তাঁহাকেই ঈশ্বর অধিপতি ও ত্রাণকর্তা করিয়া আপন দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উন্নত করিয়াছেন, যেন ইস্রায়েলকে মন-পরিবর্তন ও পাপমোচন দান করেন” (প্রেরিত ৫:৩১)। তিনি পাপীদেরকে তাঁর অর্জিত পরিত্রাণের অংশীদার করেন, তাঁর পুনরুত্থানের ক্ষমতায় তাদেরকে নতুন জীবন দেন, এবং পাপ ও শয়তানের বন্ধন ছিন্ন করেন। তিনি তাদের হৃদয়ে পাপের জন্য দুঃখ এবং একই সাথে তাঁর নামে বিশ্বাসের জন্য কাজ করেন। তিনি যা বলেছিলেন তা পূর্ণ করেন, “আর আমি ভূতল হইতে উচ্চীকৃত হইলে সকলকে আমার নিকটে আকর্ষণ করিব” (যোহন ১২:৩২)।

প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র

রেভা. কর্ণেলিস হ্যারিঙ্ক

প্রতিলিপি – বক্তৃতা ৭

নিবন্ধ ৬: খ্রীস্টের মহিমান্বিতকরণ

প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রের ৬ নং নিবন্ধটি এই বিষয় বলে: "স্বর্গে আরোহণ করিলেন, এবং সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া আছেন"। যীশু স্বর্গে আরোহণ করেছেন। যীশুর স্বর্গারোহণ এবং পিতা ঈশ্বরের দক্ষিণ পাশে তাঁর অধিবেশন সাধারণত তাঁর জন্ম, মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের থেকে কম মনোযোগ পায়। আমাদের চোখে খ্রীস্টের জন্ম, মৃত্যু এবং পুনরুত্থান তাঁর স্বর্গারোহণের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যীশুর স্বর্গারোহণ ও ঈশ্বরের দক্ষিণে তাঁর অধিবেশনকে বাদ দিলে, বড়দিন, পুণ্য শুক্রবার এবং পুনরুত্থান রবিবার তাদের অর্থ হারাবে। যীশুর স্বর্গারোহণ এবং ঈশ্বরের দক্ষিণে তাঁর উপবেশন হল বাস্তব প্রমাণ যে, যীশু যে সমস্ত কিছু করেছেন তা পিতা ঈশ্বর গ্রহণ করেছেন। এটা ঠিক যেন পিতা ঈশ্বর বলছেন, "আমার পুত্র, তুমি খুব ভালো করেছ। এস, আমার সিংহাসনের দক্ষিণে বস"।

পুনরুত্থানের পর যীশু ৪০ দিন পৃথিবীতে ছিলেন। এই দিনগুলিতে তিনি বারংবার তাঁর শিষ্যদের দেখা দিয়েছেন। লুক বলেছে যে তিনি তাদের সাথে "ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় নানা কথা বলিলেন" (প্রেরিত ১:৩)। তিনি হঠাৎ দেখা দিলেন, এবং তারপর আবার অদৃশ্য হয়ে গেলেন। যীশুর পুনরুত্থানের দেহ অন্য গুণাবলী ছিল। পুনরুত্থানের পর যীশু যে দেহ তাঁর শিষ্যদের দেখিয়েছেন, তা সেই একই দেহ যা ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, মরেছিল এবং কবর দেওয়া হয়েছিল। প্রমাণস্বরূপ যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে পেরেকের চিহ্ন দেখিয়েছেন, যা দিয়ে তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছিল। তবুও, আমরা যে সমস্ত নিয়মের সাথে পরিচিত, তাঁর দেহ সেই নিয়মগুলির বাইরে ছিল। সেটা এক মহিমান্বিত দেহ ছিল, যে দেহ আমাদের সমস্ত দুর্বলতা থেকে মুক্ত, এক দেহ যা স্বর্গীয় স্থানের জন্য উপযুক্ত। সেটি তার গুণাবলীতে পরিবর্তিত হয়েছিল, দুর্বল ও নশ্বরের পরিবর্তে মহিমান্বিত ও অবিনশ্বর হয়ে উঠেছিল।

বাইবেল শিক্ষা দেয় যে, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হওয়ার পর, বিশ্বাসীরা যীশুর মতো মহিমান্বিত দেহ ধারণ করবে। ফিলিপীয় ৩:২১ পদে পৌল বলেছেন, "তিনি আমাদের দীনতার দেহকে রূপান্তর করিয়া নিজ প্রতাপের দেহের সমরূপ করিবেন"। সেটা কেমন মহিমা হবে? তাবোর পর্বতে শিষ্যরা যা দেখেছিল, তা থেকে আমরা সেই মহিমা সম্পর্কে কিছু ধারণা করতে পারি। তারা যীশুকে দেখেছিল, যাঁর "তাঁহার মুখের দৃশ্য অন্যরূপ হইল, এবং তাঁহার বস্ত্র শুভ্র ও চাক্‌চক্যময় হইল" (লুক ৯:২৯)। আর মোশি ও এলিয়ও মহিমান্বিত দেহে দেখা দিয়েছিলেন। আমাদের দুর্বল দেহ মহিমান্বিত দেহে পরিণত হবে। পৌল এটিকে স্বর্গীয় দেহ বলেছেন। ১করিন্থীয় ১৫:৪৯ পদে তিনি বলেছেন, "আর আমরা যেমন সেই মৃন্ময়ের প্রতিমূর্তি ধারণ করিয়াছি, তেমনি সেই স্বর্গীয় ব্যক্তির প্রতিমূর্তিও ধারণ করিব"। বিশ্বাসীদের দেহ এখন যেমন আছে, তখন তেমন থাকবে না। সেটি একই দেহ থাকবে, কিন্তু অন্য গুণাবলীসম্পন্ন। বিশ্বাসীদের পুনরুত্থিত দেহ খ্রীস্টের পুনরুত্থিত ও মহিমান্বিত দেহের মতো হবে। আমাদের দেহগুলিকে অমর ও অবিনশ্বর হতে হয়, তাহলে সেগুলির অবশ্যই পরিবর্তন হতে হবে। আমাদের কাছে এখনও অনেক কিছু লুকানো আছে, কিন্তু তা এমন এক দেহ হবে যা স্বর্গীয় মহিমায় থাকতে পারবে।

খ্রীস্টের পুনরুত্থান ও তাঁর স্বর্গারোহণের মধ্যবর্তী দিনগুলি শিষ্যদের কাছে অপূর্ব দিন ছিল। প্রথমত, যীশু তাঁর পুনরুত্থানের বাস্তবতাকে নিশ্চিত করেছেন। লুক বলেছেন, "আপন দুঃখভোগের পরে তিনি অনেক প্রমাণ দ্বারা তাঁহাদের নিকটে আপনাকে জীবিত দেখাইলেন" (প্রেরিত ১:৩)। যীশু,

যিনি মরেছিলেন এবং কবরপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তিনি তাঁর শিষ্যদের ছোট ছোট দলের কাছে নিজেকে দেখা দিয়েছিলেন। তিনি প্রতিদিন তাদেরকে দেখা দেননি, কিন্তু মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছিলেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন জায়গায় এবং বিভিন্ন ঘটনার সময়ে দেখা দিয়েছিলেন। যীশুর সাথে দৈনন্দিন কথাবার্তা, মাঝেমধ্যের উপস্থিতিতে পরিবর্তিত হয়েছিল, যার মধ্যে অনেক বিরাম ছিল। সেইজন্য তারা যীশুর প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত ছিল। এই উপস্থিতিগুলি নিশ্চয়ই যীশুর শিষ্যদের উপরে অদম্য ছাপ ফেলেছিল! তারা জীবিত যীশু, পুনরুত্থিত খ্রীস্ট, যিনি মৃত্যুকে জয় করেছিলেন, তাঁর সাথে দেখা করেছিল। তিনি তাদের মাঝখানে জীবন্ত হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন।

তাঁর পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের মধ্যবর্তী ৪০ দিনে যীশুর প্রাথমিক কাজ ছিল তাঁর শিষ্যদেরকে নির্দেশ দেওয়া। যে বিষয়টি জোরের সাথে বলা হয়েছে তা হল, তিনি তাদেরকে "ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় নানা কথা বলিলেন" (প্রেরিত ১:৩)। যীশু প্রায়ই তাদেরকে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে বলতেন। তিনি তাদেরকে স্বর্গরাজ্যের চাবির কথা বলেছেন, যা তারা গ্রহণ করবে, এবং তিনি তাদেরকে সেই দিনের কথা বলেছেন, যেদিন তারা তাঁর রাজ্যে সিংহাসনে বসবে। এমনকি শেষ ভোজে, তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, তিনি তাঁর পিতার রাজ্যে পরবর্তী দ্রাক্ষারস পান করবেন।

যীশুর শিক্ষায় ঈশ্বরের রাজ্য ছিল এক বিশিষ্ট বিষয়। চারটি সুসমাচারে যীশু ৬০ বারের ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে বলেছেন। শিষ্যরা সেটিকে জাগতিক রাজ্য হিসাবে ভেবেছিল – এমন রাজ্য, যা দায়ূদ ও শলোমনের রাজ্যের থেকেও বেশি গৌরবময়। তাদের সময়ে অনেক যিহূদী বিশ্বাস করত যে, মশীহের আগমনে একটি শান্তির রাজ্য স্থাপিত হবে, যেখানে মশীহ তাদের তাদের রাজা হিসাবে সিংহাসনে বসবেন, এবং আন্তর্জাতিক স্তরে ইস্রায়েল এক বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। যদিও এই স্বপ্ন পূরণ হয়নি।

যীশুর মৃত্যু শিষ্যদেরকে মশীহের রাজত্ব স্থাপনের বিষয়কে বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল। ঈশ্বরের রাজ্য আগমন সম্পর্কে তাদের আশা, ক্রুশের উপর যীশুর মৃত্যু দ্বারা ভেঙ্গে গিয়েছিল। যীশুর পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের মধ্যবর্তী ৪০ দিনে, ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে তাদের মাংসিক ও ভুল চিন্তাধারাকে যীশু সংশোধন করেছিলেন। তিনি তাদের কাছে মশীহের রাজ্যের প্রকৃত প্রকৃতি তুলে ধরেছিলেন। সেটা এক আত্মিক রাজ্য হবে। পাপীদের হৃদয়ে যীশু তাঁর সিংহাসন স্থাপন করবেন, এবং জগতের শেষ লগ্নে তাঁর রাজ্যের সম্পূর্ণ উপলব্ধি আসবে।

প্রথমত, তিনি তাদের কাছে এটা পরিস্কার করেছেন যে, তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান ঈশ্বরের রাজ্যের আগমনের জন্য অপরিহার্য ছিল। আর তাই ইম্মায়ূর পথে হেঁটে যাওয়া দু'জনকে তিনি বলেছিলেন, "খ্রীস্টের কি আবশ্যক ছিল না যে, এই সমস্ত দুঃখভোগ করেন ও আপন প্রতাপে প্রবেশ করেন?" (লুক ২৪:২৬)। তিনি তাদেরকে তাঁর প্রায়শ্চিতমূলক মৃত্যুর প্রয়োজনীয়তা দেখিয়েছিলেন। মশীহ পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করা পর্যন্ত, শয়তানের মাথা চূর্ণ না করা পর্যন্ত, এবং মৃত্যুকে জয় না করা পর্যন্ত ঈশ্বরের রাজ্য আসবে না। মশীহ সম্পর্কে এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, তিনি প্রথমে তাঁর আত্মাকে পাপের মুক্তিপণ হিসাবে দেবেন, এবং তিনি মৃতদের মধ্য থেকে উঠবেন, এবং তাঁর প্রায়শ্চিত্তমূলক মৃত্যুর ফল দেখবেন। মশীহ সম্পর্কে যিশাইয় ভাববাদী বলেছেন, "তাঁহার প্রাণ যখন দোষার্থক বলি উৎসর্গ করিবে, তখন তিনি আপন বংশ দিখেবন, দীর্ঘায়ু হইবেন, এবং তাঁহার হস্তে সদাপ্রভুর মনোরথ সিদ্ধ হইবে" (যিশা ৫৩:১০)। যীশু তাদরেক সমগ্র জগতে কাছে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার ও তাঁর সাক্ষী হওয়ার আহ্বান সম্পর্কেও মনে করিয়ে দিয়েছেন। তিনি তাদেরকে বলেছেন যে, সমুদয় জাতি সুসমাচার শোনার পর এই রাজ্য আসবে: "আর সর্বজাতির কাছে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত রাজ্যের এই সুসমাচার সমুদয় জগতে প্রচার করা যাইবে; আর তখন শেষ উপস্থিত হইবে" (মথি ২৪:১৪)।

পুনরুত্থানের পর যীশু তাঁর শিষ্যদের সাথে যে কথোকপকথন করেছিলেন, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, মশীহের রাজ্য সম্পর্কে যীশু তাদের মাংসিক চিন্তা-ভাবনাকে সংশোধন করেছিলেন। ৪০ দিন ধরে তারা ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে শিক্ষা পেয়েছিল। ঈশ্বর সম্পর্কে কত সূক্ষ্মদৃষ্টি তারা লাভ করেছিল! তাঁর পুনরুত্থান এবং স্বর্গারোহণের মধ্যবর্তী ৪০ দিন শিষ্যদের কাছে একটা বড়ো

সেমিনারের মতো ছিল, যে সময়ে তারা অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ পেয়েছিল। তাদের জন্য সমস্ত কিছু ধাপে ধাপে হয়েছিল। এটি তাদেরকে যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সাক্ষী হতে, এবং জগতের কাছে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে প্রচার করতে উপযুক্ত করে তুলেছিল।

৪০ দিন পর যীশু স্বর্গারোহণ করেন। লুক বলেছেন যে, যীশু "তিনি তাঁহাদের সঙ্গে সমবেত হইয়া" (প্রেরিত ১:৪)। প্রভু শেষবারের মতো তাঁর শিষ্যদের সাথে পৃথিবীতে সমবেত হয়েছিলেন। যীশু পৃথিবীতে তাঁর শেষ দিনে, তাঁর শিষ্যদেরকে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে বলেছেন, তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, "অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর; আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও" (মথি ২৮:১৯-২০)। এই নির্দেশ দানের পর, যীশু তাদের সামনে থেকে জৈতুন পর্বতে গেলেন। যে মহান বিষয় ঘটতে চলেছিল, তা শিষ্যরা বুঝতে পেরেছিল। এটি তাদেরকে যীশুকে প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করেছিল, "প্রভু, আপনি কি এই সময়ে ইস্রায়েলের হাতে রাজ্য ফিরাইয়া আনিবেন?" (প্রেরিত ১:৬)। তাদেরকে দেখে মনে হচ্ছিল, তারা তখনও ইস্রায়েলের মধ্যে সীমাবদ্ধ পার্থিব রাজ্যের ধারণাকে আঁকড়ে ছিল। যাই হোক না কেন, এই প্রশ্নের মধ্যে এটা প্রতিধ্বনিত হয় যে, মশীহের রাজত্ব সম্পর্কে ভাববাদীরা যে সমস্ত মহিমার বিষয় বলেছেন, সেগুলি পূর্ণ হবে। এটা দেখায় যে, শিষ্যরা কতটা তীব্রভাবে ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার আশা করেছিল। তারা জিজ্ঞাসা করছিল, ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে ভাববাদীরা যা বলেছেন, এবং যীশু তাদেরকে যা বলেছেন, তা কি এখন ঘটবে কিনা। এটাই কি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত রাজ্যের সূচনার মুহূর্ত হবে, এবং ইস্রায়েল কি তার অবনমিত অবস্থা থেকে উঠে আসবে?

এই প্রশ্নের জন্য যীশু তাদের তিরস্কার করেছিলেন। ইস্রায়েলের পুনরুদ্ধার, এবং ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে ভাববাণীগুলির পরিপূর্ণতার আশা করার জন্য তিনি তাদের তিরস্কার করেননি। কখন এবং কীভাবে তা ঘটবে, তা জানতে চাওয়ার জন্য তিনি তাদের তিরস্কার করেছিলেন। তিনি তাদের বললেন, "যে সকল সময় কি কাল পিতা নিজ কর্তৃত্বের অধীন রাখিয়াছেন, তাহা তোমাদের জানিবার বিষয় নয়" (প্রেরিত ১:৭)। ইতিহাসের অগ্রগতি, এবং ইস্রায়েলের পুনরুদ্ধারের প্রকৃত মুহূর্তের বিষয়ে তারা যেন ঈশ্বরের উপরে "সেই সময়কে" ছেড়ে দেয়। ইস্রায়েলের পুনরুদ্ধার এবং ভাববাণী সম্পর্কে তাদের কৌতূহলকে সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে, যে কাজের জন্য তাদেরকে আহ্বান করা হয়েছে, সেই বিষয়ে তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, "কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসিলে তোমরা শক্তিপ্রাপ্ত হইবে; আর তোমরা জেরুশালেমে, সমুদয় যিহূদীয়া ও শমরিয়া দেশে, এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত আমার সাক্ষী হইবে" (প্রেরিত ১:৮)। তারা সমুদয় জগতের কাছে সাক্ষী হবে এবং যীশু খ্রীস্টের প্রায়শ্চিত্তমূলক মৃত্যু ও মহিমান্বিত পুনরুত্থানের বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে। তাদের কাজ ইস্রায়েলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। মহান আদেশ হল, "তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার কর" (মার্ক ১৬:১৫)। তাঁর বাক্যে বাধ্য থেকে, তাদেরকে সুসমাচারের জাল বিভিন্ন জাতির সমুদ্রে ফেলতে হবে, যেমন কিছুদিন আগেই অলৌকিকভাবে মাছ ধরার মধ্য দিয়ে হয়েছিল।

এইভাবে যীশু, পৃথিবীতে তাঁর শেষ দিন পর্যন্ত, ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই চূড়ান্ত নির্দেশনার পর, শিষ্যদেরকে আশীর্বাদ করার জন্য যীশু তাঁর হাত তুললেন, এবং স্বর্গে চলে গেলেন। খ্রীস্টের স্বর্গারোহণকে লুক সহজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন: "পরে এইরূপ হইল, তিনি আশীর্বাদ করিতে করিতে তাঁহাদের হইতে পৃথক হইলেন, এবং ঊর্দ্ধে, স্বর্গে নীত হইতে লাগিলেন" (লুক ২৪:৫১)। প্রেরিতদের পুস্তকে লুক যোগ করেছেন, "তিনি তাঁহাদের দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধে নীত হইলেন" (প্রেরিত ১:৯)। শিষ্যদের চোখের সামনে যা ঘটেছিল, তা অল্প কথায় আমাদেরকে বলা হয়েছে। তবে, এটা নিশ্চয়ই তাদের উপরে গভীর ছাপ ফেলেছিল! যীশুকে উপরে তুলে নেওয়া হয়। তাঁর দেহ পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তিনি উঁচুতে, আরও উঁচুতে উঠতে থাকেন, যতক্ষণ না একটা মেঘ তাঁকে তাদের চোখের আড়ালে নিয়ে গেল। কী অবর্ণনীয় ও বিস্ময়কর ঘটনা! শিষ্যরা এই অলৌকিক ঘটনা দেখতে অভ্যস্ত ছিল। বিস্ময়কর ঘটনা তাদের কাছে কোনও রহস্যের বিষয় ছিল না। তারা

যীশুকে অগণিত অলৌকিক কাজ করতে দেখেছে। এমনকি তারা যীশুকে মৃতকেও উঠাতে দেখেছে। তবে এখন তারা যা দেখল, তা তাদেরকে বিস্ময়ে পূর্ণ করল।

তারা যীশুর পা'কে পৃথিবী থেকে উঠতে দেখল, এবং তাঁর শরীর উঁচু, আরও উঁচুতে উঠতে দেখল, যতক্ষণ না একটা মেঘ তাদের দৃষ্টিকে ঢেকে দিল। এটা বলা হয়েছে, "এবং একখানি মেঘ তাঁহাদের দৃষ্টিপথ হইতে তাঁহাকে গ্রহণ করিল" (প্রেরিত ১:৯)। যীশুর স্বর্গারোহণ ছিল প্রকৃত ও বাস্তব স্বর্গারোহণ। জৈতুন পর্বত থেকে যীশু স্বর্গের স্বর্গে প্রবেশ করলেন। এটা একটা দৃশ্যনীয় ঘটনা ছিল, কারণ শিষ্যরা তাদের চোখের সামনে তা হতে দেখেছিল। এটা কোনও দর্শন বা স্বপ্নের মাধ্যমে ঘটেনি, পরিবর্তে যখন তারা তাঁর সঙ্গে জৈতুন পর্বতে ছিল, তখন ঘটেছিল। তাদের মাংসিক চোখ দিয়ে তারা তাঁকে স্বর্গে উঠতে দেখেছিল। এটি এক লক্ষ্যণীয় ও স্বর্গে শারীরিক আরোহণ ছিল। যীশু তাঁর মানবিক দেহ নিয়ে স্বর্গে উঠেছিলেন।

যীশু কোথায় গিয়েছেন, তা শিষ্যরা বুঝতে পেরেছিল। তিনি তাঁর পিতার কাছে ফিরে গিয়েছেন। তারা জানত যে, পিতা ঈশ্বর তাঁকে এই জগতে একটা কাজ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, এবং তারা বুঝল যে, তাঁর কাজ এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। লুক আমাদেরকে বলে, "আর তাঁহারা মহানন্দে জেরুশালেমে ফিরিয়া গেলেন; এবং নিরন্তর ধর্মধামে থাকিয়া ঈশ্বেরর ধন্যবাদ করিতে থাকিলেন!"

যীশুকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হয়। এটি তাঁর পার্থিব কাজের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছানো। তিনি তাঁর কাজ শেষ করেছেন। পুনর্মিলন করা হয়েছে; মৃত্যু এবং নরকের উপর জয়লাভ করা হয়েছে। যীশুর বলিদানমূলক মৃত্যুর দ্বারা শয়তান মনোনীতদের উপর থেকে সমস্ত দাবি হারিয়েছে। যীশুর প্রায়শ্চিত্তমূলক মৃত্যু তার মাথাকে চূর্ণ করেছে এবং শক্তিকে ভেঙ্গে দিয়েছে। যীশুর শিষ্যদেরকে ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এবং যীশু তাদেরকে তাঁর সাক্ষী হওয়ার জন্য প্রস্তুত করেছেন। তাদেরকে সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা দিতে, সান্ত্বনা দিতে, এবং তাদের সঙ্গে অনন্তকাল বাস করার জন্য পবিত্র আত্মা আসবেন। তাদের পরিচর্যা কাজের মধ্য দিয়ে, যীশু সমস্ত জাতির মধ্যে ঈশ্বরের অনুগ্রহের রাজ্য স্থাপন করবেন।

বাইবেল বলে যে, যীশু এখন ঈশ্বরের দক্ষিণে বসে আছেন। মার্ক বলেছেন, "তাঁহাদের সহিত কথা কহিবার পর প্রভু যীশু ঊর্দ্ধে, স্বর্গে গৃহীত হইলেন, এবং ঈশ্বরের দক্ষিণে বসিলেন" (মার্ক ১৬:১৯)। এর অর্থ কী? দক্ষিণ দিক হল সম্মান, আনুকূল্য ও ক্ষমতার স্থান। রাজার দক্ষিণে যিনি বসেন, তিনি রাজার বিশেষ প্রিয় ব্যক্তি। তিনি রাজার সম্মান, ক্ষমতা এবং মহিমার অংশীদার। যীশুর স্বর্গে সেই স্থান গ্রহণ করেছেন। পিতা ঈশ্বর তাঁকে বলেছেন, "তুমি আমার দক্ষিণে বস" (গীত ১১০:১)। প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র কেবলমাত্র বলে না যে, যীশু ঈশ্বরের দক্ষিণে বসে আছেন, পাশাপাশি এও বলে, "সর্বশক্তিমান পিতার পাশে"। যীশু সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ক্ষমতা ও মহিমার অংশীদার। এইভাবে গীতসংহিতা ১১০-এ মশীহ সম্পর্কে ভাববাণীর পূর্ণতা হয়েছে: "সদাপ্রভু আমার প্রভুকে বলেন, তুমি আমার দক্ষিণে বস, যাবৎ আমি তোমার শত্রুগণকে তোমার পাদপীঠ না করি" (গীত ১১০:১)।

স্বর্গারোহণ পিতার কাছে যীশুর প্রত্যাগমনকে চিহ্নিত করে, যিনি তাঁকে ঈশ্বরের মুক্তির উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য জগতে পাঠিয়েছিলেন। ঈশ্বর তাঁর মণ্ডলীকে খ্রীস্টের মধ্যস্থতাকারী কাজের মাধ্যমে ধ্বংস থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্য করেছিলেন। পিতার কাছ থেকে তিনি যে কাজ পেয়েছিলেন, সেই কাজের বিষয়ে যীশু বারে বারে বলেছেন। তিনি বলেছেন, "পিতা আমাকে এইজন্য প্রেম করেন, কারণ আমি আপন প্রাণ সমর্পণ করি, যেন পুনরায় তাহা গ্রহণ করি। কেহ আমা হইতে তাহা হরণ করে না, বরং আমি আপনা হইতেই তাহা সমর্পণ করি। তাহা সমর্পণ করিতে আমার ক্ষমতা আছে; এবং পুনরায় তাহা গ্রহণ করিতেও আমার ক্ষমতা আছে; এই আদেশ আমি আপন পিতা হইতে পাইয়াছি" (যোহন ১০:১৭-১৮)। যীশু এখন তাঁর কাজ সম্পন্ন করেছেন। তিনি তাঁর পিতাকে বলতে পারেন, "তুমি আমাকে যে কার্য করিতে দিয়াছ, তাহা সমাপ্ত করিয়া আমি পৃথিবীতে তোমাকে মহিমান্বিত করিয়াছি" (যোহন ১৭:৪)। অতএব, স্বর্গীয় স্থানে তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর, পিতা ঈশ্বর তাঁকে সম্মান ও মহিমার মুকুট পরিয়ে বলেন, "আমার দক্ষিণে বস"। খ্রীস্ট, যাঁকে পৃথিবীতে তুচ্ছ করা হয়েছিল এবং ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল,

এখন স্বর্গে সম্মান ও মহিমার মুকুটে বিভূষিত। এখন সেখানে উপহাস বা তিরস্কার নেই, অপমান বা প্রত্যাখ্যান নেই, দুঃখ বা পরিত্যক্ততা নেই, পরিবর্তে সম্মান এবং মহিমা।

যীশু ঈশ্বরের দক্ষিণে বসে আছেন। এখানে বসার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। ঈশ্বরের মহিমা এবং মনোনীতদের পরিত্রাণ সুরক্ষিত হয়েছে। যীশু এখন বসতে পারেন। যীশু এখন সিংহাসনের উপরে রাজা হিসাবে বসতে পারেন। যদিও তিনি সবসময়ই রাজা, কিন্তু তিনি এখন এক নতুন উপায়ে, মণ্ডলীর প্রতিনিধি হিসাবে রাজা। যীশু এখন মানব-প্রকৃতিতে, স্বর্গের সিংহাসনে বসে আছেন। সমস্ত অবনমন, দুর্বলতা, দুঃখভোগ এবং ব্যাথা তিনি দূরে সরিয়ে দিয়েছেন, এবং স্বর্গে এখন তাঁকে সম্মান ও মহিমার মুকুট পরানো হয়েছে। যীশুর প্রায়শ্চিত্তমূলক দুঃখ ও মৃত্যুর উপরে তাঁর মহিমান্বিতকরণ হল সেই মুকুট। এটা বলা হয়, “ইনি পাপ ধৌত করিয়া ঊর্দ্ধলোকে মহিমার দক্ষিণে উপবিষ্ট হইলেন” (ইব্রীয় ১:৩)।

পৃথিবীতে তাঁর মণ্ডলীর ভালোর জন্য যীশু এখন স্বর্গে আছেন। অনেক সময় আমরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে পারি, “যীশু যদি পৃথিবীতে থাকতেন!” আমরা মনে করি যে, এতে বিষয়গুলি সহজ হয়ে যাবে। স্বর্গারোহণের দ্বারা যীশু পৃথিবীতে তাঁর মণ্ডলী থেকে নিজেকে ছিন্ন করেছেন, এবং মণ্ডলীকে এক বিপজ্জনক ও পাপপূর্ণ পৃথিবীতে ছেড়ে দিয়েছেন, যেন সে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। তিনি যদি পৃথিবীতে তাঁর মণ্ডলীর সাথে থাকতেন, সে বিষয়টাকে আমরা ভালো মনে করব। অবশ্য যীশু তাঁর শিষ্যদের সুবিধার কথা চিন্তা করে বলেছিলেন, স্বর্গে তাঁর পিতার কাছে তাঁকে ফিরতে হবে। তিনি বলেছেন, “আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভালো, কারণ আমি না গেলে, সেই সহায় তোমাদের নিকটে আসিবেন না; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব” (যোহন ১৬:৭)।

পঞ্চাশত্তমীর দিনে পবিত্র আত্মার অবতরণ হল, যীশুর স্বর্গারোহণ থেকে সঞ্চিত এক সমৃদ্ধ আশীর্বাদ। ভাববাদীরা ভাববাণী করেছিলেন যে, মশীহের সময়ে প্রচুর পরিমাণে পবিত্র আত্মার অবতরণ ঘটবে। যে দেওয়াল যিহূদী এবং পরজাতিদের আলাদা করে রেখেছে, তা সরিয়ে দেওয়া হবে, এবং সমস্ত মানুষের উপরে আত্মা বর্ষিত হবে। যোয়েল ভাববাদী ভাববাণী করেছিলেন, “আর তৎপরে এইরূপ ঘটিবে, আমি মর্ত্যমাত্রের উপরে আমার আত্মা সেচন করিব” (যোয়েল ২:২৮)। সেই প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা ছিল পিতার কাছে যীশুর প্রত্যাবর্তন এবং তাঁর মুক্তির কাজের সমাপ্তি ।

যীশু ক্রমাগতভাবে তাঁর কাজ স্বর্গ থেকে করে চলেছেন। তাঁর বাক্য ও আত্মার দ্বারা তিনি “সমস্ত জাতি ও ভাষা” থেকে তাঁর নিজের কাছে একটি মণ্ডলীকে সংগ্রহ করে চলেছেন (প্রকা ৭:৯)। তাঁর পরিচর্যা এখন আকারে বিশ্বব্যাপী হয়ে উঠেছে। যে প্রতিজ্ঞা অব্রাহামকে করা হয়েছিল, তা পূর্ণ হয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত জাতি মশীহের পরিত্রাণের অংশীদার হবে, যেমন ঈশ্বর অব্রাহামকে বলেছিলেন, “আর তোমার বংশে পৃথিবীর সকল জাতি আশীর্বাদপ্রাপ্ত হইবে” (আদি ২২:১৮)। তাঁর স্বর্গারোহণের দ্বারা, যীশু আমাদের মানব প্রকৃতিকে স্বর্গে নিয়ে গেছেন। প্রেরিতশিষ্য বলেছেন যে, বিশ্বাসীদেরকে ইতিমধ্যেই স্বর্গে স্থান দেওয়া হয়েছে, তাদের প্রধান ও প্রতিনিধি হিসাবে যীশু খ্রীস্টেতে। এটি ইফিষীয় ২:৬ পদে বলা হয়েছে, “তিনি খ্রীস্ট যীশুতে আমাদিগকে তাঁহার সহিত উঠাইলেন ও তাঁহার সহিত স্বর্গীয় স্থানে বসাইলেন”। যীশু ইতিমধ্যেই তাদের হয়ে স্বর্গে স্থান গ্রহণ করেছেন, এবং তিনি তাঁর প্রজাদের প্রতিজ্ঞা করেছেন, “কেননা আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি” (যোহন ১৪:২)।

যীশু এখন স্বর্গে আছেন। এবং কেমনভাবে তিনি সেখানে আছেন? তিনি সেখানে পৃথিবীতে তাঁর মণ্ডলীর মধ্যস্থতাকারী ও উকিল হিসাবে আছেন। পৌল বলেছেন, “তিনিই ঈশ্বরের দক্ষিণে আছেন, আবার আমাদের পক্ষে অনুরোধ করিতেছেন” (রোমীয় ৮:৩৪)। সর্বোচ্চ আদালতে, ঈশ্বরের সন্তানদের কাছে পিতার সাথে একজন উকিল আছেন, যেখানে ঈশ্বর তাঁর সিংহাসনে বসে আছেন, যেখান থেকে সমস্ত বিষয় নিয়ন্ত্রণ করা হয়। খ্রীস্ট স্বর্গে তাঁর মণ্ডলীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন। প্রেরিতশিষ্য বলেছেন, “যিনি ঈশ্বরের দক্ষিণে আছেন, যিনি আমাদের পক্ষে মধ্যস্থতা করেন”, এবং তাঁর প্রায়শ্চিত্ত বলিদান তাঁর দাবিকে অনুমোদন করে।

যোহন ১৭:১১ পদে আমরা তাঁকে প্রার্থনা করতে দেখি, “পবিত্র পিতঃ, তোমার নামে তাহাদিগকে রক্ষা কর—যে নাম তুমি আমাকে দিয়াছ”, এবং তিনি এখন স্বর্গে প্রার্থনা করছেন। তিনি যা প্রতিজ্ঞা

করেছিলেন, তা পূর্ণ করে চলেছেন: “আর পাতালের পুরদ্বার সকল তাহার বিপক্ষে প্রবল হইবে না” (মথি ১৬:১৮)। পৃথিবীতে বিশ্বাসীদের কাছে এই সান্ত্বনা কতটাই না মূল্যবান! জগৎ, শয়তান এবং পাপপূর্ণ মাংসের সাথে তাদের যুদ্ধে, তারা জানতে পারে যে, যীশু তাদের জন্য প্রার্থনা করছেন। পিতরের কাছে করা প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী তিনি তাদের জন্য প্রার্থনা করছেন, “শিমোন, শিমোন, দেখ, গোমের ন্যায় চালিবার জন্য শয়তান তোমাদিগকে আপনার বলিয়া চাহিয়াছে; কিন্তু আমি তোমার নিমিত্ত বিনতি করিয়াছি, যেন তোমার বিশ্বাসের লোপ না হয়” (লুক ২২:৩১-৩২)। যখন তারা হোঁচট খেয়ে পাপের মধ্যে পড়ে, তাতে হতাশ হওয়ার দরকার নেই, কারণ প্রেরিতশিষ্য যোহন যা বলেছেন, তা তাদের মনে রাখা উচিত, “আর যদি কেহ পাপ করে, তবে পিতার কাছে আমাদের এক সহায় আছেন, তিনি ধার্মিক যীশু খ্রীস্ট। আর তিনিই আমাদের পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত” (১যোহন ২:১-২)।

যীশু স্বর্গে উঠেছেন এবং এখন ঈশ্বরের দক্ষিণে অধিষ্ঠিত। তাঁর মানবত্বের দিক থেকে তিনি তাঁর মণ্ডলীর কাছে নেই, দূরে আছেন। মহিমান্বিত মনুষ্যপুত্র হিসাবে, যীশু এখন স্বর্গীয় মহিমায় আছেন। কিন্তু তাঁর ঈশ্বরত্বে, তিনি এখনও পৃথিবীতে তাঁর মণ্ডলীর সাতে আছেন। স্বর্গে যাওয়ার আগে তিনি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তা তিনি পূর্ণ করেন: “আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি” (মথি ২৮:২০)। পবিত্র আত্মার মাধ্যমে যীশু সর্বদা পৃথিবীতে তাঁর মণ্ডলীর সাথে আছেন। পবিত্র আত্মা, আর এক সান্ত্বনাকারী, পৃথিবীতে বিশ্বাসীদের মাঝে তাঁর অধিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। আর এইভাবে, খ্রীস্ট তাঁর মণ্ডলীর সমস্ত সংগ্রামে, তাড়নায়, নিন্দায় এবং দুঃখে উপস্থিত, জগতের শেষ দিন পর্যন্ত।

প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র

রেভা. কর্ণেলিস হ্যারিঙ্ক

প্রতিলিপি – বক্তৃতা ৮

নিবন্ধ ৭: জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা হিসাবে খ্রীস্ট

প্রৈরিতিক শ্রোতা, প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রে, খ্রীস্টবিশ্বাসী স্বীকার করে: "তথা হইতে জীবিত ও মৃতদের বিচার করিতে আসিবেন"। যীশু ফিরে আসছেন। তিনি এই পৃথিবী ছেড়ে গিয়েছিলেন, এবং এখন ঈশ্বরের দক্ষিণে সিংহাসনে বসে আছেন। তবে, একদিন তিনি ফিরে আসবেন। যীশু যখন স্বর্গারোহণ করেছিলেন, তকন স্বর্গদূতেরা শিষ্যদেরকে বলেছিল, "হে গালীলীয় লোকেরা, তোমরা আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন? এই যে যীশু তোমাদের নিকট হইতে স্বর্গে ঊর্দ্ধে নীত হইলেন, উহাঁকে যেরূপে স্বর্গে গমন করিতে দেখিলে, সেইরূপে উনি আগমন করিবেন" (প্রেরিত ১:১১)। একদিন যীশু ক্ষমতা ও মহিমায় ফিরে আসবেন, যেমন তিনি তাঁর মণ্ডলীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, "আর দেখ, আমি শীঘ্রই আসিতেছি" (প্রকা ২২:৭)।

তাঁর দ্বিতীয় আগমন তাঁর রক্ত ঝরানোর জন্য নম্রতার নয়, কিন্তু শান্তির রাজ্যে চিরকাল রাজত্ব করার জন্য মহিমান্বয়নের। বিশ্বাসীরা আশা করে যে, খ্রীস্টের পুনরাগমন অনন্তকাল শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে, যে বিষয়ে পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা বলেছেন, "সে সকল আমার পবিত্র পর্বতের কোনও স্থানে হিংসা কিংবা বিনাশ করিবে না; কারণ সমুদ্র যেমন জলে আচ্ছন্ন, তেমনই পৃথিবী সদাপ্রভু-বিষয়ক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইবে" (যিশা ১১:৯)। সেখানে এক নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী আসবে – প্রকাশিত বাক্য ২১:১ পদে প্রেরিতশিষ্য যোহন বলেছেন, "পরে আমি এক নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী দেখিলাম; কেননা প্রথম আকাশ ও প্রথম পৃথিবী লুপ্ত হইয়াছে"।

প্রথম মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা যীশুর পুনরাগমন এবং ঈশ্বরের অনন্ত রাজ্যের জন্য দারুণভাবে আকাঙ্ক্ষা করেছিল। তারা প্রতিদিন যীশুর আশা করত। এমনকি কেউ কেউ কাজও করত না। প্রতিদিন তারা যীশুর পুনরাগমনের প্রত্যাশা করত। তাদের এই ভুল দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে প্রেরিত পৌলকে সংশোধন করতে হয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন, "কেহ কোনও মতে যেন তোমাদিগকে না ভুলায়; কেননা প্রথমে সেই ধর্মভ্রষ্টতা উপস্থিত হইবে, এবং সেই পাপপুরুষ, সেই বিনাশ-সন্তান, প্রকাশ পাইবে" (২থিষ ২:৩)। পৌল বিশ্বাসীদেরকে সাবধান করেছেন যেন তারা যীশুর পুনরাগমন সম্পর্কে কোনও অবাস্তব প্রত্যাশা না করে যে, সেই দিনটি আগামী কাল হতে পারে। যীশুর কথানুসারে প্রথমে কিছু বিষয় ঘটার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন।

প্রথমে বৃহৎ ধর্মত্যাগ ঘটবে। অনেকে খ্রীস্টবিশ্বাসকে পরিত্যাগ করবে। প্রথমে পাপের মানুষ, খ্রীস্টারি আসবে। একটা শক্তি – এক ব্যক্তি উঠবে, যে সমগ্র জগৎকে বশ করবে। সে খ্রীস্ট ও তাঁর মণ্ডলীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, এবং মণ্ডলীকে ধ্বংস করতে চাইবে। খ্রীস্টকে পরাজিত করার ও তাঁর রাজ্যকে ধ্বংস করার জন্য এটা হবে শয়তানের শেষ চেষ্টা। বর্তমানে নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় তাড়না হতে দেখা যায়, কিন্তু শেষ দিনগুলিতে, মণ্ডলী পৃথিবীব্যাপী তাড়িত হবে। যীশু এটিকে মহাক্লেশ বলেছেন। তিনি বলেছেন, "কেননা তৎকালে এরূপ মহাক্লেশ উপস্থিত হইবে, যেরূপ জগতের আরম্ভ অবধি এ পর্যন্ত কখনও হয় নাই, কখনও হইবেও না" (মথি ২৪:২১)। এই সমস্ত ঘটনা হওয়ার পর শেষ উপস্থিত হবে, এবং খ্রীস্ট পুনরাগমন করবেন। এইসমস্ত চিহ্নের দ্বারা আমরা যীশুর পুনরাগমন সন্নিকট বলে মনে করতে পারি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা জানি না কখন প্রভুর পুনরাগমন ঘটবে। ফলস্বরূপ, যীশু আমাদেরকে উৎসাহিত করেন, "অতএব জাগিয়া থাক, কেননা তোমাদের প্রভু কোন দিন আসিবেন, তাহা তোমরা জান না" (মথি ২৪:৪২)। সেইদিন লুকানো আছে, যেন আমরা প্রতিদিন সজাগ থাকি।

কিছু কিছু বিশ্বাসী আছে, যারা যীশুর দুটি পুনরাগমনে বিশ্বাস করে। প্রথমে তিনি পৃথিবীতে ১০০০ বছরের রাজত্ব স্থাপন করার জন্য আসবেন, এবং তারপরে জীবিত ও মৃতদের বিচার করার জন্য তিনি দ্বিতীয়বার আসবেন। প্রকাশিত বাক্য ২০ অধ্যায়ের ভিত্তিতে তারা তা মনে করে থাকে। প্রকাশিত বাক্য ২০ অধ্যায়ে আমরা পড়ি, "পরে আমি স্বর্গ হইতে এক দূতকে নামিয়া আসিতে দেখিলাম, তাঁহার হস্তে অগাধলোকের চাবি এবং বড়ো এক শৃঙ্খল ছিল। তিনি সেই নাগকে ধরিলেন; এ সেই পুরাতন সর্প, এ দিয়াবল (অপবাদক) এবং শয়তান (বিপক্ষ); তিনি তাহাকে সহস্র বৎসর বদ্ধ রাখিলেন" (প্রকা ২০:১-২)। শাস্ত্রের এই অংশটি "সহস্র বৎসরের" রাজত্বের কথা বলে। ইতিহাসে এই সময়ের বৈশিষ্ট্য এই যে, শয়তানকে বদ্ধ ও সীমাবদ্ধ করা হবে, যাতে সে আর জাতিকে ঠকাতে না পারে। খ্রীস্টের সহস্র বছরের রাজত্ব সম্পর্কে আমরা প্রকাশিত বাক্য ২০ অধ্যায়ে যা পড়ি, তার ভিত্তিতে কেউ কেউ শিক্ষা দেয় যে, যীশু দু'বার আসবেন। প্রথমে তিনি এক শান্তির রাজ্য স্থাপনে আসবে, যেটি ১০০০ বছর পর্যন্ত থাকবে। যীশু তখন খ্রীস্টবিরোধী ক্ষমতার উপর জয়লাভ করবেন। তিনি শয়তানকে বাঁধবেন, ইস্রায়েলকে অনুতপ্ত করবেন, এবং রাজা হিসাবে বিশ্বাসীদের সাথে জেরুশালেম থেকে হাজার বছরের মশীহের শান্তির রাজত্ব করবেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থকদের সহস্রাব্দবাদী বলা হয়ে থাকে।

এই রাজত্ব কেমন হবে, সে সম্পর্কে এই ধরনের সহস্রাব্দের রাজত্বের সমর্থকেরা তাৎপর্যপূর্ণভাবে একে-অপরের সাথে পৃথক। অনেক মনে করে যে, তখন মন্দিরের উপাসনার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটবে, যেখানে অন্যরা এই সহস্রাব্দকে এক আত্মিক মহা জাগরণের সময় হিসাবে দেখে। তবে বেশিরভাগ সহস্রাব্দবাদী যীশুর দুটি আগমনে বিশ্বাস করে। তারা বিশ্বাস করে যে, যীশু তাঁর দ্বিতীয় আগমনের পূর্বে আরও একবার পৃথিবীতে আসবেন, তাঁর সহস্রাব্দের রাজত্ব স্থাপন করার জন্য। তখন শয়তানকে বাঁধা হবে এবং পৃথিবীর সমস্ত জাতির উপরে তাঁর আর কোনও ক্ষমতা থাকবে না। এই হাজার বছরের পরে, শয়তানের শৃঙ্খল খোলা হবে, এবং এক মহা তাড়না উপস্থিত হবে, যার পরে যীশুর পুনরাগমন ঘটবে। আক্ষরিক সহস্রাব্দের বেশিরভাগ সমর্থকেরা এর জন্য প্রকাশিত বাক্য ২০ অধ্যায়ের উপর জোর দিয়ে থাকে।

যাই হোক না কেন, প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র এই ধরনের সহস্রাব্দকে নির্দেশ করে না। খ্রীস্টিয় মণ্ডলী সাধারণভাবে সবসময়ে স্বীকার করেছে যে, যীশুর আর একবার পুনরাগমন ঘটবে, জীবিত ও মৃতদের বিচার করার জন্য। যীশু বলেছেন, তিনি কেবলমাত্র একটি দিনের কথা বলেছিলেন, যেদিন তিনি ফিরে আসবেন। সেইজন্য প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র কোনওরকমভাবে পৃথিবীতে সহস্রাব্দের রাজ্য স্থাপনের জন্য খ্রীস্টের দু'বার পুনরাগমনের কথা বলে না। সেইজন্য আমরা অবশ্যই এই ধারণাকে বর্জন করব। এই ধরনের ভুল দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত বাক্য ২০ অধ্যায়ের আক্ষরিক ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রকাশিত বাক্য ২০ অধ্যায় সেই সমস্ত বিষয়ের কথা বলে, যা স্বর্গে ঘটে পৃথিবীতে নয়। এখানে সেই সমস্ত আত্মাদের কথা বলা হয়েছে, যাদেরকে যীশুর সাক্ষী হওয়ার জন্য হত্যা করা হয়েছিল (প্রকা ২০:৪)। এখানে দেহের পরিবর্তে আত্মার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। যে সিংহাসনগুলি সাক্ষ্যমরদের দ্বারা পূর্ণ, সেগুলি পার্থিব নয় কিন্তু স্বর্গীয় সিংহাসন। সেগুলি স্বর্গে স্থাপিত। হাজার বছর একটা নির্দিষ্ট সময়কে নির্দেশ করে – এটি আক্ষরিক হাজার বছর নয়। এই সময়ে, শয়তান তার মিথ্যা দ্বারা জাতিকে ভোলাতে পারবে না, এবং তার ক্ষমতাকে সীমিত করা হবে। তবে যাই হোক না কেন, প্রকাশিত বাক্য ২০ অধ্যায় যীশুর দুটি পুনরাগমনের বিষয় বলে না। সমস্ত ভাববাণী স্বর্গারোহণকারী যীশুর রাজত্বের উপর নিবদ্ধ। তিনি এখন রাজা হিসাবে স্বর্গ থেকে তাঁর মণ্ডলীকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। শয়তান এখন বদ্ধ এবং তার প্রভাব সীমিত।

খ্রীস্টের প্রথম আগমনের আগে, ইস্রায়েল ছাড়া সমস্ত জাতির উপরে শয়তানের ক্ষমতা ছিল। রাজা হিসাবে তার শাসন ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী, এবং সে প্রতিমা পূজার অন্ধকার দ্বারা জাতিগণকে প্রলুব্ধ করত। কিন্তু এখন যীশু তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের দ্বারা শয়তানের উপর জয়ী হয়েছেন, তিনি স্বর্গে রাজা হিসাবে রাজত্ব করছেন, এবং জাতিগুলোর উপরে শয়তানের রাশ সীমিত করা হয়েছে। প্রকাশিত বাক্য ২০ অধ্যায় শিক্ষা দেয় যে, খ্রীস্টের পুনরুত্থান এবং পুরানো সাপ - শয়তানের উপর জয় এক বিশেষ পরিবর্তন আনবে। সমগ্র জাতির কাছে সুসমাচার প্রচারিত হবে, এবং জাতির উপরে শয়তানের

অধিকার ভাঙ্গা হবে। পরজাতিয়দের মধ্যে খ্রীস্ট তাঁর মণ্ডলী স্থাপন করবেন, এবং শয়তানের কর্তৃত্ব থেকে পাপীদের উদ্ধার করবেন। সেই মণ্ডলী আর অব্রাহামের বংশধরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। পরিবর্তে সেটি সমস্ত জাতির মধ্যে স্থাপিত হবে। প্রকাশিত বাক্য ২০ অধ্যায় এটিকে রূপক ও প্রতীকি হিসাবে বর্ণনা করেছে। সেইজন্য, ইতিমধ্যেই অগাস্টিন বলেছেন, প্রথম মণ্ডলীতে যীশুর স্বর্গারোহণ ও সমস্ত জাতির কাছে সুসমাচার প্রচারের মধ্য দিয়ে সহস্রাব্দের সূচনা হয়েছে, এবং জীবিত ও মৃতদের বিচার করার জন্য যীশুর পুনরাগমনের মধ্য দিয়ে তা শেষ হবে। সহস্রাব্দের রাজত্ব নতুন নিয়মের সময়ের এবং বর্তমানে যে সময়ে আমরা বাস করছি, সেই সময়ের প্রতীক। এখন সমস্ত জাতির কাছে সুসমাচার প্রচারিত হচ্ছে। জাতিগুলোর উপরে শয়তানের কর্তৃত্ব ভাঙ্গা হচ্ছে। যেখানে শয়তানের আধিপত্য ছিল, সেখানে যীশু তাঁর মণ্ডলী স্থাপন করছেন।

কিছু কিছু পুরানো ঈশতত্ত্ববিদ, প্রকাশিত বাক্য ২০ অধ্যায়ের এই হাজার বছরকে মণ্ডলীর সমৃদ্ধির সময় হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তারা বিশ্বাস করত যে, খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনের পূর্ববর্তী সময়টি মণ্ডলীর জন্য সমৃদ্ধির সময় হবে। অনেক অপরিপূর্ণ ভাববাণী, বিশেষত দানিয়েল ভাববাদী পুস্তকের উপর ভিত্তি করে, এবং প্রেরিত পৌল ইস্রায়েলের ভবিষ্যৎ মন-পরিবর্তনের বিষয়ে যে কথা লিখেছেন, তার উপর ভিত্তি করে তারা এই দৃষ্টিভঙ্গি পেয়েছে। তারা বিশ্বাস করে যে, মণ্ডলী যখন তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিস্তার করবে, তখন সেই সময় আসবে। যে সমস্ত ভাববাণী এখনও পূর্ণ হয়নি, তারা সেগুলিকে নির্দেশ করে, যেমন যিশাইয় ১১:৯ – "কারণ সমুদ্র যেমন জলে আচ্ছন্ন, তেমনই পৃথিবী সদাপ্রভু বিষয়ক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইবে"। সুসমাচারের প্রচারের ফলে পরজাতিরা প্রকৃত ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করবে। তারা বিশ্বাস করে যে, এক সময় আসবে যখন মণ্ডলী শয়তানের ক্ষমতার উপর জয়লাভ করবে। সর্বোপরি, প্রকাশিত বাক্য ২০:৩ পদ বলে, ঈশ্বর তাঁর পরাক্রমী স্বর্গদূতকে সেই নাগকে ধরে হাজার বছরের জন্য বেঁধে রাখতে বলেছেন। এই সময়ে শয়তানের প্রভাব সীমিত হবে। তারা এও মনে করে যে, খ্রীস্টকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য যিহূদীরা অনুতাপ করবে, এবং তাঁকে মশীহ হিসাবে স্বীকার করবে, কারণ পৌল শিক্ষা দিয়েছেন, "আর এই প্রকারে সমস্ত ইস্রায়েল পরিত্রাণ পাইবে" (রোমীয় ১১:২৬)। তারা বিশ্বাস করত যে, জগতের মধ্যে ইস্রায়েল এক উল্লেখযোগ্য স্থান পাওয়ার জন্য নির্ধারিত। সখরিয় ৮:২৩ পদের ভাববাণীর ভিত্তিতে তারা বিশ্বাস করত যে, একটা সময় আসবে যখন যিহূদীরা সমস্ত জাতিকে ঈশ্বরের পথের বিষয়ে শিক্ষা দেবে: "তৎকালে জাতিগণের সর্ব ভাষাবাদী দশ দশ পুরুষ এক এক যিহূদী পুরুষের বস্ত্রের অঞ্চল ধরিয়া এই কথা কহিবে, আমরা তোমাদের সহিত যাইব, কেননা আমরা শুনিলাম, ঈশ্বর তোমাদের সহবর্তী"। পরিবর্তিত যিহূদীরা জগতের কাছে বিশাল আশীর্বাদ হিসাবে প্রমাণিত হবে।

এইভাবে, প্রকাশিত বাক্য ২০ অধ্যায় এবং তাতে উল্লেখিত সহস্রাব্দের রাজত্বের বিষয়ে অনেকের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। বিভিন্ন মতামত সত্ত্বেও, যীশু তখন পৃথিবীতে ফিরে আসবেন, এই ধারণাকে বাইবেলসম্মত ঈশতত্ত্ববিদেরা বর্জন করেছে। যীশু একবারই ফিরে আসবেন, এবং তিনি জীবিত ও মৃতদের বিচার করতে আসবেন। সেইজন্য প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র স্বীকার করে, "তথা হইতে জীবিত ও মৃতদের বিচার করিতে আসিবেন"।

শাস্ত্র কেবলমাত্র খ্রীস্টের দুটি আগমনের কথা বলে। প্রথমবার তিনি জগতের পাপ বহন করার জন্য, গভীর নম্রতায় মেষশাবক হতে এসেছিলেন। তিনি দ্বিতীয়বার আসবেন, জীবিত ও মৃতদের বিচার করার জন্য। প্রেরিতেরা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, যীশু "অনেকের পাপ বহন করার জন্য" "একবার" এসেছিলেন (ইব্রীয় ৯:২৮)। তিনি "একবার" কথাটি ব্যবহার করেছেন। তিনি আরও বলেছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন যে, যীশু দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আসবেন। তিনি বলেছেন, "তিনি দ্বিতীয়বার, বিনা পাপে, তাহাদিগকে দর্শন দিবেন, যাহারা পরিত্রাণের নিমিত্ত তাঁহার অপেক্ষা করে"। প্রেরিতশিষ্য জোর দিয়ে "একবার" এবং "দ্বিতীয়বার" শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন। তাঁর প্রথম আগমনে তিনি পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য মেষশাবক হয়ে এসেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় আগমনে, তিনি জীবিত ও মৃতদের বিচার করার জন্য বিচারক হয়ে আসবেন। বাইবেল কেবলমাত্র যীশুর দুটি আগমনের কথা বলে: একবার পরিত্রাতা হিসাবে, এবং আর একবার বিচারক হিসাবে।

যীশু অনেকবার, বিশেষত জগতে তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলিতে, তিনি তাঁর পুনরাগমন ও বিচার দিনের কথা বলেছেন। তাঁর পুনরাগমন সম্পর্কে যীশু কী বলেছেন, তার বিষদ বর্ণদা আমরা মথি ২৪-২৫ অধ্যায়ে পাই। প্রথম যে বিষয় আমাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে যে, যীশু নিজেকে মনুষ্যপুত্র বলেছেন, "আর যখন মনুষ্যপুত্র সমুদয় দূত সঙ্গে করিয়া আপন প্রতাপে আসিবেন" (মথি ২৫:৩১)। যীশু প্রায়ই এই উপাধিটিকে নিজের বিষয়ে বলার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। এই উপাধিটি দানিয়েল ৭:১৩ পদ থেকে এসেছে। সেখানে আমরা পড়ি, "আমি রাত্রিকালীন দর্শনে দৃষ্টিপাত করিলাম আর দেখ, আকাশের মেঘ সহকারে মনুষ্যপুত্রের ন্যায় এক পুরুষ আসিলেন"। মনুষ্যপুত্র, এই উপাধিটি ব্যবহার করে যীশু দানিয়েল ৭ অধ্যায়ের চিত্রটিকে উল্লেখ করছেন। যীশু দাবি করেছেন যে, তিনিই সেই মহিমান্বিত ব্যক্তি, যাঁকে ঈশ্বর সমস্ত সৃষ্টর উপরে বিচার করার ক্ষমতা দিয়েছেন। যীশু বলেছেন যে, তিনি মনুষ্যপুত্র হিসাবে আবার আসবেন, এর অর্থ, ঈশ্বর-পুত্র যিনি মনুষ্যপুত্র হয়েছিলেন, আমাদের আকার নিয়েছিলেন, তিনি জীবিত ও মৃতদের বিচার করতে আসবেন।

শাস্ত্র আমাদের শিক্ষা দেয় যে, তিনি তাঁর মানবরূপে দর্শন দেবেন। তিনি মনুষ্যপুত্র হিসাবে আসবেন। প্রকাশিত বাক্য ১:৭ পদ বলে, "আর প্রত্যেক চক্ষু তাঁহাকে দেখিবে"। আরও বলতে গেলে, যীশু তাঁর মহিমায় আসবেন। তিনি মনুষ্যপুত্র হিসাবে তাঁর অবনমিত অবস্থায় দেখা দেবেন না, কিন্তু মহিমান্বিত মনুষ্যপুত্র হিসাবে দেখা দেবেন। তিনি সেই মনুষ্যপুত্র যাঁকে যোহন দেখেছিল: "সপ্ত সুবর্ণ দীপবৃক্ষ, ও সেই সকল দীপবৃক্ষের মধ্যে "মনুষ্যপুত্রের ন্যায় এক ব্যক্তি"; তিনি পাদপর্য্যন্ত পরিচ্ছদে আচ্ছন্ন, এবং বক্ষঃস্থলে সুবর্ণ পটুকায় বদ্ধকটি; তাঁহার মস্তক ও কেশ শুক্লবর্ণ মেষলোমের ন্যায়, হিমের ন্যায় শুক্লবর্ণ, এবং তাঁহার চক্ষু অগ্নিশিখার তুল্য, এবং তাঁহার চরণ অগ্নিকুণ্ডে পরিষ্কৃত সুপিত্তলের তুল্য, এবং তাঁহার রব বহুজলের রবের তুল্য" (প্রকা ১:১৩-১৫)।

তাঁর দ্বিতীয় আগমনের দিন, যীশু মহিমান্বিত মনুষ্যপুত্র হিসাবে দেখা দেবেন, তাঁর চারিদিকে পবিত্র স্বর্গদূতেরা থাকবে। যীশুর দ্বিতীয় আগমন, যীশুর মহিমান্বিতকরণের সঙ্গে সম্পর্কিত। মহাবিশ্বে এক বিশাল সাদা সিংহাসন স্থাপিত হবে। যে সমস্ত মানুষ আগে ছিল বা সেইদিন যারা থাকবে, তাদের সবাইকে স্বর্গদূতদের দ্বারা জড়ো করা হবে এবং যীশুর বিচারাসনের সামনে ডাকা হবে। তাদের জীবনে তারা যা করেছে, সেই অনুসারে তাদের বিচার করা হবে। "কারণ আমাদের সকলকেই খ্রীস্টের বিচারাসনের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইতে হইবে, যেন সৎকার্য্য হউক, কি অসৎকার্য্য হউক, প্রত্যেকজন আপনার কৃত কার্য্য অনুসারে দেহ দ্বারা উপার্জিত ফল পায়" (২করি ৫:১০)।

যীশু রাজা হিসাবে এবং জীবিত ও মৃতদের বিচারক হিসাবে আসবেন। যে যীশুকে একসময় অগ্রাহ্য করা হয়েছিল, তাঁকে কেমন সম্মান দেওয়া হবে! জগতের সমস্ত কিছু সংশোধন করার জন্য, ঈশ্বরের অনন্ত উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করার জন্য, মানুষের অনন্ত ভবিষ্যৎকে নির্ধারণ করার জন্য, ঈশ্বরের সমস্ত শত্রুর উপর প্রকাশ্যে জয়লাভ করার জন্য, এবং যে মণ্ডলীকে তিনি তাঁর রক্ত দিয়ে কিনেছেন, তাকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁকে সম্মানিত করা হবে। সেইজন্য যীশু সবসময় তাঁর পুনরাগমনের দিনকে প্রতাপের দিন হিসাবে বলেছেন, "আর তৎকালে তাহারা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রম ও মহাপ্রতাপ সহকারে মেঘযোগে আসিতে দেখিবে" (লুক ২১:২৭)। সেইদিন অপমানিত ও ক্রুশবিদ্ধ খ্রীস্টের মহিমা দেখতে পাওয়া যাবে।

শেষ দিন অর্থাৎ শেষ বিচারের দিনে, মানুষদেরকে পৃথকীকরণ করা হবে। যীশু বলেছেন, "আর সমুদয় জাতি তাঁহার সম্মুখে একত্রীকৃত হইবে; পরে তিনি তাহাদের একজন হইতে অন্যজনকে পৃথক করিবেন, যেমন পালরক্ষক ছাগ হইতে মেষ পৃথক করে" (মথি ২৫:৩২)। যে সমস্ত মানুষ আগে পৃথিবীতে ছিল, তাদেরকে পূর্ণ সংখ্যায় জড়ো করা হবে, এবং খ্রীস্টের সামনে ডাকা হবে। তার যীশু তাদেরকে পৃথক করবেন। তিনি মেষদেরকে অর্থাৎ প্রকৃত বিশ্বাসীদেরকে তাঁর ডান দিকে রাখবেন, এবং ছাগদের অর্থাৎ অবিশ্বাসীদেরকে তাঁর বাঁ দিকে রাখবেন। এইভাবে শেষে সেখানে দু'ধরনের মানুষ থাকবে।

এদন উদ্যানের পর থেকে পৃথিবীতেও দুই ধরনের মানুষ আছে। যারা ঈশ্বরের সেবা করে, আর যারা ঈশ্বরের সেবা করে না। এখানে আর কোনও তৃতীয় শ্রেণী নেই, এবং বিচার দিনেও থাকবে না। হয়

আমরা নারীর বংশ, নাহলে সর্পের বংশ। হয় আমরা যীশুর সামনে নত হব, নয়তো তাঁকে বর্জন করব। এর মাঝামাঝি কোনও স্থান নেই। যীশু বলেছেন, “যে আমার সপক্ষ নয়, সে আমার বিপক্ষ; এবং যে আমার সহিত কুড়ায় না, সে ছড়াইয়া ফেলে” (মথি ১২:৩০)। বিশ্বাসীদেরকে যীশু তাঁর ডান দিকে স্থান দেবেন এবং বলবেন, “আইস, আমার পিতার আশীর্বাদ পাত্রেরা, জগতের পত্তনাবধি যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার অধিকারী হও” (মথি ২৫:৩৪)। তাদের জীবনকালে, তারা খ্রীস্টের আহ্বানের প্রতি সাড়া দিয়েছিল, “হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব” (মথি ১১:২৮)। তারা ভীত ও ভারাক্রান্ত, দুর্বল ও আহত, অসুস্থ ও ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় যীশুর কাছে এসেছিল। আর তারা যীশুতে সেই প্রতিজ্ঞাত বিশ্রাম – খ্রীস্টের সমাপ্ত করা কাজে বিশ্রাম পেয়েছে। ত্রুটিপূর্ণভাবে হলেও, কিন্তু আন্তরিকতার সাথে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনের দ্বারা এবং শিষ্যত্বের যোঁয়ালি বহন করার দ্বারা, তারা যীশুকে অনুসরণ করেছে এবং তাঁর সেবা করেছে। বিচার দিনে তারা আরও গৌরবপূর্ণ আহ্বান শুনবে: “আইস, আমার পিতার আশীর্বাদ পাত্রেরা, জগতের পত্তনাবধি যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার অধিকারী হও” (মথি ২৫:৩৪)। আর তাদেরকে ঈশ্বরের অনন্ত ও আশীর্বাদপ্রাপ্ত রাজ্যে প্রবেশ করানো হবে।

দুষ্টদেরকে যীশু তাঁর বাঁ দিকে রাখবেন। তাদের জীবনকালে তারা পাপের দাসত্ব করেছে এবং খ্রীস্টের অনুতাপের আহ্বানকে উপেক্ষা করেছিল ও তাঁর অনুগ্রহের সুসমাচারের আহ্বানকে তুচ্ছ করেছে। যীশুর তুলনায় তারা তাদের জমি ও গো-মেষাদিকে প্রাধান্য দিয়েছিল, এবং পাপের চওড়া রাস্তা থেকে সরে আসতে অস্বীকার করেছিল। তারা যীশুকে তাদের রাজা হিসাবে চায়নি। বিচার দিনে যীশু তাদেরকে বলবেন, “ওহে শাপগ্রস্ত সকল, আমার নিকট হইতে দূর হও, দিয়াবলের ও তাহার দূতগণের জন্য যে অনন্ত অগ্নি প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার মধ্যে যাও” (মথি ২৫:৪১)। তাদের জীবনকালে তারা যীশু এবং ঐশ্বরিক সহভাগিতার পরিবর্তে, শয়তানের সহভাগিতাকে প্রাধান্য দিয়েছিল। সেইজন্য তারা অনন্তকাল ধরে শয়তান ও মন্দ লোকদের সাথে নরকে কাটাবে।

তাহলে যীশুর পুনরাগমনের দিন কেমন হবে! মানবজাতির মধ্যে যীশু কেমন বিভেদ নিয়ে আসবেন! যীশু ধার্মিকদের থেকে দুষ্টদেরকে, প্রকৃত বিশ্বাসীদের থেকে নামধারী বিশ্বাসীদেরকে, ন্যায়পরায়ণ থেকে ভণ্ডদেরকে আলাদা করবেন। মালাখি ভাববাদীর শেষ ভাববাণী তখন পূর্ণ হবে: “তখন তোমরা ফিরিয়া আসিবে, এবং ধার্ম্মিক ও দুষ্টের মধ্যে, যে ঈশ্বরের সেবা করে, ও যে তাঁহার সেবা না করে, উভয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখিবে” (মালাখি ৩:১৮)। খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনের দিন ভয়ঙ্কর ঘটনায় পূর্ণ থাকবে। এটা প্রভুর মহান দিন হবে – একটি দিন যা অন্যান্য দিনগুলির দ্বারা প্রতীক্ষিত একটি দিন। এই দিনটিকে বলা হয়, “তখন আকাশমণ্ডল হূহূ শব্দ করিয়া উড়িয়া যাইবে, এবং মূলবস্তু সকল পুড়িয়া গিয়া বিলীন হইবে, এবং পৃথিবী ও তাহার মধ্যবর্তী কার্য সকল পুড়িয়া যাইবে” (২পিতর ৩:১০)। যীশু যা শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেইদিন সে সকল পূর্ণ হবে, “আর তখন মনুষ্যপুত্রের চিহ্ন আকাশে দেখা যাইবে, আর তখন পৃথিবীর সমুদয় গোষ্ঠী বিলাপ করিবে, এবং “মনুষ্যপুত্রকে আকাশীয় মেঘরথে পরাক্রম ও মহা প্রতাপে আসিতে” দেখিবে” (মথি ২৪:৩০)।

তবে ঈশ্বরের সন্তানদেরকে যীশুর পুনরাগমনে ভয় পাওয়ার দরকার নেই। যে যীশু তাঁর মহিমায় আসবেন, তিনিই সেই যীশু যাঁর কাছে তারা বিশ্বাসী ও অনুতপ্ত পাপী হিসাবে আশ্রয় নিয়েছে।, এবং যাঁর রক্তে তারা ঈশ্বরের শান্তি লাভ করেছে। তিনি তাদের পরিত্রাতা, রাজা এবং মুক্তিদাতা। তাদের পাপ তাঁর ধার্মিকতার বস্ত্রে আচ্ছাদিত, এবং তারা তাঁর মেষপালের অন্তর্ভুক্ত। সেইদিন তারা স্বর্গ ও মর্ত্যের মহান বিচারকের দ্বারা তাদের দোষ ও শাস্তি থেকে মুক্ত হবে। জনসমক্ষে ঘোষিত হবে যে, তারা সেই লোক যাদেরকে ঈশ্বর তাঁর সন্তান ও উত্তরাধিকার হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাদের শত্রু এবং তাড়নাকারীদেরকে ঈশ্বর কীভাবে আগুন ও গন্ধকের হ্রদে ফেলে দেবেন, তারা সে বিষয়ের সাক্ষী থাকবে। সেই মহান দিনটি এইভাবে শেষ হবে: “পরে ইহারা অনন্ত দণ্ডে, কিন্তু ধার্মিকেরা অনন্ত জীবনে প্রবেশ করিবে” (মথি ২৫:৪৬)। যাই হোক না কেন, আজ এখনও পরিত্রাণের দিন – যেদিনে ঈশ্বর পাপীদেরকে শান্তি ও ক্ষমা প্রদান করে থাকেন। অতএব, “অদ্য যদি তোমরা তাঁহার রব শ্রবণ কর, তবে আপন হৃদয় কঠিন করিও না” (ইব্রীয় ৪:৭)।

প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র

রেভা. কর্ণেলিস হ্যারিঙ্ক

প্রতিলিপি – বক্তৃতা ৯

নিবন্ধ ৮: পবিত্র আত্মা ঈশ্বর

প্রিয় শ্রোতা, আমরা প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রে ৮ নং নিবন্ধে উপস্থিত হয়েছি। প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রের ৮ নং নিবন্ধে খ্রীস্টবিশ্বাসী স্বীকার করে, "আমি পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি"।

খ্রীস্টবিশ্বাসী যখন এটি স্বীকার করে, তখন সে কাকে এবং কীসের উপর বিশ্বাস করার কথা বলে? সে তখন ঐশ্বরিক ব্যক্তি পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করার কথা বলে। পবিত্র আত্মা নামটি কেবল ত্রিত্ব ঈশ্বরের তৃতীয় ব্যক্তির চরিত্রকে নয়, পাশাপাশি তাঁর প্রকৃতিকেও বর্ণনা করে। তিনি পবিত্র আত্মা, পবিত্রতার আত্মা। বাইবেল পবিত্র আত্মাকে, ঈশ্বর হিসাবে বর্ণনা করে। অননিয় তার জমি বিক্রি করে যে মূল্য পেয়েছিল, সেই বিষয়ে মিথ্যা বলাতে, পিতর বলেছিল, "শয়তান কেন তোমার হৃদয় এমন পূর্ণ করিয়াছে যে, তুমি পবিত্র আত্মার কাছে মিথ্যা বলিলে?... তুমি মনুষ্যদের কাছে মিথ্যা কথা কহিলে, এমন নয়, ঈশ্বরেরই কাছে কহিলে" (প্রেরিত ৫:৩-৪)। অননিয় পবিত্র আত্মার কাছে মিথ্যা বলেছিল। বার্ণবা যা করেছিল, তা করার জন্য যেন পবিত্র আত্মা তাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন বলে সে মনে করেছিল। বিশ্বাসী ভাই-বোনদের সাহায্য করার জন্য বার্ণবা তার জমি বিক্রি করেছিল। বার্ণবার মতো অননিয় এটিকে অনুকরণ করতে চেয়েছিল এবং বার্ণবার মতো এক আদর্শ বিশ্বাসীর সম্মান পেতে চেয়েছিল। তবে, তার কিন্তু বার্ণবার মতো মন ছিল না। সে তার জমি বিক্রির বিষয়ে ছলনা করেছিল, জমি বিক্রির বেশিরভাগ টাকা সে নিজের কাছে রেখে পিতরকে বলেছিল যে, জমি বিক্রির সম্পূর্ণ টাকা সে দিচ্ছে। এই পাপ কাজের জন্য পিতর বলেছিল, অননিয় পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলেছে। অননিয় ও তার স্ত্রী, পিতরের পায়ের সামনে পড়ে মারা গিয়েছিল। এই নাটকীয় ঘটনাটি পরিস্কারভাবে দেখায় যে, পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের কোনও শক্তি বা কোনও ঐশ্বরিক প্রতিনিধি নন, কিন্তু তিনি নিজে ঈশ্বর।

শাস্ত্র পবিত্র আত্মাকে এক ব্যক্তি হিসাবে উল্লেখ করে। যে সমস্ত গুণাবলী তাঁর জন্য বর্ণিত হয়েছে, তা কেবল একজন ব্যক্তিকেই বর্ণনা করে। তিনি আমাদের সকল প্রয়োজন এবং আকাঙ্খা জানেন। রোমীয় ৮:২৭ পদে পৌল বলেছেন, "আর যিনি হৃদয় সকলের অনুসন্ধান করেন, তিনি জানেন, আত্মার ভাব কী"। পবিত্র আত্মার ইচ্ছা আছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে, "কিন্তু এই সকল কর্ম সেই একমাত্র আত্মা সাধন করেন; তিনি সবিশেষ বিভাগ করিয়া যাহাকে যাহা দিতে বাসনা করেন, তাহাকে তাহা দেন" (১করি ১২:১১)। তাঁকে ভালোবাসার ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, "ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীস্টের উপরোধে এবং আত্মার প্রেমের উপরোধে" (রোমীয় ১৫:৩০)। এই সমস্ত কিছু, ব্যক্তি নয় এমন কোনও শক্তির উদ্দেশ্যে বলা যায় না। বাইবেলে পবিত্র আত্মাকে ব্যক্তি হিসাবে প্রকাশ করা হয়েছে, যিনি দেখতে পান, শুনতে পান, বলতে পারেন, সাক্ষ্য দেন, প্রশংসা করেন, নির্দেশনা দেন, রাজি করান, সান্ত্বনা দেন, সীলমোহর করেন, নিশ্চয়তা দেন, প্রকাশ করেন এবং আরও অনেক কিছু করেন। অল্প কথায়, পবিত্র আত্মা সম্পর্কে শাস্ত্র যে সমস্ত গুণাবলী বর্ণনা করে, তা কেবলমাত্র কোনও ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য।

সৃষ্টিকার্যে ও পৃথিবীর বিন্যাসে পবিত্র আত্মা সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। আদিপুস্তক ১:২ পদে আমরা পড়ি, "পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল, এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থিতি করিতেছিলেন"। বিশৃঙ্খলাকে পবিত্র একটা চমৎকার পৃথিবীতে পরিণত করলেন। পিতা ও পুত্রের সাথে তিনিও স্বর্গ-মর্ত্যের সৃষ্টিকর্তা। গীতসংহিতা ৩৩:৬ পদ বলে,

“আকাশমণ্ডল নির্মিত হইল সদাপ্রভুর বাক্যে, তাহার সমস্ত বাহিনী তাঁহার মুখের শ্বাসে”। পবিত্র আত্মাকে এখানে ঈশ্বরের মুখের শ্বাস বলা হয়েছে। আমরা যীশুর বিষয়ে পড়ি, পুনরুত্থানের পর যখন তিনি শিষ্যদেরকে দেখা দেন, তখন তিনি তাদের উপর ফুঁ দিয়েছিলেন, যেন তারা পবিত্র আত্মা লাভ করে: “ইহা বলিয়া তিনি তাঁহাদের উপরে ফুঁ দিলেন, আর তাঁহাদিগকে কহিলেন, পবিত্র আত্মা গ্রহণ কর” (যোহন ২০:২২)।

এই সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে, পবিত্র আত্মা সম্পর্কে প্রথম মণ্ডলী, ৩২৫ খ্রীস্টাব্দে নাইসিন বিশ্বাসসূত্রতে স্বীকার করেছিল, “আমি পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি, যিনি প্রভু ও জীবনদাতা; যিনি পিতা ও পুত্র থেকে আগত”। পিতা ও পুত্র থেকে ক্রমাগত এক শোভাযাত্রার মাধ্যমে, তাঁর অস্তিত্বের এক অনন্য উপায়ে পবিত্র আত্মা এগিয়ে আসেন। এই অস্তিত্ব আমাদের বোধের অতীত। বাইবেল প্রাথমিকভাবে পবিত্র আত্মার অস্তিত্বের বিষয়ে আমাদেরকে বলে যে, তিনি পিতা ও পুত্রের সঙ্গে অবিচ্ছদ্যভাবে সম্পর্কিত। সেইজন্য শাস্ত্র আমাদের কাছে পবিত্র আত্মার ব্যক্তি সম্পর্কে তুলে ধরেছে।

যীশু পবিত্র আত্মাকে “আর এক সহায়” হিসাবে উল্লেখ করেছেন। “সহায়” (গ্রিক প্যারাক্লেটস) শব্দটির অর্থ, “একজন ব্যক্তি, যিনি নির্যাতিতদের রক্ষা করেন”। অতএব, আমরা একজন সাহায্যকারী বা উকিল হিসাবে চিন্তা করতে পারি। নির্যাতিত এবং ক্লান্ত বিশ্বাসীদের পক্ষে পবিত্র আত্মা নিজেকে যুক্ত করেছেন, তাদের পাপ ও ত্রুটিতে, ঈশ্বরের বিধানে, তাদের নিজস্ব বিবেকে, মৃত্যু ও কবরে, এবং বিশেষ করে শয়তান যখন তাদের কষ্ট দেয়।

তিনি যীশুর সাথে, যিনি আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তকারী এবং শয়তান, মৃত্যু ও নরকের উপর জয়লাভকারী, তাঁর সাথে বিশ্বাসীদেরকে সান্ত্বনা দেন। যে সমস্ত পাপী তাদের পাপের জন্য দুঃখ করে, পবিত্র আত্মা তাদেরকে সান্ত্বনা দেন। অনুতাপীদেরকে তিনি পিতার সীমাহীন ভালোবাসা ও পুত্রের অর্জিত বিষয় দেন। তিনি খ্রীস্টেতে আশা ও বিশ্বাসের সঞ্চার করেন। যীশুর রক্তে ক্ষমা আছে, তা তিনি দেখান। যীশুর ক্ষতর মলম দ্বারা তিনি পাপের ক্ষত ও ঘা’কে নিরাময় করেন। যারা ভুল পথে চলে গিয়েছিল, তাদেরকে তিনি তাদের ঈশ্বর ও পিতার কাছে ফিরে আসার জন্য স্বাগত জানান। ঈশ্বরের জন্য নীপিড়িত ও বিশ্বস্তদেরকে তিনি শক্তি জোগান। ভগ্ন হৃদয়কে তিনি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা দিয়ে সান্ত্বনা দেন। তিনি আমাদেরকে প্রতিজ্ঞার শক্তি উপলব্ধি করতে সাহায্য করেন: “তুমি যখন জলের মধ্য দিয়া গমন করিবে, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব; যখন নদ-নদীর মধ্য দিয়ে গমন করিবে, সে সকল তোমাকে মগ্ন করিবে না” (যিশা ৪৩:২)। তিনি দুঃখীর চোখের জল মুছে দেন। এবং স্বর্গীয় আনন্দে হৃদয় পূর্ণ করেন। পবিত্র আত্মা কি আশীর্বাদপূর্ণ সান্ত্বনাদাতা!

এইভাবে, ঈশ্বরের সন্তানদের কাছে একজন উকিল আছেন, তিনি ঈশ্বরের দক্ষিণে উপবিষ্ট যীশু খ্রীস্ট, যিনি স্বর্গে তাদের জন্য মধ্যস্থতা করেন (১যোহন ২:১-২)। আর তাদের অন্তরে আর একজন উকিল আছেন, যিনি পবিত্র আত্মা। যীশু পবিত্র আত্মাকে “আর এক সহায়” বলেছেন (যোহন ১৪:১৬), এর অর্থ যীশু ছাড়া অন্য একজন। এখানে “আর এক” শব্দের অর্থ, যীশু থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা নয়, বরং তার উল্টো। যীশু বলছেন, যদিও সেই ব্যক্তি আলাদা, তবুও তিনি আমার (যীশুর) মতো একই। যীশু এখানে এমন এক ব্যক্তির কথা বলছেন, যিনি তাঁর (যীশুর) হয়ে কাজ করতে পারেন, এবং যিনি তাঁর (যীশুর) পরিবর্ত হতে পারেন। এতদিন পর্যন্ত যীশু তাঁর শিষ্যদের কাছে কর্তা, সান্ত্বনাদাতা, শিক্ষক, প্রভু, ঈশ্বর এবং পরিত্রাতা হিসাবে ছিলেন – এখন থেকে এবং ভবিষ্যতেও পবিত্র আত্মা তাদের কাছে সেগুলি হবেন। পবিত্র আত্মা যীশুর স্থান নিতে পারেন এবং আর এক সহায় হতে পারেন, কারণ তিনি যীশু এবং পরিত্রাতা হিসাবে তাঁর কাজের সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

বাইবেল আমাদেরকে ক্রমাগতভাবে যীশু ও পবিত্র আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে দেখায়। কুমারী মরিয়মের গর্ভে যীশু, পবিত্র আত্মার দ্বারা গর্ভস্থ হয়েছিলেন। আমরা লুক ১:৩৫ পদে পড়ি, “দূত উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসিবেন, এবং পরাৎপরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করিবে; এই কারণ যে পবিত্র সন্তান জন্মিবেন, তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যাইবে”। যীশু তাঁর পরিচর্যা কাজের শুরুতে পবিত্র আত্মার মাধ্যমে বাপ্তাইজিত হয়েছিলেন। লুক ৩:২১-২২ পদ বলে, “আর যখন সমস্ত লোক বাপ্তাইজিত হয়, তখন যীশুও বাপ্তাইজিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন, এমন

সময়ে স্বর্গ খুলিয়া গেল, এবং পবিত্র আত্মা দৈহিক আকারে, কপোতের ন্যায়, তাঁহার উপরে নামিয়া আসিলেন” (লুক ৩:২১-২২)। যীশু, পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয়ে শয়তানের দ্বারা পরীক্ষিত হতে প্রান্তরে গিয়েছিলেন। লুক ৪:১-২ পদ বলে, “যীশু পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হইয়া যর্দন হইতে ফিরিয়া আসিলেন, এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত সেই আত্মার আবেশে প্রান্তর মধ্যে চালিত হইলেন, আর দিয়াবল দ্বারা পরীক্ষিত হইলেন”। যীশুর সমগ্র পার্থিব পরিচর্যাতে, পবিত্র আত্মা যীশুর সাথে ছিলেন। পবিত্র আত্মা তাঁকে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতে সক্ষম করেছিলেন। কফরনাহূমের সমাজগৃহে যীশু বলেছিলেন, তাঁতে মশীহের ভাববাণী পূর্ণতা পেয়েছে, “প্রভুর আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন, কারণ তিনি আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন, দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিবার জন্য” (যিশা ৬১:১ এবং লুক ৪:১৮)। অসুস্থদেরকে সুস্থ করার জন্য এবং মন্দ আত্মাদের তাড়ানোর জন্য, পবিত্র আত্মা যীশুকে ক্ষমতা দিয়েছিলেন। যীশু ফরিসীদেরকে বলেছেন, “কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা ভূত ছাড়াই, তবে সুতরাং ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে” (মথি ১২:২৮)। পবিত্র আত্মার দ্বারা, যীশু নিজেকে ঈশ্বরের কাছে পাপের বলিদানরূপে উৎসর্গ করেছিলেন। ইব্রীয় ৯:১৪ পদ বলে, “খ্রীস্ট অনন্তজীবী আত্মা দ্বারা নির্দোষ বলিরূপে আপনাকেই ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছেন”। পবিত্র আত্মা দ্বারা যীশু মৃতদের মধ্য থেকে উঠেছেন। রোমীয় ৮:১১ পদে লেখা আছে, “আর যিনি মৃতগণের মধ্য হইতে যীশুকে উঠাইলেন, তাঁহার আত্মা যদি তোমাদিগেতে বাস করেন”। যীশু যা বলেছেন এবং করেছেন, পবিত্র আত্মার শক্তিতে তিনি তা বলেছেন এবং করেছেন। পৃথিবীতে তাঁর জন্ম থেকে, তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত পবিত্র তাঁর উপরে এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন। এ সমস্ত কিছু যীশুর মুক্তির কাজ ও পবিত্র আত্মার মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে দেখায়।

তবে, বিশেষ করে পৃথিবী ছেড়ে যীশুর স্বর্গারোহণের পর, পবিত্র আত্মা ঘনিষ্ঠভাবে যীশু এবং তাঁর মুক্তির কাজের সঙ্গে যুক্ত। যীশু যখন তাঁর শিষ্যদেরকে, পিতার কাছে তাঁর ফিরে যাওয়ার কথা বলেছিলেন, তারা দুঃখ পেয়েছিল। এই বার্তা দিয়ে যীশু তাদের সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, “আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব, এবং তিনি আর এক সহায় তোমাদিগকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন” (যোহন ১৪:১৬)। এবার যীশু তাদের ছেড়ে চলে যাবেন, আর কখনও শারীরিকভাবে তাদের সাথে উপস্থিত থাকবেন না।

তবে তিনি তাদেরকে অনাথ অবস্থায় ছেড়ে যাবেন না, কারণ আর এক সহায় আসবেন – এক ব্যক্তি, যিনি সবসময় তাদের সাথে থাকবেন, এবং তাদের মধ্যে বাস করবেন। যীশু প্রতিজ্ঞা করেছেন, “তিনি তোমাদের নিকটে অবস্থিতি করেন ও তোমাদের অন্তরে থাকিবেন” (যোহন ১৪:১৭)। এই সান্ত্বনাকারীর মধ্য দিয়ে যীশু তাদের সাথে সর্বদা থাকবেন। পবিত্র আত্মা আর এক সহায় হিসাবে তাঁর (যীশুর) স্থান নেবেন। যেহেতু পবিত্র আত্মা এবং খ্রীস্ট এক, সেহেতু বিশ্বাসীদের হৃদয়ে পবিত্র আত্মার বাস প্রকৃতপক্ষে তাদের হৃদয়ে স্বয়ং খ্রীস্টের বাসস্থান হবে। সেইজন্য যীশু প্রতিজ্ঞা করেছেন, “আমি তোমাদিগকে অনাথ রাখিয়া যাইব না, আমি তোমাদের নিকটে আসিতেছি” (যোহন ১৪:১৮)। তাদের হৃদয়ে বসবাস করার জন্য, তিনি পবিত্র আত্মার দ্বারা আসবেন।

খ্রীস্টবিশ্বাসের বড়ো রহস্যের উৎস হলেন পবিত্র আত্মা, যে বিষয়ে আমরা কলসীয় ১:২৭ পদে পড়ি: “তাহা তোমাদের মধ্যবর্তী খ্রীস্ট, গৌরবের আশা”। সেইজন্য পৌল বলেছেন, “খ্রীস্টই আমাতে জীবিত আছেন” (গালা ২:২০)। যীশুর শারীরিক উপস্থিতির থেকে, পবিত্র আত্মার দ্বারা উপস্থিতি আরও শ্রেষ্ঠ। পবিত্র আত্মার মাধ্যমে, যীশু খ্রীস্টবিশ্বাসীদের মধ্যে বাস করেন, যা তাঁর শারীরিক উপস্থিতির থেকেও আরও ঘনিষ্ঠ বন্ধন। তিনি বিশ্বাসীদের হৃদয়ে বাস করেন। কি মহিমান্বিত অতিথি পবিত্র আত্মা! তিনি আমাদের হৃদয়ে খ্রীস্টকে উপস্থিত করেন।

আমরা এখানে সংক্ষিপ্তভাবে যা আলোচনা করেছি, তার থেকে পবিত্র আত্মার কাজ আরও ব্যাপক। তাঁর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি উল্লেখ করা যাক। পবিত্র আত্মা হলেন পবিত্র শাস্ত্রের লেখক। প্রেরিতশিষ্য লিখেছেন, “ঈশ্বর-নিঃশ্বসিত প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি আবার শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের, ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী” (২তীমথি ৩:১৬)। শাস্ত্র, পবিত্র আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত, কারণ তা পবিত্র আত্মা দ্বারা নিঃশ্বসিত। যদিও বাইবেলের লেখকদের মধ্যেও ভুল ছিল,

কিন্তু তারা যা লিখেছেন, সে সমস্ত কিছু পবিত্র আত্মার নির্দেশনায় লেখা হয়েছে। ২পিতর ১:২১ পদ বলে, “কারণ ভাববাণী কখনও মনুষ্যের ইচ্ছাক্রমে উপনীত হয় নাই, কিন্তু মনুষ্যেরা পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বর হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহাই বলিয়াছেন”। বিশ্বাসীরা যে সমস্ত আত্মিক বরের অধিকারী, সেগুলির উৎস হলেন পবিত্র আত্মা। করিন্থীয় মণ্ডলীতে যে সমস্ত আত্মিক অনুগ্রহ ছিল, প্রেরিতশিষ্য বলেছেন, “কিন্তু এই সকল কর্ম সেই একমাত্র আত্মা সাধন করেন” (১করি ১২:১১)।

পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীদের হৃদয়কে সীলমোহর করেন যে, তারা প্রকৃত খ্রীস্টবিশ্বাসী। ইফিষীয় ১:১৩ পদে প্রেরিতশিষ্য বলেছেন, “তোমরাও সত্যের বাক্য, তোমাদের পরিত্রাণের সুসমাচার শুনিয়া এবং তাঁহাতে বিশ্বাসও করিয়া সেই অঙ্গীকৃত পবিত্র আত্মা দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছ”। বিশ্বাসীদের হৃদয়ে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, তারা যীশুর অধিকারভুক্ত। তিনি তাদেরকে যীশুর সাথে যুক্ত করেন। পবিত্র আত্মা তাদের আত্মার সাথে সাক্ষ্য দেয় যে, তারা ঈশ্বরের সন্তান। রোমীয় ৮:১৬ পদ বলে, “আত্মা আপনিও আমাদের আত্মার সহিত সাক্ষ্য দিতেছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান”। তিনি তাদেরকে প্রেমময় পিতা ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার আত্মবিশ্বাস দেন। তিনি বিশ্বাসীদেরকে পরিচালনা করেন: “কেননা যত লোক ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়, তাহারাই ঈশ্বরের পুত্র” (রোমীয় ৮:১৪)। তিনি আমাদের অনন্ত উত্তরাধিকারের প্রতিশ্রুতি: “আমাদের দায়াধিকারের বায়না” (ইফি ১:১৪)। তাঁর বাসস্থান হল বিশ্বাসীদের শারীরিক পুনরুত্থানের নিশ্চয়তা: “আর যিনি মৃতগণের মধ্য হইতে যীশুকে উঠাইলেন, তাঁহার আত্মা যদি তোমাদিগেতে বাস করেন, তবে যিনি মৃতগণের মধ্য হইতে খ্রীস্ট যীশুকে উঠাইলেন, তিনি তোমাদের অন্তরে বাসকারী আপন আত্মা দ্বারা তোমাদের মর্ত্য দেহকেও জীবিত করিবেন” (রোমীয় ৮:১১)। সমস্ত প্রকৃত বিশ্বাসীদের হৃদয়ে পবিত্র আত্মা বাস করেন: “তোমরা কি জান যে, তোমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে থাকেন” (১করি ৬:১৯)। পবিত্র আত্মা হলেন আমাদের সহিত ঈশ্বর। কেমন গৌরবময় অতিথি! কি আশ্চর্যের বিষয় যে, পবিত্র আত্মা আমাদের মতো পাপীদের হৃদয়ে বাস করবেন!

সর্বোপরি, পবিত্র আত্মা সেই ব্যক্তি, যিনি খ্রীস্টের মুক্তির কাজকে ফল বহন করতে দেখবেন। তিনি খ্রীস্টের কাজকে সফল করেন এবং সমস্ত প্রজন্ম, ভাষা ও জাতি থেকে অনন্ত জীবনের জন্য মনোনীতদের এক মণ্ডলী তাঁর (খ্রীস্টের) কাছে নিয়ে আসেন। পবিত্র শাস্ত্র প্রধানত পাপীদেরকে খ্রীস্টের অর্জিত পরিত্রাণের অংশীদার করার উপর জোর দেয়। এটা পবিত্র আত্মার কাজের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক। যীশু তাঁর মুক্তির কাজ শেষ করেছেন, এবং সেইজন্য তিনি তাঁর মণ্ডলীর জন্য সমৃদ্ধকর, আত্মিক ও অনন্ত আশীর্বাদ অর্জন করেছেন। আমরা কীভাবে এই সমস্ত আশীর্বাদের অংশীদার হব? শাস্ত্রীয় উত্তর হল: পবিত্র আত্মার দ্বারা। পবিত্র আত্মা পাপীকে খ্রীস্টের সাথে সংযুক্ত করেন, এবং এভাবে তাকে খ্রীস্টের অনুগ্রহের অংশীদার করেন।

যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে পবিত্র আত্মার কাজের বিষয়ে, এবং তাঁর পরিচর্যা সম্পর্কে বলেছেন। তিনি বলেছেন, “পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন; কেননা যাহা আমার, তাহাই লইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন” (যোহন ১৬:১৩-১৪)। যীশু বলেছেন, “তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন”। এই কথাগুলি পবিত্র আত্মার কাজের মূল দিককে তুলে ধরে। পবিত্র আত্মা নিজেকে খ্রীস্টের স্থানে বসাননি। তিনি তাঁর গৌরব চান না – এটা একটা মিথ্যা আত্মার সুস্পষ্ট চিহ্ন, তা সে যাই হওয়া ভান করুক না কেন। পবিত্র আত্মা সম্বন্ধে যীশু বলেছেন, “তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না”। তিনি পাপীদের হৃদয়ে খ্রীস্টকে মহিমান্বিত করবেন, যাতে যীশু যে কত আশীর্বাদপূর্ণ পরিত্রাতা ও মুক্তিদাতা, তারা তা জানতে পারে।

পবিত্র আত্মা কীভাবে এই কাজ সম্পন্ন করবেন, সে কথাও যীশু বলেছেন। তিনি বলেছেন, “কেননা যাহা আমার, তাহাই লইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন”। যীশু “আমার” কাছ থেকে নেওয়ার কথা বলেছেন – এর অর্থ, যা কিছু যীশুর, এবং যা কিছু যীশু অর্জন করেছেন, সে সমস্ত কিছু। পবিত্র আত্মা এ সমস্ত কিছু বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রয়োগ করবেন। তিনি পাপীদের কাছে অনুগ্রহের চুক্তির উত্তম

বিষয়গুলি প্রকাশ করেন, যা পিতা দিয়েছেন এবং পুত্র ক্রয় করেছেন। তিনি আমাদেরকে দয়া, অনুগ্রহ, ক্ষমা, ধার্মিকতা ও ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্যতা দেখান, এবং যীশু আমাদের জন্য সমস্ত আশীর্বাদ সংগ্রহ করেছেন, তা আমাদেরকে জানান।

এ সমস্ত কিছু তিনি কেবল জানান না, পাশাপাশি এই সমস্ত কিছু গ্রহণ করতে ও আমাদের নিজস্ব করে নিতে তিনি আমাদেরকে বিশ্বাস দেন। তা এইভাবে পূর্ণ হবে, যা পৌল লিখেছেন, "কিন্তু আমরা জগতের আত্মাকে পাই নাই, বরং ঈশ্বর হইতে নির্গত আত্মাকে পাইয়াছি, যেন ঈশ্বর অনুগ্রহপূর্বক আমাদিগকে যাহা যাহা দান করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারি" (১করি ২:১২)। যীশু এটিকে পবিত্র আত্মার মহান কাজ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি আমাদেরকে খ্রীস্টের উত্তরাধিকারী এবং তাঁর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত কিছুর সুবিধাভোগী করবেন। এই লক্ষ্যে, পবিত্র আত্মা আমাদেরকে বিশ্বাসে খ্রীস্টের সাথে সংযুক্ত করবেন, এবং যীশুর অধিকারে থাকা সমস্ত কিছু আমাদের অধিকার হবে। খ্রীস্টের আশীর্বাদ খ্রীস্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না, এবং সেইজন্য খ্রীস্টের সাথে সংযুক্ত হওয়া ব্যাতীত সেগুলি পাওয়া যায় না। খ্রীস্টের সুবিধাগুলি, খ্রীস্টের মধ্য দিয়ে এবং খ্রীস্টের সাথে আমাদেরকে প্রদান করা হয়। ১করিন্থীয় ১:৩০ পদে পৌল বলেছেন, "কিন্তু তাঁহা হইতে তোমরা সেই খ্রীস্ট যীশুতে আছ, যিনি হইয়াছেন আমাদের জন্য ঈশ্বর হইতে জ্ঞান—ধার্মিকতা ও পবিত্রতা এবং মুক্তি"। খ্রীস্টেতে, বিশ্বাসীরা এই সমস্ত ক্ষমার অংশীদার। আদমের সাথে যুক্ত হওয়ার ফলস্বরূপ যেমন আমাদের সমস্ত দুঃখ আসে, তেমনই আমাদের পরিত্রাণ আসে খ্রীস্টের সাথে যুক্ত হওয়ার ফলস্বরূপ।

পবিত্র আত্মার কাজ সম্পর্কে সংস্কার আন্দোলনের মহান ঈশতত্ত্ববিদ জন ক্যালভিন বলেছেন: "আমাদেরকে প্রথমে এবং প্রধানত বিবেচনা করতে হবে যে, মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য খ্রীস্ট যে সমস্ত দুঃখভোগ করেছেন এবং কাজ সম্পন্ন করেছেন, সেগুলির কোনও উপকার বা গুরুত্ব থাকবে না, যতক্ষণ তিনি আমাদের বাইরে থাকেন, এবং আমরা তাঁর থেকে পৃথক থাকি। এইজন্য পিতার কাছ থেকে তিনি যা কিছু পেয়েছেন, আমাদেরকে সেগুলির অংশীদার করার জন্য, তাঁকে আমাদের মতো হতে হবে এবং আমাদের মধ্যে বাস করতে হবে" (ইনস্টিটিউট ৩:১:১)। পবিত্র আত্মার প্রাথমিক উদ্দেশ্য খ্রীস্টকে গৌরবান্বিত করা। তাঁর ইচ্ছা এই যে, সেই গৌরব, গুণাবলী, শ্রেষ্ঠত্ব, অনুগ্রহ, ভালোবাসা, প্রায়শ্চিত্তের পাশাপাশি, শয়তান, মৃত্যু, নরক এবং কবরের উপরে খ্রীস্টের বিজয়, জগতে ঘোষিত হবে। তিনি চান যীশুর গৌরব যেন সমস্ত জাতির মধ্যে পরিচিত হয়। জগতে খ্রীস্টের প্রচার হচ্ছে, তা তিনি দেখবেন।

এখন এটাই সব নয়। পাশাপাশি তিনি এও দেখবেন যে, পাপীরা খ্রীস্টকে বিশ্বাস করছে। প্রেরিতশিষ্য বিস্ময়ে চিৎকার করে বলেন, "আর ভক্তির নিগূঢ়তত্ত্ব মহৎ, ইহা সর্ব্বসম্মত, যিনি মাংসে প্রকাশিত হইলেন, আত্মাতে ধার্ম্মিক প্রতিপন্ন হইলেন, দূতগণের নিকট দর্শন দিলেন, জাতিগণের মধ্যে প্রচারিত হইলেন, জগতে বিশ্বাস দ্বারা গৃহীত হইলেন, সপ্রতাপে ঊর্দ্ধে নীত হইলেন" (১তীমথি ৩:১৬)। পতিত জগতে যীশুকে বিশ্বাস করা হবে। আত্মিক পুনরুত্থান বা পাপীদের পুনর্জন্মের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মা তাঁর কাজ শুরু করবেন।

বাইবেল পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে আত্মিকভাবে মৃত বলে। প্রেরিতশিষ্য ইফিষের বিশ্বাসীদের বলেছেন যে, তারা একসময় মৃত ছিল: "আর যখন তোমরা আপন আপন অপরাধে ও পাপে মৃত ছিলে, তখন তিনি তোমাদিগকেও জীবিত করিলেন" (ইফি ২:১)। কলসীর খ্রীস্টবিশ্বাসীদের তিনি লিখেছেন, "আর ঈশ্বর তোমাদিগকে, অপরাধে ও তোমাদের মাংসের অত্বকচ্ছেদে মৃত তোমাদিগকে, তাঁহার সহিত জীবিত করিয়াছেন" (কল ২:১৩)। পতিত মানুষ হল মাংসিক, এর অর্থ অধঃপতিত, সেইজন্য তারা কিছুই ভালো করতে পারে না, এবং সমস্ত মন্দের প্রতি প্রবণ, সেইজন্য তারা পরিত্রাণের জন্য যীশুকে বিশ্বাস করতে অক্ষম ও অনিচ্ছুক। প্রেরিতশিষ্য লিখেছেন, "আর যাহারা মাংসের অধীনে থাকে, তাহারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না" (রোমীয় ৮:৮)। মানুষকে অবশ্যই আত্মিক মৃত্যু থেকে উঠতে হবে, এই অক্ষমতা ও অনিচ্ছুকতা থেকে ঈশ্বরের সেবা ও খ্রীস্টকে বিশ্বাস করতে, এবং পরিত্রাণের জন্য খ্রীস্টের সাথে ঘনিষ্ঠ হতে ইচ্ছুক ও সক্ষম হতে হবে। বাইবেল এটিকে নতুন জন্ম বলে। যীশু নীকদীমকে বলেছিলেন, "সত্য, সত্য, আমি তোমাকে বলিতেছি, নূতন জন্ম না হইলে কেহ ঈশ্বরের

রাজ্য দেখিতে পায় না” (যোহন ৩:৩)। যীশু নীকদীমকে বলেছিলেন, পবিত্র আত্মার পুনর্জন্মের কাজ ব্যাতিরেকে, কোনও পাপী ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে বুঝতে পারে না এবং সেগুলিতে আনন্দ করতে পারে না। ১করিন্থীয় ২:১৪ পদে পৌল বলেছেন, “কিন্তু প্রাণিক মনুষ্য ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি গ্রহণ করে না”। প্রত্যেক প্রকৃত খ্রীস্টবিশ্বাসী একবার অপরাধে ও পাপে মৃত ছিল। ঈশ্বরের ভালোবাসা ও পাপের জন্য দুঃখ অজানা ছিল – পরিত্রাতা যীশুর কোনও দরকার ছিল না, এবং ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে জীবনযাপনের ইচ্ছাও ছিল না।

প্রত্যেক খ্রীস্টবিশ্বাসীর হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি আগন্তুক হওয়ার কাহিনী আছে। পবিত্র আত্মা তাদের হৃদয়গুলিকে পাপ ও জগতের প্রতি ভালোবাসা থেকে সরিয়েছেন। তাই প্রত্যেক প্রকৃত খ্রীস্টবিশ্বাসীর প্রতি এই শব্দগুলি প্রযোজ্য: “কিন্তু যখন আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের মধুর স্বভাব এবং মানবজাতির প্রতি প্রেম প্রকাশিত হইল, তখন তিনি আমাদের কৃত ধর্মকর্মহেতু নয়, কিন্তু আপনার দয়ানুসারে, পুনর্জন্মের স্নান ও পবিত্র আত্মার নূতনীকরণ দ্বারা আমাদিগকে পরিত্রাণ করিলেন” (তীত ৩:৪-৫)। পবিত্র আত্মা, পাপীদের হৃদয়ে সত্য বিশ্বাসের কাজ করেন, যা আমাদেরকে খ্রীস্টের সাথে সংযুক্ত করে। তিনি পাপীকে এবং পরিত্রাতাকে একে-অন্যের কাছে আনেন। তিনি পাপীকে যীশুর জন্য তার প্রয়োজনীয়তাকে দেখান। তিনি আমাদের কাছে যীশুকে প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান করে তোলেন। এটিকে অর্জন করার জন্য, তিনি সেইসব কিছু করবেন, যা যীশু পবিত্র আত্মা সম্পর্কে বলেছেন, “আর তিনি আসিয়া পাপের সম্বন্ধে, ধার্মিকতার সম্বন্ধে ও বিচারের সম্বন্ধে, জগৎকে দোষী করিবেন” (যোহন ১৬:৮)। যখন পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যে আসবেন, তিনি এক মহান কাজ করবেন। তিনি যাদের কাছে আসবেন, তাদেরকে পাপ সম্বন্ধে জানাবেন। আমরা খুব সহজেই বলি, “আমি পাপী”, কিন্তু আমরা জানি না পাপ কী। পাপ কী, তা দায়ূদ জেনেছিলেন ও উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন, “তোমার বিরুদ্ধে, কেবল তোমারই বিরুদ্ধে আমি পাপ করিয়াছি, তোমার দৃষ্টিতে যাহা কুৎসিত, তাহাই করিয়াছি” (গীত ৫১:৪)। পাপ হল ঈশ্বরের পবিত্র বিধান লঙ্ঘন করা। পবিত্র ও ধার্মিক ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করা হয়, যিনি পাপকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেবেন না। এটি যখন আমাদের প্রতি বাস্তবিক হবে, তখন আমরাও দায়ূদের মতো প্রার্থনা করব, “হে ঈশ্বর, তোমার দয়ানুসারে আমার প্রতি কৃপা কর; তোমার করুণার বাহুল্য অনুসারে আমার অধর্ম সকল মার্জনা কর” (গীত ৫১:১)।

পুনর্জন্মে, পবিত্র আত্মা আমাদের হারিয়ে যাওয়া অবস্থার প্রতি, এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আমরা যে সমস্ত পাপ করেছি, সেগুলির প্রতি আমাদের চোখ খুলে দেবেন। পাপের জন্য তিনি আমাদের হৃদয়ে আন্তরিক দুঃখ তুলে ধরবেন এবং খ্রীস্টের ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত করে তুলবেন। তিনি আমাদেরকে, আমাদের আত্মা হারানোর ও চিরতরে বিনষ্ট হওয়ার বিপদের বিষয়ে সচেতন করবেন। পাপের প্রতি ঈশ্বরের পবিত্র ক্রোধের ভয়ানক সত্যতাকে তিনি আমাদের কাছে তুলে ধরবেন। তিনি আমাদের সম্পর্কে সত্য বলবেন এবং দেখাবেন। পবিত্র আত্মা তাঁর আলো দ্বারা আমাদের হৃদয়ে জ্বলজ্বল করবেন, এবং আমাদের হৃদয়ের মলিনতাকে তুলে ধরবেন। তিনি আমাদের আত্মরক্ষার সমস্ত আশাকে বন্ধ করবেন, এবং আমাদেরকে ভাববাদীদের সাথে একমত করাবেন: “আমরা তো সকলে অশুচি ব্যক্তির সদৃশ হইয়াছি, আমাদের সর্বপ্রকার ধার্মিকতা মলিন বস্ত্রের সমান; আর আমরা সকলে পত্রের ন্যায় জীর্ণ হই, আমাদের অপরাধ সকল বায়ুর ন্যায় আমাদিগকে উড়াইয়া লইয়া যায়” (যিশা ৬৪:৬)। তবে আমাদের মধ্যে যা কিছু উচ্চীকৃত, সেগুলিকে নামিয়ে আনায় তাঁর উদ্দেশ্য হল, আমাদের মধ্যে খ্রীস্টকে গৌরবান্বিত করা। পবিত্র আত্মার একটিই লক্ষ্য আছে, আর তা হল খ্রীস্টকে গৌরবান্বিত করা। তিনি যীশুকে আমাদের হৃদয়ে প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান করবেন।

সুসমাচারের মধ্য দিয়ে তিনি অনুতাপী পাপীর হৃদয়ে পরিত্রাতাকে প্রকাশ করবেন, যিনি হারিয়ে যাওয়াদের খুঁজতে ও তাদের রক্ষা করতে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন (১তীম ১:১৫)। পরিত্রাতা যীশুর মৃত্যুর ভালোবাসাকে আমাদেরকে দেখানোর জন্য, তিনি আমাদের পাপ ও ভ্রষ্টাচারের মাঝে আমাদেরকে দেখান। যেখানে পাপ দেখা যায় না, সেখানে যীশুকেও খোঁজা হয় না। ঈশ্বরের সাথে আমাদের পুনর্মিলনের জন্য তিনি যীশুর ব্যক্তিত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, পরিপূর্ণতা, উপযুক্ততা এবং সক্ষমতার উপর আলোকপাত করবেন। সমস্ত পাপ থেকে শুচি করার জন্য, তিনি আমাদেরকে যীশুর রক্তের ক্ষমতার

কথা বলবেন, এবং ঈশ্বরের ন্যায় ক্রোধের হাত থেকে আমাদের বাঁচানোর জন্য যীশুর ক্ষতিপূরণের বিষয়ে বলবেন। তিনি যীশুর উপর আলোকপাত করবেন, এবং তাঁকে একটি ঐচ্ছিক, নিখুঁত ও সম্পূর্ণ পরিত্রাতা হিসাবে আমাদের সামনে স্থাপন করবেন। তিনি আমাদের অনুতপ্ত হৃদয়কে, যীশুর মুখ থেকে আসা আহ্বানগুলি বিবেচনা করতে সাহায্য করবেন, এবং নিশ্চয়তা দেবেন যে, যারা তাঁর কাছে আসে তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হবে না (যোহন ৬:৩৭)। ভগ্ন হৃদয়কে তিনি এই বার্তা দিয়ে সান্ত্বনা দেবেন, "প্রভু এসেছেন, এবং তিনি আপনাকে ডাকছেন"। যীশুকে আমাদের পরিত্রাতা হিসাবে গ্রহণ করার জন্য, এবং ঈশ্বরের সামনে তাঁকে আমাদের ধার্মিকতা করার জন্য, তিনি আমাদের হৃদয়ে প্রকৃত বিশ্বাস জাগিয়ে তুলবেন। যীশু এবং পাপীদের মধ্যে পবিত্র আত্মা আশীর্বাদের গিঁট বাঁধেন। বিশ্বাসের মাধ্যমে তিনি খ্রীস্টকে আমাদের হৃদয়ে বাস করান। ব্যক্তিগতভাবে এবং অভিজ্ঞতাগতভাবে পবিত্র আত্মার এই উদ্ধারকাজ কত অপরিহার্য!

পবিত্র আত্মা, খ্রীস্টকে গৌরবান্বিত করেন। তিনি তাঁর নিজের উপর আলোকপাত করেন না, কিন্তু যীশুর উপর করেন। সমস্ত মনোযোগ তিনি যীশুর উপর দেবেন। একটা সুন্দর ছবির কথা চিন্তা করুন, যেটি একটি প্রদীপের দ্বারা আলোকিত করা হচ্ছে। কেউ সেই প্রদীপের দিকে দেখবে না, যেটি ছবিটিকে আলোকিত করছে – সমস্ত চোখ কেবল ছবিটির প্রতি থাকবে। যে আলোটি ছবিটিকে আলোকিত করছে, কেউ সেটার দিকে দেখবে না – সমস্ত চোখ কেবলমাত্র ছবিটির দিকে থাকবে। পবিত্র আত্মার আশীর্বাদপূর্ণ কাজের প্রকৃতিও এমন। তিনি সমস্ত মনোযোগ খ্রীস্টের দিকে দেবেন। এর মাধ্যমে তিনি আমাদের হৃদয়ে খ্রীস্টকে অত্যন্ত মূল্যবান করে তুলবেন, এবং আমাদেরকে খ্রীস্টের ও তাঁর সমস্ত সুবিধার অংশীদার করবেন। তিনি আমাদেরকে বলতে শিক্ষা দেবেন, "কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীস্টের ক্রুশ ছাড়া আমি যে আর কোনও বিষয়ে শ্লাঘা করি, তাহা দূরে থাকুক; তাহারই দ্বারা আমার জন্য জগৎ, এবং জগতের জন্য আমি ক্রুশারোপিত" (গালা ৬:১৪)।

পবিত্র আত্মা পৃথিবীতে মণ্ডলীর সাথে থাকবেন। যীশু প্রতিজ্ঞা করেছেন, "আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব, এবং তিনি আর এক সহায় তোমাদিগকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন" (যোহন ১৪:১৬)। মণ্ডলী কখনও পবিত্র আত্মাকে ছাড়া থাকবে না। এটাই খ্রীস্টিয় মণ্ডলীর গৌরব, এবং এটি তাঁর অনবরত অস্তিত্বের প্রতিভূ। পবিত্র আত্মা সমগ্র মণ্ডলীর জন্য, এবং প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য মেঘস্তম্ভ ও অগ্নিস্তম্ভের মতো, যা আমরা যাত্রাপুস্তক ১৩:২২ পদে পড়ি: "লোকদের সম্মুখ হইতে দিবাতে মেঘস্তম্ভ ও রাত্রিতে অগ্নিস্তম্ভ স্থানান্তর হইত না"। তাদের অভিযোগ এবং সমস্ত অবিশ্বস্ততা সত্ত্বেও, মেঘস্তম্ভ এবং অগ্নিস্তম্ভ ইস্রায়েলীয়দের সাথে ছিল, যতক্ষণ না তারা কনানে প্রবেশ করেছিল। ঈশ্বর তাঁর সমস্ত সন্তানদেরকে স্বর্গীয় কনানে নিয়ে আসবেন। তিনি যা শুরু করেছেন, তা শেষ করবেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, "আমি তোমাকে ছাড়িব না, তোমাকে ত্যাগ করিব না" (যিহো ১:৫)। খ্রীস্টবিশ্বাসী মনেপ্রাণে স্বীকার করে, "আমি পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি"।

প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র

রেভা. কর্ণেলিস হ্যারিঙ্ক

প্রতিলিপি – বক্তৃতা ১০

নিবন্ধ ৯: খ্রীস্টের সর্বজনীন মণ্ডলী

প্রিয় শ্রোতা, আমরা এখন প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রের ৯ নম্বর নিবন্ধে এসেছি। এই নিবন্ধে খ্রীস্টবিশ্বাসী স্বীকার করে, "আমি পবিত্র সর্বজনীন মণ্ডলীতে, সাধুদের সহভাগিতায় বিশ্বাস করি"। এটা উল্লেখযোগ্য যে, মণ্ডলী সম্পর্কে এই স্বীকারোক্তি, "আমি পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি" স্বীকারোক্তিকে অনুসরণ করে। অর্থপূর্ণ ছাড়া পবিত্র আত্মাকে মণ্ডলীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে, এমন নয়। মণ্ডলীর অস্তিত্ব হল মানুষের হৃদয়ে পবিত্র আত্মার কাজের ফল। তিনি সমস্ত প্রজন্ম, ভাষা এবং জাতি থেকে একটি মণ্ডলী একত্রিত করেন। তিনি পাপীদেরকে খ্রীস্টের অর্জিত পরিত্রাণের অংশীদার করে, মণ্ডলীকে যীশুর দুঃখভোগ এবং মৃত্যুর ফল বহন করতে দেখেন।

আমরা দেখি যে, খ্রীস্টবিশ্বাসী বলে না, "আমি মণ্ডলীতে বিশ্বাস করি", পরিবর্তে বিশ্বাস করে যে, একটি মণ্ডলী আছে। সে ঈশ্বরে এবং খ্রীস্টে বিশ্বাস করে। সে মণ্ডলীতে বিশ্বাস করে না। খ্রীস্টবিশ্বাসীর বিশ্বাসের ভিত্তি মণ্ডলীর উপরে নয়, যেন মণ্ডলী আমাদেরকে উদ্ধার করবে। রোমান ক্যাথলিক মণ্ডলী এই ধরনের শিক্ষা দিয়ে থাকে যে, যতক্ষণ আপনি সেই মণ্ডলীর নির্দেশ অনুসারে চলেন, ততক্ষণ মণ্ডলী আপনার পরিত্রাণ সুরক্ষিত রাখবে। খ্রীস্টবিশ্বাসী মণ্ডলীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। সে নির্দিষ্টভাবে একটি মণ্ডলীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে – পবিত্র, সর্বজনীন, খ্রীস্টিয় মণ্ডলী।

এই পৃথিবীতে একটি মণ্ডলী আছে। ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন এই পৃথিবীর মধ্যে একটি মণ্ডলী আছে, যেখানে ঈশ্বরকে ভয় করে, খ্রীস্টে বিশ্বাস করে এবং অনন্ত জীবনের প্রত্যাশী মানুষেরা আছে। মণ্ডলী যা, তার জন্য "গির্জা" শব্দটি উপযুক্ত নয়। "গির্জা" শব্দটি হয় বিল্ডিং, নাহলে সংগঠন বা ডিনোমিনেশনকে মনে করায়। তাই "গির্জার" চেয়ে "মণ্ডলী" শব্দটি আরও বেশি বাইবেলসম্মত। মণ্ডলী কোনও কাঠ-পাথর দিয়ে তৈরি নয়, কিন্তু জীবন্ত মানুষ নিয়ে গঠিত। এটি প্রকৃত বিশ্বাসীদের সমাবেশ। পৃথিবীর সমস্ত বিশ্বাসীদেরকে মণ্ডলী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। মথি ১৬:১৮ পদে যীশু প্রতিজ্ঞা করেছেন, "আর এই পাথরের উপরে আমি আপন মণ্ডলী গাঁথিব, আর পাতালের পুরদ্বার সকল তাহার বিপক্ষে প্রবল হইবে না"।

"মণ্ডলী" কোনও বিশাল বিল্ডিং বা বিশাল সংখ্যক মানুষদের নির্দেশ করে না। এটি বিশ্বাসীদের সমাবেশকে নির্দেশ করে। এটি কোনও ছোট গৃহ মণ্ডলীকে নির্দেশ করতে পারে, উদাহরণস্বরূপ রোমীয় ১৬:৫, "আর তাঁহাদের গৃহস্থিত মণ্ডলীকেও মঙ্গলবাদ কর"। "মণ্ডলী" শব্দটি সবসময়েই প্রেরিতদের পুস্তকে এবং প্রেরিতশিষ্যদের পত্রগুলিতে ব্যবহার করা হয়েছে। এটি গ্রিক "এক্লেসিয়া" শব্দের অনুবাদ, যার অর্থ "মানুষদের সমাবেশ"। গ্রিক শহরগুলিতে, সর্বজনীন আলোচনার জন্য একত্রিত হতে শহরবাসীদেরকে ডাকা হত। এই সমাবেশকে বলা হত মণ্ডলী। খ্রীস্টিয় মণ্ডলী, বা খ্রীস্টের মণ্ডলী হল সেইসমস্ত মানুষদের সমাবেশ, যাদেরকে ঈশ্বর দ্বারা সহভাগিতার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। তারা ঈশ্বরের রাজ্যের প্রজা, যাদেরকে জগতের অধিবাসীদের মধ্য থেকে ডাকা হয়েছে।

স্বাভাবিকভাবে আমরা খ্রীস্টের মণ্ডলীর নই, কিন্তু আদমের পতিত বংশের অন্তর্গত। সেইজন্য বাইবেল মণ্ডলী সম্পর্কে বলে "আহূত"। ঈশ্বর তাদেরকে "অন্ধকার হইতে আপনার আশ্চর্য জ্যোতির মধ্যে আহ্বান করিয়াছেন" (১পিতর ২:৯)। যদিও বিভিন্ন নাম ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে অনেক মণ্ডলী রয়েছে, কিন্তু বাস্তবে একটিই মণ্ডলী আছে। এটি একটি পরিবার – তার সদস্যরা সবাই ভাই-বোন, "এইজন্য, স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ সমস্ত পিতৃকুল যাঁহা হইতে নাম পাইয়াছে" (ইফি ৩:১৫)। বিশ্বাসীদের

পরিচয় সম্পর্কে প্রেরিতশিষ্য ইফিষীয় ৪:৫-৬ পদে লিখেছেন: "প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক, সকলের ঈশ্বর ও পিতা এক, তিনি সকলের উপরে, সকলের নিকটে ও সকলের অন্তরে আছেন"। তারা খ্রীস্টের মণ্ডলীর ভ্রাতৃত্ব গঠন করে। মণ্ডলী সেইসমস্ত মানুষদের সমষ্টি, যারা তাদের অনন্ত পরিত্রাণের যাত্রাপথে এগিয়ে চলেছে। "আর যাহারা পরিত্রাণ পাইতেছিল, প্রভু দিন দিন তাহাদিগকে তাহাদের সহিত সংযুক্ত করিতেন" – এটা আমরা প্রেরিত ২:৪৭ পদে পড়ে থাকি। তবুও পিতৃপুরুষদের মতো তারা "এই জগতে আগন্তুক ও যাত্রি", তারা "ভিত্তিমূলবিশিষ্ট এক নগরের খোঁজ করছেন, যেটিক স্থাপনকর্ত্তা ও নির্মাতা ঈশ্বর" (ইব্রীয় ১১:১০, ১৩)।

প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র "পবিত্র" ও "সর্বজনীন" খ্রীস্টিয় মণ্ডলীর কথা বলে। এই বিশেষণগুলি মণ্ডলীর চরিত্রকে বর্ণনা করে। খ্রীস্টিয় মণ্ডলী পবিত্র। বাইবেলে "পবিত্র" শব্দের অর্থ প্রভুর কাজের জন্য পৃথক করা এবং উৎসর্গ করা। বিশ্রামবার, প্রথমজাত, ইস্রায়েলীয়, সিয়োন পর্বত, মন্দির, এবং মন্দিরের সমস্ত উপকরণকে পবিত্র বলা হয়েছে, অর্থাৎ প্রভুর কাজের জন্য পৃথকীকৃত। সেগুলি প্রভুর, তাঁর কাজের জন্য মনোনীত, এবং সেইজন্যই পবিত্র।

নতুন নিয়মে বিশ্বাসীদেরকে "পবিত্রগণ" বলা হয়েছে। করিন্থের খ্রীস্টবিশ্বাসীদের কাছে পৌল লিখেছিলেন, "করিন্থে স্থিত ঈশ্বরের মণ্ডলীর সমীপে, খ্রীস্ট যীশুতে পবিত্রীকৃত ও আহূত পবিত্রগণের সমীপে, এবং যাহারা সর্বস্থানে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীস্টের নামে ডাকে, তাহাদের সর্বজন সমীপে; তিনি তাহাদের এবং আমাদের প্রভু" (১করি ১:২)। প্রেরিতশিষ্য খ্রীস্টবিশ্বাসীদেরকে "আহূত পবিত্রগণ" নামে অভিহিত করেছেন। তারা ঈশ্বরের সম্পত্তি হওয়ার জন্য, জগতের মানুষদের মধ্য থেকে ঈশ্বর দ্বারা আহূত। পিতরের কথানুসারে, তারা "মনোনীত বংশ, রাজকীয় যাজকবর্গ, পবিত্র জাতি, [ঈশ্বরের] নিজস্ব প্রজাবৃন্দ" (১পিতর ২:৯)। পিতর তাদেরকে যীশু খ্রীস্টেতে পবিত্র বলেছেন। তারা নিজে থেকে পবিত্র নয়, কিন্তু যীশু খ্রীস্টেতে পবিত্রীকৃত। পবিত্র আত্মার দ্বারা ভিতর থেকে পরিবর্তিত হওয়ার জন্য এবং খ্রীস্টের রক্তের মাধ্যমে তাদের পাপ পরিস্কার করার জন্য তাদেরকে পবিত্র করা হয়েছে। "পবিত্র" শব্দটি আমাদের কাছে মণ্ডলীর প্রকৃতিকে তুলে ধরে। মণ্ডলী সেই সমস্ত মানুষদের দ্বারা গঠিত, যাদেরকে ঈশ্বর এক পাপময় জগৎ থেকে আহ্বান করেছেন, যে জগৎ ঈশ্বরকে বর্জন করেছে। তাদের পাপ যীশুর রক্তের দ্বারা পরিস্কৃত হয়েছে, এবং পবিত্র আত্মা তাদের প্রকৃতিকে নূতনীকৃত করেছেন। সেইজন্য মণ্ডলী হল একটি পবিত্র খ্রীস্টিয় মণ্ডলী – ঈশ্বর দ্বারা পৃথকীকৃত কিছু মানুষের সমষ্টি।

খ্রীস্টিয় মণ্ডলী হল "সর্বজনীন"। এর অর্থ, মণ্ডলী আর অব্রাহামের বংশধরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, কারণ তা প্রত্যেক জাতি ও ভাষার মানুষদের নিয়ে গঠিত: "কারণ যিহূদী ও গ্রিকে কিছুই প্রভেদ নাই" (রোমীয় ১০:১২)। যিহূদী ও পরজাতিদের মধ্যে, দাস ও স্বাধীন মানুষের মধ্যে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিচ্ছেদের দেওয়াল খ্রীস্টেতে মুছে ফেলা হয়েছে। "যিহূদী কি গ্রিক আর হইতে পারে না, দাস কি স্বাধীন আর হইতে পারে না, নর ও নারী আর হইতে পারে না, কেননা খ্রীস্ট যীশুতে তোমরা সকলেই এক" (গালা ৩:২৮)। মণ্ডলীর মধ্যে কোনও ভেদাভেদ নেই। আদিপুস্তক ২২:১৮ পদ পূর্ণ হয়েছে, "আর তোমার বংশে পৃথিবীর সকল জাতি আশীর্বাদপ্রাপ্ত হইবে"। পরিধিতে মণ্ডলী এখন বিশ্বব্যাপী হয়ে উঠেছে। খ্রীস্টের মণ্ডলী সর্বজনীন, আর তাই কোনও দেশ, জাতি, বা গায়ের রংয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। উত্তম মেষপালক হিসাবে, খ্রীস্ট সমস্ত জাতি থেকে তাঁর মণ্ডলীকে একত্রিত করেন। এই জগতের ইতিহাসের উপর শেষে, যেখানে সমস্ত মানুষ, ভাষা ও জাতি থেকে একটি মণ্ডলী থাকবে: "ইহার পরে আমি দৃষ্টি করিলাম, আর দেখ, প্রত্যেক জাতির ও বংশের ও প্রজাবৃন্দের ও ভাষার বিস্তর লোক, তাহা গণনা করিতে সমর্থ কেহ ছিল না; তাহারা সিংহাসনের সম্মুখে ও মেষশাবকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে" (প্রকা ৭:৯)।

পরিশেষে, মণ্ডলী হল "খ্রীস্টিয়"। মণ্ডলী হল খ্রীস্টের মণ্ডলী। তিনি তাঁর মণ্ডলীকে সোনা-রূপো দিয়ে নয়, কিন্তু তাঁর নিজের রক্ত দিয়ে কিনেছেন: "তোমরা তো জান, তোমাদের পিতৃপুরুষগণের সমর্পিত অলীক আচার ব্যবহার হইতে তোমরা ক্ষয়ণীয় বস্তু দ্বারা, রৌপ্য বা স্বর্ণ দ্বারা, মুক্ত হও নাই, কিন্তু নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক মেষশাবকস্বরূপ খ্রীস্টের বহুমূল্য রক্ত দ্বারা মুক্ত হইয়াছ" (১পিতর ১:১৮-১৯)। এই বিশ্বাসীরা একসময় শয়তানের বন্দী ও দাস ছিল, কিন্তু তাদেরকে মুক্ত করেছেন – তিনি তাদের

মুক্তিপণ দিয়েছেন। তারা তাঁর শ্রমের মজুরি। যীশু মণ্ডলীর মস্তক: "আর তিনিই দেহের অর্থাৎ মণ্ডলীর মস্তক" (কল ১:১৮)।

"যীশু হলেন প্রভু", তা প্রথম মণ্ডলীর খ্রীস্টবিশ্বাসীরা স্বীকার করেছিল। প্রাচীন প্রাচ্য দেশের সংস্কৃতিতে এটি ছিল সর্বোচ্চ উপাধি, যা কেউ কোনও ব্যক্তিকে দিতে পারত। খ্রীস্টবিশ্বাসীদের জন্য, বিশেষ করে মণ্ডলীর জন্য যীশু ছিলেন সমস্ত কিছুর অবিসংবাদিত প্রভু। তাঁতে সংযুক্ত হওয়া ছিল এক অবর্ণনীয় অধিকার। রোমান ক্যাথলিক মণ্ডলীর পোপ নিজেকে পৃথিবীতে খ্রীস্টিয় মণ্ডলীর মস্তক হিসাবে তুলে ধরে। এটা বলা হয়ে থাকে যে, তা করার দ্বারা পোপ মণ্ডলীর মাথা কেটেছে। তবে আমরা স্বীকার করি যে, পুরুষ যেমন নারীর মস্তক, তেমনই যীশু মণ্ডলীর মস্তক (১করি ১১:৩)। মণ্ডলী হল খ্রীস্টের মণ্ডলী। কোনও পোপ, পৃথিবীর কোনও রাজা বা নেতা বলতে পারে না, "আমিও মণ্ডলীর রাজা"। খ্রীস্টকে অসম্মান করেই কেউ সেই অধিকার অর্জন করার চেষ্টা করতে পারে। মণ্ডলীতে খ্রীস্ট রাজা এবং প্রভু। তিনি সেখানে শাসন করেন, আর কেউ না। যীশু বলেছেন, "তোমাদের গুরু একজন, এবং তোমরা সকলে ভ্রাতা" (মথি ২৩:৮)।

পৃথিবীতে মণ্ডলীর একটা কাজ আছে। সমস্ত মানুষ ও জাতির কাছে সুসমাচার প্রচারের জন্য এবং বাক্য দ্বারা সদস্যদের নির্দেশনা ও লালন-পালনের জন্য মণ্ডলী ঈশ্বর দ্বারা নিয়োজিত। এখন মণ্ডলী কীভাবে এই কাজ সেই জগতে সম্পন্ন করবে, যে জগৎ বিভিন্ন সরকারের দ্বারা পরিচালিত হয়, যারা খ্রীস্টকে মণ্ডলীর রাজা হিসাবে স্বীকার করে না? এর ফলে প্রায়ই দ্বন্দ্ব, নিপীড়ন ও তাড়না ঘটে! কিন্তু এই সমস্ত কিছু বাধার মধ্যে, এই হারিয়ে যাওয়া জগতে সুসমাচার ছড়ানোর কাজে, মণ্ডলী ঈশ্বরের এক হাতিয়ার।

বাইবেলে, মণ্ডলীকে "খ্রীস্টের দেহ" বলা হয়, আবার "পবিত্র আত্মার মন্দির" বলা হয়, যেখানে ঈশ্বর বাস করেন। ব্যাভিচারের মতো পাপের ক্ষেত্রে প্রেরিতশিষ্য করিন্থের খ্রীস্টবিশ্বাসীদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তোমরা কি জান না যে, তোমাদের দেহ খ্রীষ্টের অঙ্গ?" (১করি ৬:১৫)। আর ১৯ পদে তিনি বলেছিলেন, "অথবা তোমরা কি জান যে, তোমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে থাকেন?"। এই নামগুলি আমাদের শেখায় যে, মণ্ডলী কোনও বিল্ডিং বা সংগঠনের থেকে অনেক বেশি কিছু। মণ্ডলী কিছু মানুষের সমাবেশ, যারা খ্রীস্টের দেহ, এবং যাদের হৃদয়ে পবিত্র আত্মা বাস করেন। এগুলি আত্মিক বিষয়, যা আমাদের কাছে অদৃশ্য। আমরা বলতে পারি না যে, পবিত্র আত্মা এই পুরুষ বা এই নারীর মধ্যে বাস করেন, এবং ঐ পুরুষ বা ঐ নারীর মধ্যে বাস করেন না। যা দৃশ্যণীয় তা আমরা দেখি, কিন্তু হৃদয়ে যা আছে, তা একমাত্র ঈশ্বর দেখতে পান।

তা সত্ত্বেও, অদৃশ্য অনুগ্রহ লুকানো থাকে না। কে যীশুর আত্মিক দেহের সদস্য, আর কার হৃদয়ে পবিত্র আত্মা বাস করেন, তা কারোর জীবনযাত্রায় দেখতে পাওয়া যায়। যীশু শিক্ষা দিয়েছেন, "তোমরা তাহাদের ফল দ্বারাই তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে" (মথি ৭:১৬)। পবিত্র আত্মার অদৃশ্য কাজ জগতে দেখা যায়, যখন বিশ্বাসীরা একটা মণ্ডলী তৈরি করে - অর্থাৎ যখন তারা গান, প্রার্থনা করার জন্য, ঈশ্বরের বাক্য শোনার জন্য এবং গরিবদের সাহায্য করার জন্য একত্রিত হয়। এইভাবে যেখানে যেখানে প্রেরিতদের পরিচর্যা কাজ আশীর্বাদ পেয়েছে, সেখানে মণ্ডলী স্থাপিত হয়েছে, কর্মচারীদের নিয়োগ করা হয়েছে এবং আরাধনার স্থান স্থাপিত হয়েছে।

প্রেরিতদের পত্রগুলিতে, আমরা পালক, শিক্ষক, প্রাচীন এবং পরিচারকদের সম্পর্কে পড়ি। প্রাচীনদের ক্ষেত্রে, শিক্ষাদানকারী প্রাচীন এবং শাসনকারী প্রাচীনদের মধ্যে একটি স্বতন্ত্রতা বজায় রাখা হয়েছে। এই স্বতন্ত্রতার বিষয় আমরা প্রেরিত ১১:৩০ এবং ১তীমথি ৫:১৭ পদে পড়ে থাকি। পরিচারকদের ক্ষেত্রে আমরা ১তীমথি ৩:৮, ১০ এবং ১২ পদে পড়ি যে, তারা গরিবদের সাহায্য করতেন। পৌল যখন ফিলিপীর মণ্ডলীর কাছে চিঠি লিখেছিলেন, তিনি বলেছিলেন "খ্রীস্ট যীশুতে স্থিত যত পবিত্র লোক ফিলিপীতে আছেন, তাঁহাদের এবং অধ্যক্ষগণ ও পরিচারকগণের সমীপে" (ফিলি ১:১)।

এইভাবে মণ্ডলী পৃথিবীতে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। সেইজন্য আমরা অদৃশ্য ও দৃশ্য – উভয় মণ্ডলীরই কথা বলি। যখন লোকেরা যীশু খ্রীস্টের নামকে স্বীকার করে, তার মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান মণ্ডলী দেখা যায়।

তারা একসাথে দৃশ্যমান মণ্ডলী গঠন করে, তা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে যখন সে তার মণ্ডলী-গৃহগুলিতে একত্রিত করে, একটি সম্প্রদায় গঠন করে এবং একে-অন্যের পরিচর্যা করে। অদৃশ্য মণ্ডলী হল মণ্ডলীর একটি দিক, যা কেবলমাত্র ঈশ্বর দেখেন ও জানেন। এটি হৃদয়ের মধ্যে পবিত্র আত্মার লুকানো কাজ নিয়ে গঠিত, যার মাধ্যমে মানুষ নতুন জন্ম পায় এবং খ্রীস্টকে বিশ্বাস করে। দৃশ্যমান মণ্ডলী তার কার্যালয়, প্রচার ও শিক্ষার পরিচর্যা, এবং অভাবীদের প্রতি তার যত্নের দ্বারা পৃথিবীতে ঐশ্বরিক নির্দেশনায় খ্রীস্টিয় মণ্ডলীকে প্রকাশ করে থাকে। শাস্ত্র দৃশ্যমান মণ্ডলীকে "সত্যের স্তম্ভ ও দৃঢ় ভিত্তি" বলে থাকে (১তীমথি ৩:১৫)। দৃশ্যমান মণ্ডলী, ঈশ্বরের বাক্যের প্রচার, সংস্কারের প্রয়োগ, যুবক-যুবতীদের শিক্ষা, অভাবীদের তত্ত্বাবধান এবং বিশ্বাসীদের জীবন ও মতবাদের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে, এবং পাপীদেরকে অনুতাপ করতে এবং যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাসের পাশাপাশি, বিশ্বাসীদেরকে লালনপালন ও নির্দেশনার দানের জন্য ঈশ্বরের মনোনীত উপকরণ।

জন ক্যালভিনের বিখ্যাত এবং সম্পূর্ণ বাইবেলসম্মত উক্তি হল: "যার পিতা হিসাবে ঈশ্বর থাকেন, তার অবশ্যই মা হিসাবে মণ্ডলী থাকবে"। মণ্ডলী সম্পর্কে আমাদেরকে এইভাবে চিন্তা করা উচিত। ঈশ্বরের মুক্তির কাজ মণ্ডলীতে দৃশ্যমান। মণ্ডলী যেভাবে নিজের অস্তিত্বকে জগতের কাছে প্রকাশ করে, তা জগতের রাজত্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা। মণ্ডলী আত্মিক অস্তিত্ব, কারণ মণ্ডলী হল ঈশ্বরের রাজ্যের প্রকাশ। তার কাছে তার প্রভু ও রাজা হিসাবে যীশু আছেন, এবং তাঁর আদেশ অনুসারে সে চলে। তার কোনও জাতীয় সীমানা, জাতি এবং ভাষা নেই।

এখন প্রশ্ন হল, সেই আত্মিক রাজ্যের সাথে জাগতিক রাষ্ট্র ও ক্ষমতার সম্পর্ক কী? আমি বিশ্বাস করি, মণ্ডলী এবং রাষ্ট্রের সম্পর্কের বিষয়ে এখানে কিছু বলা দরকার। শাস্ত্র আমাদেরকে দেখায় যে, উভয়েরই ঐশ্বরিক উৎস এবং বাধ্যতামূলকভাবে ঐশ্বরিক দায়িত্ব রয়েছে। সরকারকে বলা হয় ঈশ্বরের পরিচারক, "কেননা সদাচরণের নিমিত্ত তিনি তোমার পক্ষে ঈশ্বরেরই পরিচারক" (রোমীয় ১৩:৪)। ঈশ্বর, যিনি জগতে রাজা হিসাবে শাসন করেন, তিনি তাঁর নামে মানুষদেরকে শাসন করার জন্য সরকার ও প্রতিপত্তি স্থাপন করেছেন। সেই লক্ষ্যে তিনি তাদেরকে কর্তৃত্ব দিয়েছেন। যদিও প্রতিপত্তি ও সরকারেরা মনে করতে পারে যে, তারা নিজেরাই ক্ষমতা পেয়েছে, কিন্তু আসলে ঈশ্বর তাদেরকে সেই ক্ষমতা দিয়েছেন। ভালোদেরকে রক্ষা করার জন্য ও মন্দদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তাদেরকে সেই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। মণ্ডলী হল ঐশ্বরিক ও আত্মিক প্রতিষ্ঠান। তার অস্তিত্ব ঈশ্বর থেকে। যীশু মণ্ডলীর উপরে রাজা হিসাবে শাসন করেন: "আমিই আমার রাজাকে স্থাপন করিয়াছি আমার পবিত্র সিয়োন পর্বতে" (গীত ২:৬)। সে খ্রীস্টের মণ্ডলী, "তোমাদিগকে প্রেরিত ও ভাববাদিগণের ভিত্তিমূলের উপরে গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে; তাহার প্রধান কোণস্থ প্রস্তর স্বয়ং খ্রীস্ট যীশু" (ইফি ২:২০)। তাকে বধূ, দেহ, কনে এবং খ্রীস্টের মণ্ডলী বলা হয়। মণ্ডলী হল পতিত জগতে ঈশ্বরের মুক্তির হস্তক্ষেপের প্রকাশ। মণ্ডলী ঈশ্বরের সম্পত্তি।

এক পতিত মানবজগৎ থেকে, ঈশ্বর এক মণ্ডলীকে অনন্ত জীবনের জন্য মনোনীত করে তাঁর কাছে একত্রিত করেন। মানুষের পতনের ঠিক পরেই তিনি এই কাজটি শুরু করেন, এবং শেষ দিন – যীশুর পুনরাগমনের দিন পর্যন্ত নিজেকে এই কাজে নিযুক্ত রাখবেন। সেইজন্য আমরা মণ্ডলীকে সেই সমস্ত মানুষদের দ্বারা গঠিত দেখি, যাদেরকে ঈশ্বর তাঁর সম্পত্তি হওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন। খ্রীস্টের মণ্ডলী, ঐশ্বরিক উৎস থেকে এসেছে এবং তার আত্মিক চরিত্র রয়েছে।

শাস্ত্র দেখায় যে, মণ্ডলী এবং রাষ্ট্রের আলাদা আলাদা কাজ আছে। মণ্ডলী একটি সমাজ বা সম্প্রদায়, যেটি পৃথিবীতে পরিচিত অন্যান্য কর্তৃত্বের গঠন থেকে আলাদা। খ্রীস্টের ইচ্ছার প্রতি বাধ্য থেকে, একটি সম্প্রদায় গঠন করতে, বিশ্বাসীরা অন্যান্য বিশ্বাসীদের সাথে যুক্ত হয়ে তাদের বিশ্বাসের প্রকাশ্য ঘোষণা করে। তাদের হৃদয়ে বিশ্বাস আর লুক্কায়িত থাকে না, বা তাদের বসবার ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না – পরিবর্তে, তা প্রকাশ্যে স্বীকার করা হয় এবং খ্রীস্টিয় জীবনযাপনের মাধ্যমে অভ্যাস করা হয়। মণ্ডলীর আহ্বান হল জগতের কাছে তার বিশ্বাসের সাক্ষ্য দেওয়া। যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে – আর তাদের মধ্য দিয়ে সমগ্র মণ্ডলীকে এই আজ্ঞা দিয়েছিলেন, "তোমরা আমার সাক্ষী হইবে" (প্রেরিত ১:৮)। জগতের মধ্যে মণ্ডলী সাক্ষ্য দেয় যে, যীশু হলেন খ্রীস্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র।

মণ্ডলী যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সাক্ষ্য দেয় এবং ঘোষণা করে, "আর অন্য কাহারও কাছে পরিত্রাণ নাই; কেননা আকাশের নিচে মনুষ্যদের মধ্যে দত্ত এমন আর কোনও নাম নাই, যে নামে আমাদিগকে পরিত্রাণ পাইতে হইবে" (প্রেরিত ৪:১২)। মণ্ডলী জগতের মানুষদের সাথে যুক্ত, তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে ও তাদেরকে খ্রীস্টের শিষ্য করে তুলতে। যীশু আদেশ করেছেন, "অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর; আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও" (মথি ২৮:১৯-২০)। রাষ্ট্র এই বিষয়ে মণ্ডলীকে বাধা নাও দিতে পারে, পরিবর্তে তার আহ্বান এই কাজকে তুলে ধরা।

মণ্ডলীর পাশাপাশি পৃথিবীতে আরও একটি সমাজ আছে, প্রকৃতি ও চরিত্রে মণ্ডলী থেকে আলাদা, এটিকে রাষ্ট্র বা নাগরিক সরকার বলা হয়। পৃথিবীতে ন্যায়বিচার, শৃঙ্খলা এবং নিয়মনিষ্ঠার জন্য ঈশ্বর এটির প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রশ্ন হল, এই দু'ধরনের শক্তি কীভাবে একে-অন্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত? তারা কি একে-অন্যের সাহায্যের জন্য, নাকি দ্বন্দ্বের জন্য? শাস্ত্র শিক্ষা দেয় যে, উভয় সমাজই পরিত্রাণের পরিকল্পনা সম্পন্ন করার জন্য ঈশ্বর দ্বারা স্থাপিত। মণ্ডলীকে আহ্বান করা হয়েছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য, এবং মানুষের আত্মিক সমৃদ্ধিকে তুলে ধরার জন্য। রাষ্ট্র মানুষের শারীরিক সমৃদ্ধিকে তুলে ধরে, এবং এর আহ্বান হল আইন-শৃঙ্খলার দ্বারা জগৎকে বিশৃঙ্খলার মধ্য থেকে রক্ষা করা। মণ্ডলী এইভাবে জগতে তার কাজ করতে সক্ষম হবে।

মণ্ডলী এবং রাষ্ট্র দুটি আলাদা রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। যীশু পীলাতকে বলেছিলেন, "আমার রাজ্য এ জগতের নয়" (যোহন ১৮:৩৬)। প্রাচীন স্কটল্যাণ্ডের লোকেরা রাজা চার্লসকে বলেছিল, "স্কটল্যাণ্ডে দুটি রাজ্য আছে। স্কটল্যাণ্ডের রাজ্য, যার রাজা আপনি। কিন্তু এখানে ঈশ্বরের রাজ্যও আছে, যেখানে খ্রীস্ট রাজা হিসাবে রাজত্ব করেন"। এর ফলে যুদ্ধ ও তাড়না নেমে এসেছিল। রাষ্ট্র বা নাগরিক সরকারের আহ্বান মণ্ডলীকে রক্ষা করার, যাতে খ্রীস্টবিশ্বাসীরা স্বাধীনভাবে তাদের বিশ্বাসের ঘোষণা করছিল। তবে মণ্ডলীর উপরে রাষ্ট্রের কোনও কর্তৃত্ব নেই। বিপরীতে, যদিও রাষ্ট্রের মধ্যে মণ্ডলীর কোনও এক্তিয়ার নেই, তবুও মণ্ডলীকে অবশ্যই রাষ্ট্রকে শিক্ষা দিতে হবে। ঈশ্বরের আইন অনুসারে শাসন করার জন্য মণ্ডলীকে অবশ্যই সরকারকে জাগিয়ে তুলতে হবে। সরকারের সমস্ত স্তরের জন্য মণ্ডলীকে প্রার্থনা করতে হবে, এবং সরকারকে সম্মান ও তার প্রতি বাধ্য থাকতে অবশ্যই খ্রীস্টবিশ্বাসীদের শিক্ষা দিতে হবে।

যাই হোক না কেন, সরকারের প্রতি মণ্ডলীর বাধ্যতার ক্ষেত্রে সবসময়েই একটা সীমা থাকে। রাষ্ট্র যদি ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্যতার দাবি করে এবং ঈশ্বরের আজ্ঞার বিপরীতে কাজ করে, তাহলে খ্রীস্টবিশ্বাসী অবশ্যই রাষ্ট্রের থেকে ঈশ্বরের প্রতি বেশি বাধ্য থাকবে। যিহূদী কর্তৃত্ব যখন প্রেরিতদেরকে যীশুর বিষয়ে বলতে বারণ করেছিল, পিতর তা করতে অস্বীকার করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, "মনুষ্যদের অপেক্ষা বরং ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে হইবে" (প্রেরিত ৫:২৯)। অতীতে এবং বর্তমানে কিছু কিছু দেশে, এই বিষয়টি খ্রীস্টিয় মণ্ডলীকে নির্যাতনের দিকে, এমনকি খ্রীস্টবিশ্বাসীদের উপরে তাড়না নিয়ে এসেছে।

প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র "সাধুদের সহভাগিতার" কথা বলে। খ্রীস্টবিশ্বাসী সাধুদের সহভাগিতায় বিশ্বাস করে। খ্রীস্টবিশ্বাসীদের সহভাগিতার জন্য গ্রিক নতুন নিয়মে "কৈননিয়া" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ অংশগ্রহণ করা – অংশী হওয়া। এটি সংহতিকে প্রকাশ করে। এক সাধারণ কারণ খ্রীস্টবিশ্বাসীদেরকে সংযুক্ত করে। সাধুদের এই সহভাগিতার মূলে রয়েছে এক ব্যক্তির সঙ্গে তাদের সংযুক্ততা, তিনি যীশু খ্রীস্ট। প্রথমত, বিশ্বাসীরা খ্রীস্টেতে সংযুক্ত, এবং খ্রীস্টেতে তারা অন্যান্য বিশ্বাসীদের সাথে সংযুক্ত। সাধুদের সহভাগিতার কেন্দ্রবিন্দুতে খ্রীস্ট রয়েছেন। একজন ব্যক্তির বিশ্বাস হল এমন বিশ্বাস, যা প্রথম ও প্রধানত তাকে যীশু খ্রীস্টের সাথে সংযুক্ত করে। তবে এটি বিশ্বাসীকে অন্যান্য বিশ্বাসীদের সাথেও সংযুক্ত করে। বিশ্বাসী, খ্রীস্টেতে যে মুক্তির স্বাদ পেয়েছে, তা আত্মকেন্দ্রিক মুক্তি নয়। এটা এমন এক মুক্তি, যা একজন অন্যজনের সাথে ভাগ করে নিতে চায়। বিশ্বাসীরা তাদের প্রভু খ্রীস্টের বিষয়ে বলতে চায়, শুনতে চায়, গান করতে চায়, এবং সহবিশ্বাসীদের সাথে ঈশ্বরের

প্রশংসা করতে চায়। বিশ্বাসী নিজেকে আলাদা করে রাখবে না। সে কখনই একজন একাকী খ্রীস্টবিশ্বাসী হবে না। খ্রীস্টবিশ্বাসী সহভাগিতা চায় এবং তা অন্যান্য বিশ্বাসীদের মাঝে খুঁজে পায়। পবিত্র আত্মা আমাদেরকে খ্রীস্টের সাথে সংযুক্ত করে, পাশাপাশি একে-অন্যের সাথেও।

সারা পৃথিবীতে ঈশ্বরের সন্তানেরা এই একই বিশ্বাসে, একই ভালোবাসায় এবং একই আশায় খ্রীস্টের সাথে সংযুক্ত। তারা সকলে একই বিপদ থেকে রক্ষা পাবে, এবং যীশু দ্বারা পাপ, মৃত্যু এবং ধ্বংস থেকে রক্ষা পাবে। তারা সকলে যীশুর রক্ত দ্বারা তাদের পাপ থেকে পরিস্কৃত হয়েছে, এবং শরীর ও আত্মার অনন্ত পরিত্রাণের প্রত্যাশায় রয়েছে। পাপ, জগৎ এবং শয়তানের সাথে তাদের সকলেরই একই সংগ্রাম রয়েছে। তারা সকলেই দেহাবশেষ নিয়ে একই যুদ্ধ করে। তাদের মধ্যে এতকিছু বিষয় তাদেরকে একসঙ্গে বেঁধে রাখে। যখন তারা মিলিত হয়, কথা বলে, প্রার্থনা করে, গান করার পাশাপাশি ঈশ্বরের বাক্যের প্রচার শোনে, এবং প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ করে, তখন তারা এই আত্মিক সহভাগিতার অভিজ্ঞতা লাভ করে। এটা এক সহভাগিতা, যা তাদেরকে কেবলমাত্র একে-অন্যের আশা, বিশ্বাস ও ভালোবাসাকে আদান-প্রদান করা নয়, পাশাপাশি একে-অন্যের আনন্দ ও দুঃখকেও আদান-প্রদানের দিকে পরিচালিত করে। পৌল লিখেছেন, "যাহারা আনন্দ করে, তাহাদের সহিত আনন্দ কর; যাহারা রোদন করে, তাহাদের সহিত রোদন কর" (রোমীয় ১২:১৫)। এটা এক সহভাগিতা, যা জেরুশালেমের নতুন খ্রীস্টবিশ্বাসীদেরকে গরিবদের সাথে তাদের সম্পত্তি ভাগ করতে উৎসাহিত করেছিল: "আর যে বহুসংখ্যক লোক বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহারা একচিত্ত ও একপ্রাণ ছিল; তাহাদের একজনও আপন সম্পত্তির মধ্যে কিছুই নিজের বলিত না; কিন্তু তাহাদের সকল বিষয় সাধারণে থাকিত" (প্রেরিত ৪:৩২)।

প্রেরিতদের পত্রগুলি ক্রমাগতভাবে একে-অন্যের সাথে সহভাগিতা বজায় রাখার জন্য সতর্ক করেছে: "অতএব প্রভুতে বন্দি আমি তোমাদিগকে বিনতি করিতেছি, তোমরা যে আহ্বানে আহূত হইয়াছ, তাহার যোগ্যরূপে চল। সম্পূর্ণ নম্রতা ও মৃদুতা সহকারে, দীর্ঘসহিষ্ণুতা সহকারে চল; প্রেমে পরস্পর ক্ষমাশীল হও, শান্তির যোগবন্ধনে আত্মার ঐক্য রক্ষা করিতে যত্নবান হও" (ইফি ৪:১-৩)। খ্রীস্টবিশ্বাসীদের মধ্যে ভেদাভেদ মণ্ডলীর এক গুরুতর অভিযোগ। এটি একতার জন্য যীশুর প্রার্থনার বিরোধিতা করে: "যেন তাহারা সকলে এক হয়" (যোহন ১৭:২১)। যীশু এই প্রার্থনা করেছিলেন। তবে এর অর্থ এই নয়, যে সমস্ত বিশ্বাসীরা খ্রীস্টবিশ্বাসের মূল সত্যগুলিকে অস্বীকার করে, আমরা তাদের সাথে সংযুক্ত হই। এর অর্থ এই, আমরা অবশ্যই তাদের সাথে এক হওয়ার চেষ্টা করব, যারা বাইবেলের মতবাদগুলিকে স্বীকার করে। বিভিন্ন ডিনোমিনেশনের মধ্যে দুঃখজনক বিভাজন সত্ত্বেও, আমরা সাধুদের সহভাগিতায় বিশ্বাস করি।

পৃথিবীর সমস্ত প্রকৃত বিশ্বাসীদেরকে যদি এক জায়গায় জড়ো করা সম্ভব হত, এবং তাদের আশা, বিশ্বাস, ভালোবাসা এবং সংগ্রামের বিষয়ে একে-অপরকে বলতে দেওয়া হত, তখনও তারা এক থাকত - যদিও তারা কেউ কাউকে কখনও দেখেনি বা চেনেনি। এই সহভাগিতার সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা স্বর্গে বোঝা যাবে। সেইজন্য আমরা স্বীকার করি, "আমি পবিত্র সর্বজনীন মণ্ডলী, সাধুদের সহভাগিতায় বিশ্বাস করি"।

প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র

রেভা. কর্ণেলিস হ্যারিঙ্ক

প্রতিলিপি – বক্তৃতা ১১

নিবন্ধ ১০: পাপের ক্ষমা

প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রের ১০ নং নিবন্ধে, খ্রীস্টবিশ্বাসী স্বীকার করে, "আমি পাপমোচনে বিশ্বাস করি"। ছোট হলেও এই নিবন্ধটি অসামান্য উপাদানের ভরপুর। অল্প কথায় অনেক কিছু বলা যায়। মনে হয়, এই স্বীকারোক্তিটি সরাসরি গীতসংহিতা ১৩০ থেকে নেওয়া। এই গীতে প্রশ্ন করা হয়েছে, "হে সদাপ্রভু, তুমি যদি অপরাধ সকল ধর, তবে, হে প্রভু কে দাঁড়াইতে পারিবে?" (গীত ১৩০:৩)। উত্তর হল, কেউই নয়। কারণ আমরা "কেননা সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরববিহীন হইয়াছে" (রোমীয় ৩:২৩)। "ধার্মিক কেহই নাই, একজনও নাই" (রোমীয় ৩:১০)। ঈশ্বরের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী দোষী। তবে, বিশ্বাসের একটা স্বীকারোক্তি করা হয়: "কিন্তু তোমার কাছে ক্ষমা আছে, যেন লোকে তোমাকে ভয় করে" (গীত ১৩০:৪)। কী আশীর্বাদপ্রাপ্ত স্বীকারোক্তি এটি! ঈশ্বর সম্বন্ধে এখানে একটা বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, যা আমাদের প্রত্যেকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, আর সেটা হল ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা আছে। ঈশ্বর ক্ষমা করেন! তিনি পাপ ও অন্যায় ক্ষমা করেন। গীতসংহিতা ১৩০ বলে, "তোমার কাছে ক্ষমা আছে"। এই গীতটি ক্ষমার বিষয়ে বলে, যে ক্ষমা ঈশ্বরের চরিত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যেমন আলো সূর্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এটি বলে, "তোমার কাছে ক্ষমা আছে" - এটি ঈশ্বরের ।

ক্ষমা হল ঈশ্বরের সত্ত্বার এক মৌলিক উপাদান। তাঁর অনুগ্রহের প্রকৃতি থেকে ক্ষমা আসে। সদাপ্রভু মোশিকে বলেছিলেন, "সদাপ্রভু, সদাপ্রভু, স্নেহশীল ও কৃপাময় ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর এবং দয়াতে ও সত্যে মহান; সহস্র সহস্র [পুরুষ] পর্যন্ত দয়ারক্ষক, অপরাধের, অধর্মের ও পাপের ক্ষমাকারী" (যাত্রা ৩৪:৬-৭)। অপরিসীম ধার্মিকতা ও অনুগ্রহ হল সেই উৎস, যেখান থেকে ক্ষমা আসে। "কারণ, হে প্রভু, তুমি মঙ্গলময় ও ক্ষমাবান" (গীত ৮৬:৫)। ঈশ্বর যদি অসীম ধার্মিক না হতেন, তাহলে ক্ষমা থাকত না। শাস্ত্র ঈশ্বরকে ক্ষমার ঈশ্বর বলে থাকে: "কিন্তু তুমি ক্ষমাবান ঈশ্বর, কৃপাময় ও স্নেহশীল, ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান, তাই তাহাদিগকে ত্যাগ করিলে না" (নহি ৯:১৭)। ঈশ্বর সম্বন্ধে গীতসংহিতা ১০৩ বলে, "তিনি তোমার সমস্ত অধর্ম ক্ষমা করেন" (৩ পদ)। এবং যিশাইয় ভাববাদী ঈশ্বর সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন, "কেননা তিনি প্রচুররূপে ক্ষমা করিবেন" (যিশা ৫৫:৭)।

নতুন সন্ধিতে, ক্ষমাকে মহান প্রতিজ্ঞা হিসাবে দেখানো হয়েছে: "আমি তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিব, এবং তাহাদের পাপ আর স্মরণে আনিব না" (যির ৩১:৩৪)। নতুন নিয়ম বলে যে, যোহন বাপ্তাইজক জন্মেছিলেন, "তাঁহার প্রজাদের পাপমোচনে তাহাদিগকে পরিত্রাণের জ্ঞান দিবার জন্য" (লুক ১:৭৭)। যীশু লোকদের পাপ ক্ষমা করেছিলেন। তাঁকে পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। তিনি পক্ষাঘাতী ব্যক্তির পাপ ক্ষমা করে, ফরিসী ও সদ্দূকীদের বলেছিলেন, "কিন্তু পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করিতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা যেন তোমরা জানিতে পার" (লুক ৫:২৪)। তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে ঈশ্বরের ক্ষমার বাণী প্রচার করতে জগতে প্রেরণ করেছিলেন: "আর তাঁহার নামে পাপমোচনার্থক মনপরিবর্তনের কথা সর্বজাতির কাছে প্রচারিত হইবে" (লুক ২৪:৪৭)। সুসমাচার প্রচারের মূল বিষয়বস্তু ছিল পাপের ক্ষমা। কর্ণেলিয়ের বাড়িতে পিতর যীশু সম্পর্কে বলেছিলেন, "তাঁহার পক্ষে ভাববাদীরা সকলে এই সাক্ষ্য দেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে তাঁহার নামের গুণে পাপমোচন প্রাপ্ত হয়" (প্রেরিত ১০:৪৩)। ক্ষমা হল অনুগ্রহ, যা যীশু অর্জন করেছেন। ইফিষীয় ১:৭ পদ বলে, "যাঁহাতে আমরা তাঁহার রক্ত দ্বারা মুক্তি, অর্থাৎ অপরাধ সকলের মোচন পাইয়াছি; ইহা তাঁহার সেই অনুগ্রহ-ধন অনুসারে হইয়াছে"।

ক্ষমা মন্দের উপস্থিতিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এক মন্দতা আছে যেটির ক্ষমার প্রয়োজন, যেমন পাপ। যদি এটির ক্ষমা না হয়, তাহলে আমাদেরকে অনন্তকাল ধরে কষ্টভোগ করতে হবে। পাপের মন্দতা খুবই ভয়ানক। কিন্তু ঈশ্বরের গৌরব হোক - ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা আছে। অনুতপ্ত পাপীকে যীশু বলেছিলেন, "তোমার পাপ সকল ক্ষমা হইয়াছে" (লুক ৭:৪৮)। যীশু আমাদেরকে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন, "আর আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর" (মথি ৬:১২)। সেইজন্য ক্ষমা পাপ ও দোষের সাথে যুক্ত।

পাপ সম্পর্কে মানুষ হাল্কাভাবে চিন্তা করে। তারা পাপকে ঈশ্বরের পবিত্র আজ্ঞার লঙ্ঘন হিসাবে দেখে না। তারা পাপকে একটা ভুল, দুর্বলতা, ভুল সিদ্ধান্ত, কিছু পরিস্থিতির ফল, বা অন্যের কারণ হিসাবে দেখে। সর্বোপরি, আমরা এটিকে এখনও মন্দ হিসাবে দেখতে পারি, যা আমরা অন্যদের উপরে চাপিয়ে দিই, কিন্তু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে করা মন্দতা হিসাবে নয়। পাপের এই ধারণা বাতিল হয়েছে। পবিত্র ও ধার্মিক ঈশ্বরের চোখে পাপের মন্দতা যে কত বড়ো, তা দেখতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। বাইবেল অনুসারে পাপ কী? পাপ এবং পাপের কাজ সম্পর্কে শাস্ত্র বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে। পাপ করার জন্য যে শব্দটি সবথেকে বেশি ব্যবহৃত হয়, তার অর্থ, "ব্যর্থ হওয়া", এবং এটি প্রাথমিকভাবে যে লক্ষ্য অর্জন করা উচিত ছিল, তাতে ব্যর্থ হওয়াকে বোঝায়। এটি ব্যর্থতাকে প্রকাশ করে। বাইবেল অনুসারে, মানুষ যখন পাপ করে তখন তাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাতে সে ব্যর্থ হয় অর্থাৎ যখন সে সমস্ত কিছুর ঊর্দ্ধে ঈশ্বরকে, তার প্রতিবেশিকে নিজের মতো ভালোবাসে না। সে তার লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়, জীবনের পথ থেকে সরে যায়, এবং মারা যায়। এভাবে তার আশীর্বাদের অভাব হয়, এবং পরিবর্তে অভিশপ্ত হয়। ঈশ্বর বলেন, "যে সকল লোক আমাকে দ্বেষ করে, তাহারা মৃত্যুকে ভালোবাসে" (হিতো ৮:৩৬)।

আদম ও হবার দ্বারা পৃথিবীতে পাপের আনয়ন হয়েছিল, এবং তাদের মধ্য দিয়ে আমরা সকলে পাপ করেছি। কারণ আমরা সকলে আদমের কটিদেশে ছিলাম, এবং তিনি আমাদের প্রধান ছিলেন। তাই তাদের পাপ সমস্ত মানবজাতির পাপ। প্রেরিতশিষ্য শিক্ষা দিয়েছেন, "কারণ সেই এক মনুষ্যের অনাজ্ঞাবহতা দ্বারা অনেককে পাপী বলিয়া ধরা হইল" (রোমীয় ৫:১৯)। ঈশ্বরে আমাদের সুখ পাওয়ার জন্য আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, অর্থাৎ ঈশ্বর যেমন, তেমনভাবে তাঁকে সম্মান করা ও ভালোবাসা। শয়তানের কথা শুনে, ঈশ্বরের মতো হতে চেয়ে, আমরা আমাদের উদ্দেশ্য ও নিয়তি পূরণে ব্যর্থ হয়েছি। ঈশ্বর যে উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন, পতিত মানুষ আর সেই উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারবে না। প্রেরিতশিষ্য পতিত মানুষের পাপপূর্ণতার দুঃখজনক বিবরণ এই বলে শেষ করেছেন, "কেননা সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরববিহীন হইয়াছে" (রোমীয় ৩:২৩)।

পাপ ও পাপের কাজের জন্য বাইবেল আর একটি শব্দ ব্যবহার করে, "সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া"। এটি কোনও কুটিল ও ভুল কিছুর এবং সীমানা অতিক্রম করার বর্ণনা। যখন কেউ সঠিক নয়, এমন কিছু করে, তখন সে পাপ করে। যোহন লিখেছেন, "যে কেহ পাপাচরণ করে, সে ব্যবস্থা লঙ্ঘনও করে, আর ব্যবস্থা লঙ্ঘনই পাপ" (১যোহন ৩:৪)। বাইবেল পাপকে ঈশ্বরের বিধান লঙ্ঘন করা হিসাবে দেখে। এটা সেই সীমানা অতিক্রম করা, যা ঈশ্বর তাঁর বিধানে দিয়েছেন এই বলে, "তুমি করবে", এবং "তুমি করবে না"। দশ আজ্ঞা পরিস্কার করে সেই রেখা দেখায় ও সীমানা স্থাপন করে। যখন আমরা সেই রেখা অতিক্রম করি, তখন আমরা পাপ করি। আর তার ফল হল মৃত্যু। যে কোনও কাজ যখন ঐশ্বরিক নির্দেশিত পথ থেকে বিচ্যুত করে, তখন তা সর্বনাশ ডেকে আনে: "কেননা পাপের বেতন মৃত্যু" (রোমীয় ৬:২৩)। বাইবেলে পাপ কেবলমাত্র বাস্তব, বা ঈশ্বরের বিধানের লঙ্ঘন নয়। ভুল প্রবৃত্তি থেকে পাপ আসে - মানুষের পতন এবং মন্দ স্বভাব থেকে। যীশু বলেছেন, "কেননা ভিতর হইতে, মনুষ্যদের অন্তঃকরণ হইতে, কুচিন্তা বাহির হয় - বেশ্যাগমন, চৌর্য্য, নরহত্যা, ব্যভিচার, লোভ, দুষ্টতা, ছল, লম্পটতা, কুদৃষ্টি, নিন্দা, অভিমান ও মূর্খতা; এই সকল মন্দ বিষয় ভিতর হইতে বাহির হয়, এবং মনুষ্যকে অশুচি করে" (মার্ক ৭:২১-২৩)।

পরিশেষে, বাইবেল পাপকে এক বিদ্রোহ হিসাবে দেখে - ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এবং তাঁর বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। লুক ১৯:১৪ পদে আমরা যা পড়ি, এটা তার চিহ্নবিশেষ: "আমাদের ইচ্ছা নয় যে, এ ব্যক্তি আমাদের উপরে রাজত্ব করে"। পাপ হল বিদ্রোহী অবাধ্যতা। এটি রাজাদের রাজা ঈশ্বরের

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। গীতসংহিতা ২:২-৩ পদে এইভাবে পাপের বিষয়ে বলা হয়েছে: "পৃথিবীর রাজগণ দণ্ডায়মান হয়, নায়কগণ একসঙ্গে মন্ত্রণা করে, সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে এবং তাঁহার অভিষিক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে; (বলে) আইস, আমরা উহাদের বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলি, আপনাদের হইতে উহাদের রজ্জু খুলিয়া ফেলি"।

পাপ শেষ পর্যন্ত বিপথে নিয়ে যায়। ঈশ্বর থেকে দূরে থেকে কেউ সুখ পেতে পারে, এই মিথ্যা শয়তান আদম ও হবাকে বুঝিয়েছিল, এবং তা বিশ্বাস করাও হয়। শয়তান, আদম ও হবাকে প্রস্তাব দিয়েছিল যে, তারা নিজেরাই ঈশ্বর হলে এবং কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ সে বিষয়ে তাদের নিজেদের নির্ধারণ ছাড়া কোনও কিছুই তাদেরকে সুখী করতে পারবে না। সে বলেছিল, "কেননা ঈশ্বর জানেন, যে দিন তোমরা তাহা খাইবে, সেইদিন তোমাদের চক্ষু খুলিয়া যাইবে, তাহাতে তোমরা ঈশ্বরের সদৃশ হইয়া সদসদ্-জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে" (আদি ৩:৫)। কি মিথ্যা! আদম ও হবা এই মিথ্যাতে বিশ্বাস করেছিল, সেইজন্য তারা ঈশ্বর থেকে - উত্তম মেষপালক এবং তাঁর নিরাপদ চরাণী থেকে দূরবর্তী হয়েছিল। এবং আমরা এখনও এই মিথ্যাকে বিশ্বাস করি। যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ে পাপকে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, "আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়াছি, প্রত্যেকে আপন আপন পথের দিকে ফিরিয়াছি"। পাপের মন্দ প্রকৃতি কী, তা এই বাইবেলসম্মত উল্লেখগুলি স্পষ্ট করে। এটা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধিতা করা, তাঁর রাজপদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, তাঁর উত্তমতাকে উপেক্ষা করা, তাঁর ভালোবাসাকে অবজ্ঞা করা, এবং তাঁর বিশ্বস্ততার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। পাপ হল ঈশ্বর হতে চাওয়া। পাপ হল দাম্ভিক অহঙ্কার। ঈশ্বরকে সম্মান করার পরিবর্তে, নিজেকে সম্মান করা। পাপকে মন্দ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা ঈশ্বর এবং তাঁর সমস্ত কিছু অধিকারের প্রতি বিরোধিতা করা।

সেইজন্য ঈশ্বর পাপকে ঘৃণা করেন, কারণ পাপ তাঁর পবিত্র প্রকৃতির সাথে দ্বন্দ্ব করে। ঈশ্বরের কাছে পাপের মতো দ্বন্দ্বমূলক বিষয় আর কিছু নেই। পাপকে শাস্তি দেওয়া ছাড়া তিনি অন্য কিছু করেন না, বা ইচ্ছাও করেন না। ঈশ্বর যদি পাপের প্রতি উদাসীন হন, তাহলে তিনি তাঁর নিজ সত্তার প্রতি বিরোধিতা করবেন। পাপের ফলাফল আছে, কারণ তা ঈশ্বরকে ক্রোধ করায় এবং শাস্তির বিচারের জন্য আমাদেরকে দায়ী করে।

পাপ আমাদেরকে দূষিত করে। এটা এক সংক্রমণ, যা আমাদের সমগ্র প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে। পাপ আমাদের মনকে অন্ধকার করেছে, ভালো করার জন্য আমাদের ইচ্ছাকে ঘৃণা করেছে, এবং আমাদের আবেগকে কলুষিত করেছে। পাপ হল সবথেকে বড়ো মন্দতা - মৃত্যু এবং নরকের থেকেও মন্দ। যদি পাপ না থাকত, তাহলে মৃত্যু আর নরকও থাকত না। পাপ ঈশ্বরকে ক্রোধ করায়: "কারণ ঈশ্বরের ক্রোধ স্বর্গ হইতে সেই মনুষ্যদের সমস্ত ভক্তিহীনতা ও অধার্মিকতার উপরে প্রকাশিত হইতেছে" (রোমীয় ১:১৮)। এটি এই প্রশ্নের দিকে নিয়ে যায়, কীভাবে ঈশ্বর এমন মন্দকে ক্ষমা করতে পারেন? কীভাবে আমার পাপগুলি ক্ষমা পেতে পারে?

মানুষ যখন ভুল করে বা ব্যর্থ হয়, তখন সাধারণত তারা বলে, "আমি একজন পাপী"। মানুষ সহজেই স্বীকার করবে যে, তারা পাপী। তারা স্বীকার করবে যে, তারা নিখুঁত নয় এবং তাদের জীবনে যেমন হওয়া উচিত, সবকিছু তেমন নয়। যদিও মানুষ এই বিষয়ে খুব চিন্তিত নয়। সর্বোপরি, ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা আছে। বেশিরভাগ মানুষ এটিকে ধরে নেয় যে, ঈশ্বর পাপের ক্ষমা করেন। সেইজন্যই কি তিনি ঈশ্বর নন? অন্যারা একটু আন্তরিক মানসিকতার। তারা আক্ষেপ করে, অপরাধ স্বীকার করে, অনুতাপ করে এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়ার জন্য যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাসকে অপরিহার্য বলে মনে করে। অল্প সংখ্যক কিছু মানুষ আছে, যারা রক্তের প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস করে - ঈশ্বরের পুত্র, যীশু খ্রীস্টের রক্তের দ্বারা পুনর্মিলন।

এখন প্রশ্ন হল, পবিত্র ঈশ্বর কীভাবে পাপ ক্ষমা করতে পারেন? পাপের ক্ষমা, ঈশ্বরের পবিত্রতা ও ন্যায়পরায়ণতার বিরোধী বলে মনে হয়। ঈশ্বর বাইবেলে নিজেকে একজন পবিত্র ঈশ্বর হিসাবে প্রকাশ করেছেন। তাঁর উপস্থিতিতে তিনি মন্দতাকে সহ্য করতে পারেন না: "তুমি এমন নির্মলচক্ষু যে মন্দ দেখিতে পার না, এবং দুষ্কার্যের প্রতি তুমি দৃষ্টিপাত করিতে পার না" (হবককূক ১:১৩)। শাস্ত্র জোরের সাথে শিক্ষা দেয় যে, ঈশ্বর কখনও পাপকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দিতে পারেন না। সদাপ্রভু যখন মোশির

কাছে তাঁর নাম ও প্রকৃতি ঘোষণা করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, " 'সদাপ্রভু, সদাপ্রভু... তিনি অবশ্য [পাপের] দণ্ড দেন; পুত্র পৌত্রদের উপরে, তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত, তিনি পিতৃগণের অপরাধের প্রতিফল বর্ত্তান" (যাত্রা ৩৪:৬-৭)। তাহলে তাঁর আজ্ঞার প্রতি আমাদের অবাধ্যতা তিনি কীভাবে ক্ষমা করতে পারেন, যাতে তিনি আমাদের পাপ আর কখনও মনে না রাখতে পারেন? যিশাইয় ৪৩:২৫ পদ অনুসারে, তিনি কীভাবে বলেন, "আমি, আমিই আমার নিজের অনুরোধে তোমার অধর্ম সকল মার্জনা করি, তোমার পাপসকল মনে রাখিব না।"। ঈশ্বর কীভাবে তাঁর পবিত্রতা এবং ন্যায়পরায়ণতাকে বজায় রেখে পাপীদের ক্ষমা করতে পারেন?

এখানে ঈশ্বরের ভালোবাসা ও প্রজ্ঞা, পাপকে শাস্তি দিতে ও পাপীকে রক্ষা করার উপায় খুঁজে পেয়েছে। এটি যীশু খ্রীস্টের পরিবর্ত ও প্রতিনিধিত্বমূলক মৃত্যুর চমৎকার উপায়, যা পুরাতন নিয়মের বলিদানকার্যে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং নতুন নিয়মের সুসমাচারে প্রচারিত হয়েছে। ইসহাকের প্রতি অব্রাহামের কথা পূর্ণ হয়েছে, "বৎস, ঈশ্বর আপনি হোমের জন্য মেষশাবক জোগাইবেন" (আদি ২২:৮)। ঈশ্বর বলিদানের মেষ জুগিয়েছেন। তিনি তাঁর পুত্রকে পাপীদের জামিনদার ও মধ্যস্থতাকারী হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি তাঁর মনোনীত মণ্ডলীর পাপের শাস্তি যীশুকে দিয়েছেন, সেই জামিনদার ও মধ্যস্থতাকারী, যাতে তিনি পাপীদের ক্ষমা করতে পারেন। "যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরের ধার্মিকতাস্বরূপ হই" (২করি ৫:২১)। ঈশ্বরের ক্ষমা, খ্রীস্টের প্রায়শ্চিত্তের উপর ভিত্তি করে। পাপীদের জন্য যীশুর প্রতিনিধিত্বমূলক দুঃখভোগ হল ঈশ্বরের ক্ষমার ভিত্তি।

সেইজন্য প্রেরিতশিষ্য যীশু সম্পর্কে বলেছেন, "তাঁহাকেই ঈশ্বর তাঁহার রক্তে বিশ্বাস দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত বলিরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন; যেন তিনি আপন ধার্মিকতা দেখান—কেননা ঈশ্বরের সহিষ্ণুতায় পূর্বকালে কৃত পাপ সকলের প্রতি উপেক্ষা করা হইয়াছিল— যেন এক্ষণে যথাকালে আপন ধার্মিকতা দেখান, যেন তিনি নিজে ধার্মিক থাকেন, এবং যে কেহ যীশুতে বিশ্বাস করে, তাহাকেও ধার্মিক গণনা করেন" (রোমীয় ৩:২৫-২৬)। খ্রীস্টেতে, ঈশ্বর পাপের বিচার করেন, এবং বিশ্বাসীদেরকে নির্দোষ করেন। খ্রীস্টেতে, ঈশ্বর তাঁর পবিত্রতা এবং ন্যায়পরায়ণতার বিরোধিতা না করেই ক্ষমা করতে পারেন। অনুগ্রহ, ধার্মিকতার ভিত্তিতে প্রভুত্ব লাভ করেছে। রোমীয় ৫:২১ পদে প্রেরিতশিষ্য দেখায় যে, ধার্মিকতা এবং অনুগ্রহ খ্রীস্টের মধ্য দিয়ে একে-অন্যের সাথে মিলিত হয়। তিনি বলেছেন, "যেন পাপ যেমন মৃত্যুতে রাজত্ব করিয়াছিল, তেমনি আবার অনুগ্রহ ধার্মিকতা দ্বারা, অনন্ত জীবনের নিমিত্ত, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীস্ট দ্বারা, রাজত্ব করে"। এটি মুক্তির এক চমৎকার পথ, যা ঈশ্বর সুসমাচারে যীশু খ্রীস্টেতে প্রকাশ করেছেন। এটি মুক্তির এক পথ, যা অকথনীয় ভালোবাসার সাক্ষ্য দেয়। "যিনি নিজ পুত্রের প্রতি মমতা করিলেন না, কিন্তু আমাদের সকলের নিমিত্ত তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন" (রোমীয় ৮:৩২)। এটি ঈশ্বরের প্রজ্ঞার চমৎকার প্রকাশ। "আহা! ঈশ্বরের ধনাঢ্যতা ও প্রজ্ঞা ও জ্ঞান কেমন অগাধ!" (রোমীয় ১১:৩৩)। তাঁর প্রজ্ঞা, পরিত্রাণের এই পথ খুঁজে পেয়েছে।

এই বিষয়গুলি স্বর্গদূতেরা দেখতে চেয়েছিল (১পিতর ১:১২)। এটাকে সুসমাচারের রহস্য বলা হয়, যার বিষয়ে পৌল বলেছেন, "যাহাতে আমি সাহসপূর্বক সেই সুসমাচারের নিগূঢ়তত্ত্ব জ্ঞাত করিতে পারি" (ইফি ৬:১৯)। রহস্যের জন্য গ্রিক শব্দ "মিস্টেরিয়ন" এক গুপ্ত বিষয়কে বোঝায়, যা প্রকাশিত হয়েছে। নতুন নিয়ম এই শব্দটিকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে, যেমন শেষের সময়ের রহস্য, মৃতদের পুনরুত্থান, এবং ইস্রায়েল জাতির ভবিষ্যৎ। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই শব্দটি সুসমাচার প্রচারের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সুসমাচার প্রচার হল, ঈশ্বরের মুক্তির পরিকল্পনার প্রকাশ ও ঘোষণা। এটি এক রহস্যের প্রকাশ।

পাপের সমস্যা ঈশ-মানব যীশু খ্রীস্টেতে সমাধান হয়েছে। ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা আছে। খ্রীস্টেতে পাপের বিচার হয়েছে, এবং ঈশ্বরের ন্যায়বিচার সন্তুষ্ট লাভ করেছে। মহান মুক্তির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পাপকে দূর করা হয়েছে, এবং অনন্ত ধার্মিকতাকে নিয়ে আসা হয়েছে। এখন সেই সকলের জন্য পাপের ক্ষমা আছে, যারা ক্রুশে হত খ্রীস্টকে বিশ্বাস করে। সুসমাচার প্রচার, কত আনন্দময় ধ্বনি! মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত

পাপীদের জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা আছে। ঈশ্বরের করুণার দরজা প্রতিদিনই খোলা থাকে। যারা করুণা ও ক্ষমা পাওয়ার জন্য আসে, তাদেরকে খালি হাতে ফেরৎ পাঠানো হয় না।

প্রেরিত শিষ্যরা জগতের কাছে সেই আনন্দের বার্তা নিয়ে গিয়েছিলেন - সেই বার্তা যা পাপ ও অপরাধে হারিয়ে যাওয়া পৃথিবীতে পরিত্রাণ নিয়ে আসে। গীতসংহিতা ৩২:১ পদে দায়ূদ বলেছেন, “ধন্য সেই, যাহার অধর্ম ক্ষমা হইয়াছে, যাহার পাপ আচ্ছাদিত হইয়াছে”। যার পাপ ক্ষমা হয়েছে, সে ধন্য। পাপের ক্ষমা সম্পর্কে জানা হল সবথেকে বড়ো আশীর্বাদ। সেই ব্যক্তি ধন্য, যে বলতে পারে, আমি একজন পাপী, যে ক্ষমা পেয়েছে। কিন্তু সেই আশীর্বাদ কেউ কীভাবে পেতে পারে? বাইবেল, পাপের ক্ষমাকে, পাপের জ্ঞান, অনুতাপ, এবং যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে। এক উপায় আছে, যা ক্ষমার দিকে নিয়ে যায়। এটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সেখান থেকে যেন দৃষ্টি না হারায়। অনুতাপ, যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাস এবং জীবনের পুনর্নবীকরণ ছাড়া, কেবল যীশু আমাদের পাপের জন্য মরেছেন বলে মনে করা, বিভ্রান্তি এবং বিপদজনক প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। তাহলে আমাদের আত্মিক ক্ষত প্রকৃতপক্ষে সুস্থ হবে না। বাইবেলে ক্ষমা হল, পাপের জ্ঞান, অনুতাপ এবং যীশু খ্রীস্টের বিশ্বাসের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কযুক্ত। আমাদের পাপের জ্ঞান এবং আমাদের পাপময় অস্তিত্ব, ঈশ্বরের ক্ষমার প্রতি পরিচালিত করে। মানুষ পাপের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করবে, তা কখনও আশা করবেন না, কারণ সে বিষয়ে তারা অজ্ঞ। গীতসংহিতা ৫১-তে দায়ূদ বলেছেন, “কেননা আমি নিজে আমার অধর্ম সকল জানি; আমার পাপ সতত আমার সম্মুখে আছে”। ঈশ্বর, দায়ূদকে এই স্বীকারোক্তিতে এনেছিলেন। তার ভয়ঙ্কর মন্দতার জন্য ঈশ্বরকে তাকে বোঝাতে হয়েছিল। দায়ূদ নিজে তার কৃত পাপ উপলব্ধি করেনি।

প্রথমে বৎশেবার সাথে ব্যাভিচারের পাপের বিষয়ে, এবং তারপরে ঊরিয়ের খুন সম্পর্কে দায়ূদ তার পাপ সম্পর্কে জানতে পারে, যখন নাথন ভাববাদী বিষয়টি তার কাছে তুলে ধরে। তার আগে পর্যন্ত সে তার পাপের প্রতি তার চোখ বন্ধ রেখেছিল, এবং তার আচরণকে স্বাভাবিক বলেই মনে করেছিল। আসলে, রাজারা কি এমন করে না? তাহলে সে কেন তা করতে পারবে না? যাই হোক না কেন, যখন নাথন ভাববাদী তার কাছে এল, এবং ঊরিয়কে খুন করা ও বৎশেবার সাথে তার ব্যাভিচার সম্পর্কে ঈশ্বর কী মনে করছেন, তা বলল, তখন দায়ূদ স্বীকার করল, “আমি সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি” (২শমূ ১২:১৩)। মানুষ যখন ঈশ্বরের সম্মুখাসম্মুখি হবে, তখন সে তার পাপ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান পাবে। অসীম পবিত্র ও ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পাপ কী, তা আমরা বুঝতে পারব না, যদি না ঈশ্বর আমাদেরকে তা দেখান। ইতিমধ্যেই মোশি তা বলেছেন, “তুমি রাখিয়াছ আমাদের অপরাধ সকল তোমার সাক্ষাতে, আমাদের গুপ্ত বিষয় সকল তোমার মুখের দীপ্তিতে” (গীত ৯০:৮)। প্রথমত আমাদের প্রয়োজন, ঈশ্বর আমাদের হৃদয় আলোকিত করবেন, এবং আমাদেরকে দেখাবেন যে, আমরা তাঁর পবিত্র আজ্ঞার লঙ্ঘনকারী, এবং আমাদের পাপে আমরা ঈশ্বরকে ক্রোধান্বিত করেছি। আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের পাপের মুখোমুখি হতে হবে। যতক্ষণ না কেউ তার পাপ দেখছে, ততক্ষণ সে ক্ষমা চাইবে না। সুস্থতার প্রথম ধাপ হল রোগকে জানা। যদিও ঈশ্বর সেই জ্ঞানের গভীরতা স্থির করবেন, তবে কারোর পাপের জ্ঞান ও পাপময় অস্তিত্বের পরিমাপ এমন হতে হবে যে, সে ঈশ্বরের ক্ষমা চাইতে বাধ্য হবে।

এছাড়া বাইবেল পাপের ক্ষমাকে, অনুতাপের সঙ্গে সংযুক্ত করে। যদিও যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে সমস্ত মানুষের কাছে ঈশ্বরের ক্ষমা প্রচার করার আজ্ঞা দিয়েছেন, কিন্তু তাদেরকে অনুতাপের জন্য আহ্বান না করে তারা তা করতে পারবে না। তিনি তাদেরকে আজ্ঞা দিয়েছেন, “আর তাঁহার নামে পাপমোচনার্থক মন-পরিবর্তনের কথা সর্বজাতির কাছে প্রচারিত হইবে” (লুক ২৪:৪৭)। যে গ্রিক শব্দ থেকে অনুতাপ শব্দটি অনুবাদিত হয়েছে, সেটি হল “মেটানোইয়া”। এটিতে ঈশ্বর সম্বন্ধে এবং আপনার নিজের সম্বন্ধে পৃথকভাবে চিন্তা করার, এবং পাপের জন্য দুঃখিত হয়ে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসার অর্থ আছে। পাপের ক্ষমার জন্য যীশু এই অনুতাপকে সংযুক্ত করেছেন। অনুতাপ, ক্ষমাকে মধুর করে তোলে। যখন দায়ূদ তার পাপকে ঈশ্বরের কাছে স্বীকার না করে ঢাকবার চেষ্টা করছিল, তখন তার বিবেক তাকে দোষী করে, এবং ঈশ্বরের অসন্তুষ্টির উপলব্ধি তাকে গ্রাস করে। কিন্তু যখন সে ঈশ্বরের কাছে তার পাপ স্বীকার করে, তখন সমস্ত কিছু কীভাবে পাল্টে যায়। দায়ূদ বলেছিল, “আমি তোমার

কাছে আমার পাপ স্বীকার করিলাম, আমার অপরাধ আর গোপন করিলাম না, আমি কহিলাম, ‘আমি সদাপ্রভুর কাছে নিজ অধর্ম স্বীকার করিব’, তাহাতে তুমি আমার পাপের অপরাধ মোচন করিলে” (গীত ৩২:৫)। তার পাপ ও দোষের স্বীকারোক্তি তাকে ক্ষমার দিকে নিয়ে যায়। অনুতাপ ও ক্ষমার এই সম্পর্কের উপর সমস্ত শাস্ত্রবাক্য জোর দেয়। প্রেরিতশিষ্য যোহন লিখেছেন, “যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্ম্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন, এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্ম্মিকতা হইতে শুচি করিবেন” (১যোহন ১:৯)। দুঃখজনক হৃদয়ের সাথে আমাদের পাপের মন্দতার প্রতি প্রত্যয় হল সেই পথ, যা পাপের ক্ষমার দিকে নিয়ে যায়।

এছাড়া, পাপের ক্ষমা যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যে সমস্ত যিহূদীরা বিধান পালনের দ্বারা ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক হতে পারবে বলে মনে করত, তাদেরকে পৌল সমাজগৃহের মধ্যে বলেছিলেন, “অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা জানিও, এই ব্যক্তি দ্বারা পাপের মোচন তোমাদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে: যে কেহ বিশ্বাস করে, সে সেই সকল বিষয়ে এই ব্যক্তিতেই ধার্মিক গণিত হয়” (প্রেরিত ১৩:৩৮-৩৯)। আমাদের পাপের ক্ষমালাভের মহান আশীর্বাদ, আমাদের সৎ কাজ, প্রায়শ্চিত্তের কাজ, অনুতাপের অশ্রু, বা আন্তরিক প্রার্থনার মধ্যে সুরক্ষিত নয়, বরং কেবল খ্রীস্টে বিশ্বাস দ্বারা সুরক্ষিত। আমরা নিজেদেরকে যীশুর রক্ত ও ধার্মিকতার মধ্যে ফেলে দেওয়ার কারণে, ঈশ্বরের চোখে আমরা ধার্মিক হই। বিধান পালনের দ্বারা নয়, কিন্তু কেবল যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাস দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক গণিত হই।

সুসমাচার সেই সমস্ত লোকের কাছে পাপের ক্ষমার কথা বলে, যারা ক্রুশারোপিত খ্রীস্টকে বিশ্বাস করে। সেইজন্য পাপের ক্ষমা, যীশুর প্রায়শ্চিত্তজনক মৃত্যুর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। রোমীয় ৩ অধ্যায় বলে যে, আমরা “বিনামূল্যে তাঁহারই অনুগ্রহে, খ্রীস্ট যীশুতে প্রাপ্য মুক্তি দ্বারা, ধার্মিক গণিত হই” (২৪ পদ)। যীশু নিজের সম্পর্কে বলেছেন, “কারণ বাস্তবিক মনুষ্যপুত্রও পরিচর্যা পাইতে আসেন নাই, কিন্তু পরিচর্যা করিতে এবং অনেকের পরিবর্তে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে দিতে আসিয়াছেন” (মার্ক ১০:৪৫)। তিনি মুক্তির মূল্য দিতে এবং শয়তান ও পাপের দাসদের উদ্ধার করতে এসেছিলেন। যীশু মশীহ সম্পর্কে যিশাইয় ভাববাদী বলেছেন, “কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্তি চূর্ণ হইলেন; আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্তিল, এবং তাঁহার ক্ষতসকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল” (যিশা ৫৩:৫)। যোহন বাপ্তাইজক যীশুকে “ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপভার লইয়া যান” হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন (যোহন ১:২৯)। প্রেরিতশিষ্য যোহন যীশু সম্পর্কে বলেছেন, “আর তোমরা জান, পাপভার লইয়া যাইবার নিমিত্ত তিনি প্রকাশিত হইলেন, এবং তাঁহাতে পাপ নাই” (১যোহন ৩:৫)। প্রেরিত শিষ্যরা দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেছিলেন যে, যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাস ব্যাতিরেকে পাপের ক্ষমা নাই। পাপের ক্ষমার প্রতি বিশ্বাস এই প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে যে, যারা ক্রুশারোপিত যীশুকে বিশ্বাস করে, তারা পাপের ক্ষমা লাভ করবে। কর্ণেলিয়ের বাড়িতে উপস্থিত লোকদেরকে পিতর বলেছিলেন, “তাঁহার পক্ষে ভাববাদীরা সকলে এই সাক্ষ্য দেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে তাঁহার নামের গুণে পাপমোচন প্রাপ্ত হয়” (প্রেরিত ১০:৪৩)। কাজের দ্বারা বা যোগ্যতার দ্বারা নয়, কিন্তু যীশুর প্রায়শ্চিত্তজনক দুঃখ ও মৃত্যুর উপর বিশ্বাস করার দ্বারা, আমরা আমাদের পাপের ক্ষমা লাভ করি।

দুর্ভাগ্যবশত, মুক্তির এই বাইবেলসম্মত শিক্ষার প্রায়ই অপব্যবহার করা হয়। অনেকে বলবে, “আপনাকে কেবল বিশ্বাস করতে হবে যে, আপনি একজন পাপী এবং যীশু পরিত্রাতা; আর সেইজন্যই আপনার পাপের ক্ষমা হয়ে গেছে”। তবে এই ধরনের জ্ঞানপূর্ণ বিশ্বাস, পাপের প্রকৃত ক্ষমা এবং আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের শান্তি দেয় না। প্রকৃত এবং বাইবেলসম্মত বিশ্বাস এখানে কেন্দ্রবিন্দু। এই ধরনের বিশ্বাস, পাপের জ্ঞান, অনুতাপ এবং যীশুর সমাপ্ত কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যে বিশ্বাস, পাপের ক্ষমা এবং আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের শান্তির কাজ করে, তা হল অনুতপ্ত বিশ্বাস। বিশ্বাস ও অনুতাপ সেই যমজ বাচ্চাদের মতো, যারা একে-অপরের সাথে যুক্ত। যখন আপনি তাদের আলাদা করবেন, তারা দু’জনেই মারা যাবে। দোষী এবং অনুতপ্ত পাপী হিসাবে, আপনি কেবল কালভেরীর ক্রুশের দিকে এবং পাপের জন্য ক্রুশারোপিত যীশুর দিকে তাকাতে পারেন। আমাদের পাপের জন্য

যীশুকে কষ্ট পেতে এবং মরতে দেখা, অনুতপ্ত হৃদয়ে শান্তি আনে। সেইজন্য এটিকে “জীবনরূপ” বলা হয়। এখানে কেবল একটি রূপই যথেষ্ট। আমাদের সান্ত্বনার জন্য এটা বলা হতে পারে যে, আমাদের পরিত্রাণ আমাদের বিশ্বাসের শক্তির উপর নির্ভর করে না, পরিবর্তে খ্রীস্টের উপর বিশ্বাসের মাধ্যমে। কেবল যীশুর কাপড় স্পর্শ করার দ্বারা রক্তস্রাবে ভোগ মহিলাটি সুস্থ হয়েছিল।

পরিশেষে, পাপের ক্ষমা পাপকে পরিত্যাগ করার সাথে সম্পর্কযুক্ত। যীশু তাঁর প্রজাদেরকে তাদের পাপে নয়, কিন্তু পাপ থেকে উদ্ধারের জন্য এসেছিলেন। তিনি আমাদেরকে পাপের মধ্যে ছেড়ে যান না, পরিবর্তে পাপের ক্ষমতা থেকে আমাদেরকে মুক্ত করেন। খ্রীস্ট, যিনি আমাদের পাপের ক্ষমার জন্য নিজেকে বলিকৃত করেছিলেন, তাঁর ভালোবাসার জ্ঞানের মতো কোনও কিছুই পাপের শক্তিকে ভাঙ্গতে পারে না, এবং ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতি ভালোবাসার ইন্ধন জোগাতে পারে না। নতুন জন্মপ্রাপ্ত খ্রীস্টিয় জীবন হল সবথেকে ভালো প্রমাণ যে, আমাদের পাপের ক্ষমা হয়েছে।

কি আশীর্বাদপূর্ণ স্বীকারোক্তি: “আমি পাপমোচনে বিশ্বাস করি”। মার্টিন লুথার যখন ঈশ্বরের পবিত্রতা এবং তার পাপের প্রতি ঈশ্বরের দৃষ্টি সম্পর্কে গভীর অস্বস্তিতে পড়েছিলেন, তখন অ্যাবট ভন স্টপিজ্ তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, সে সকালবেলায় প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র স্বীকার করেছে কিনা। স্বাভাবিকভাবেই তিনি তা করেছিলেন, কারণ সেটি মঠের আচার-অনুষ্ঠান ছিল। এরপর ভন স্টপিজ্ হতাশ হয়ে যাওয়া লুথারকে জিজ্ঞাসা করল, “তুমি কি স্বীকার করনি যে, আমি পাপমোচনে বিশ্বাস করি?”

প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র

রেভা. কর্ণেলিস হ্যারিঙ্ক

প্রতিলিপি – বক্তৃতা ১২

নিবন্ধ ১১: দেহের পুনরুত্থান

প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রের ১১ নং নিবন্ধে খ্রীস্টবিশ্বাসী স্বীকার করে, "আমি শরীরের পুনরুত্থানে বিশ্বাস করি"। লাসারের মৃত্যুর পর যীশু যখন দুঃখে পূর্ণ মার্থার সাথে দেখা করেন, তিনি তাকে বলেছিলেন, "তোমার ভাই আবার উঠবে"। মার্থা উত্তর দিয়েছিল, "আমি জানি, শেষ দিনে পুনরুত্থানে সে উঠবে" (যোহন ১১:২৩-২৪)। সে যীশুর কথাকে ভুল বুঝেছিল। সে চিন্তা করেনি যে, যীশু তার ভাইকে মৃতদের মধ্য থেকে তোলার জন্য এসেছেন। পরিবর্তে, যীশুর কথা তাকে মৃতদের সাধারণ পুনরুত্থানের বিষয়ে চিন্তা করতে সাহায্য করেছিল। তবুও তার উত্তর দেখায় যে, মৃতদের পুনরুত্থান সম্পর্কে যিহূদীদের মধ্যে ব্যাপক বিশ্বাস ছিল। মোশি এবং ভাববাদীদের কথার ভিত্তিতে, যিহূদীরা মৃতদের পুনরুত্থানের সত্যে বিশ্বাস করত। মৃত্যুর পর দেহ ও আত্মার অস্তিত্বের তত্ত্বের বিষয়ে নতুন নিয়মের তুলনায় পুরাতন নিয়মে অস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, তা যেন আমরা অবশ্যই স্বীকার করি। মৃতদের মধ্য থেকে যীশু খ্রীস্টের পুনরুত্থানের কারণে, এই সত্য নতুন নিয়মে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে, সে সম্পর্কে ২তীমথি ১:১০ পদে প্রেরিতশিষ্য যুক্তি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "এবং এখন আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রীস্ট যীশুর প্রকাশ প্রাপ্তি দ্বারা প্রকাশিত হইল, যিনি মৃত্যুকে শক্তিহীন করিয়াছেন, এবং সুসমাচার দ্বারা জীবন ও অক্ষয়তাকে দীপ্তিতে আনিয়াছেন"।

নতুন নিয়মের সুসমাচার, পুরাতন নিয়মের তুলনায় দেহের পুনরুত্থানের সত্যের স্পষ্ট প্রকাশ। প্রকাশিত বাক্য ২০:১৩ পদে যা বলা হয়েছে, আসুন আমরা সে বিষয়ে চিন্তা করি: "আর সমুদ্র আপনার মধ্যবর্তী মৃতগণকে সমর্পণ করিল, এবং মৃত্যু ও পাতাল আপনাদের মধ্যবর্তী মৃতগণকে সমর্পণ করিল, এবং তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন কার্যানুসারে বিচারিত হইল"। নতুন নিয়মের সুসমাচারের বার্তা স্পষ্টভাবে মৃত্যুর পর দেহ ও আত্মার অস্তিত্বের বিষয়ে বলে। বিশ্বাসীরা দেহের এক গৌরবময় পুনরুত্থানের আশা করেছিল। খ্রীস্টের পুনরুত্থান খ্রীস্টবিশ্বাসীদেরকে এক আশা দিয়েছে, যা মৃত্যু ও কবরের বাইরে পৌঁছেছে।

তাদের পরিত্রাতা খ্রীস্টকে পুনরুত্থানের প্রথম ফল বলা হয়। এতে বোঝা যায় যে, সম্পূর্ণ ফসল সংগ্রহ করা হবে এবং ঈশ্বরের সন্তানদের পুনরুত্থান, তাদের স্বর্গীয় প্রভুর মতোই হবে। তাঁর পুনরুত্থান ছিল দৈহিক পুনরুত্থান এবং তাদেরও তেমন পুনরুত্থান হবে। রোমীয় ৮:১১ পদে আমাদেরকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর তাঁর আত্মা দ্বারা বিশ্বাসীদের নশ্বর দেহগুলিকে তুলবেন। "আর যিনি মৃতগণের মধ্য হইতে যীশুকে উঠাইলেন, তাঁহার আত্মা যদি তোমাদিগেতে বাস করেন, তবে যিনি মৃতগণের মধ্য হইতে খ্রীষ্ট যীশুকে উঠাইলেন, তিনি তোমাদের অন্তরে বাসকারী আপন আত্মা দ্বারা তোমাদের মর্ত্ত্য দেহকেও জীবিত করিবেন"।

বিশ্বাসীর হৃদয়ে পবিত্র আত্মার বাস হল তাদের নশ্বর দেহের গৌরবময় পুনরুত্থানের প্রমাণ। সেই একই আত্মা তাদের আত্মিক মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছিলেন, এবং এখন তাদের মধ্যে বাস করেন, তিনি তাদের দেহগুলিকে দৈহিক মৃত্যু থেকেও তুলবেন। পবিত্র আত্মা তাঁর স্বর্গীয় ক্ষমতায়, আমাদের নশ্বর দেহকে প্রাণবন্ত করবেন। তিনি তাঁর পূর্বের আবাসকে পুনর্গঠন করবেন, পুনর্জীবিত করবেন এবং সেটির মধ্যে আবার প্রবেশ করে, অনন্তকাল তাঁর মহিমা দিয়ে সেটিকে পূর্ণ করবেন।

যদিও পুরাতন নিয়মের ঈশ্বর-ভক্তরা, এই জীবনে ঈশ্বরের আনুকূল্যের অভিজ্ঞতা লাভের উপর বেশি জোর দিয়েছিল, তবুও মৃতদের পুনরুত্থান সম্পর্কে বিশ্বাস, পুরাতন নিয়মে অনুপস্থিত ছিল না।

পুরাতন নিয়ম, মানুষের দেহ ও আত্মার সচেতন এবং ক্রমাগত অস্তিত্বের বিষয়ে বলে, অনন্তকাল সুখ বা অনন্তকাল দুঃখের কোনও এক জায়গায়। আমরা ইতিমধ্যেই হনোকের বিষয়ে পড়েছি: "হনোক ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিতেন। পরে তিনি আর রহিলেন না, কেননা ঈশ্বর তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন" (আদি ৫:২৪)। তাকে পৃথিবী থেকে দেহ ও আত্মাসহ তুলে নেওয়া হয়, আর স্বর্গ ছাড়া তিনি কোথায় যেতে পারেন? তবে, অবিশ্বাসীর জীবন অনন্তকালের অন্ধকারে শেষ হবে। "দুষ্টেরা পাতালে ফিরিয়া যাইবে, যে জাতিরা ঈশ্বরকে ভুলিয়া যায়, তাহারাও যাইবে" (গীত ৯:১৭)। বিশ্বাসীদের পরিত্রাণে তাদের কোনও অংশ নেই। পুরাতন নিয়মের বিশ্বাসীরা, মৃত্যুর পর তাদের দেহ ও আত্মার আশীর্বাদপূর্ণ অনন্তকালীন আশা সম্পর্কে বলেছে।

মৃতদের পুনরুত্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যাকে "ইস্রায়েলের আশা" বলা হয়। পৌলকে যখন যিহূদী ধর্মীয় সভার সামনে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকা হয়, তিনি জানতেন যে সভার একটা অংশ সদ্দূকীদের নিয়ে তৈরি, যারা মৃতদের পুনরুত্থান সম্পর্কে বিশ্বাস করত না, এবং সভার অন্য একটা অংশ ফরিসীদের নিয়ে তৈরি, যারা মৃতদের পুনরুত্থানে বিশ্বাস করত, তিনি সভার সামনে বললেন, "হে ভ্রাতৃগণ, আমি ফরীশী এবং ফরীশীদের সন্তান; মৃতদের প্রত্যাশা ও পুনরুত্থান সম্বন্ধে আমার বিচার হইতেছে" (প্রেরিত ২৩:৬)।

ইস্রায়েলের কাছে পুনরুত্থানের আশা ছিল অমরত্বের আশা, অর্থাৎ ঈশ্বরের অনন্ত রাজ্যে কারোর দেহে ও আত্মায় ক্রমাগত অস্তিত্বের আশা। গীতসংহিতা ১৬-তে দায়ূদ আশা সম্পর্কে বলেছেন, "তুমি আমাকে জীবনের পথ জ্ঞাত করিবে, তোমার সম্মুখে তৃপ্তিকর আনন্দ, তোমার দক্ষিণ হস্তে নিত্য সুখভোগ" (গীত ১৬:১১)। গীতসংহিতা ১৭-তে তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন, "আমি তো ধার্মিকতায় তোমার মুখ দর্শন করিব, জাগিয়া তোমার মূর্তিতে তৃপ্ত হইব" (গীত ১৭:১৫)। এছাড়া আমরা ইয়োবের কথা চিন্তা করি, যিনি বলেছিলেন, "কিন্তু আমি জানি, আমার মুক্তিকর্তা জীবিত; তিনি শেষে ধূলির উপরে উঠিয়া দাঁড়াইবেন। আর আমার চর্ম এইরূপে বিনষ্ট হইলে পর, তবু আমি মাংসবিহীন হইয়া ঈশ্বরকে দেখিব" (ইয়োব ১৯:২৫-২৬)। ৭৩-এর গীতে আসফ স্বীকার করেছেন, "তুমি নিজ মন্ত্রণায় আমাকে গমন করাইবে, শেষে সপ্রতাপে আমাকে গ্রহণ করিবে" (গীত ৭৩:২৪)। যিশাইয় বলেছেন, "তোমার মৃতেরা জীবিত হইবে, আমার শবসমূহ উঠিবে"। এমনকি যারা ধূলোয় ফিরে গিয়েছে, সেইসমস্ত মৃতদেরকে তিনি উৎসাহ দিয়েছেন এই বলে, "হে ধূলি-নিবাসীরা, তোমরা জাগ্রত হও, আনন্দ গান কর; কেননা তোমার শিশির দীপ্তির শিশির তুল্য, এবং ভূমি প্রেতদিগকে ভূমিষ্ঠ করিবে" (যিশা ২৬:১৯)। পুরাতন নিয়মের এই অংশগুলি মৃত্যুর পর ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতার আনন্দের অভিজ্ঞতার কথা বলে।

পুরাতন নিয়মের বিশ্বাসীদের কাছে মৃত্যু শেষ ছিল না। জীবনের শেষ ধ্বংসে নয়, কিন্তু পুনরুত্থানে। দানিয়েল ১২:১৩ পদে ঈশ্বর দানিয়েলকে বলেছিলেন, "কিন্তু তুমি শেষের অপেক্ষাতে গমন কর, তাহাতে বিশ্রাম পাইবে, এবং দিন-সমূহের শেষে আপন অধিকারে দণ্ডায়মান হইবে"। পুরাতন নিয়ম মৃতদের পুনরুত্থানকে ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তার কাজ হিসাবে বর্ণনা করে। যিহিষ্কেল ভাববাদী তাঁর দর্শনে যা দেখেছিলেন, তা আমাদের সামনে লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। যিহিষ্কেল ৩৭ অধ্যায়ে আমরা পড়ি যে, ভাববাদী মৃতদের হাড়ের এক উপত্যকায় দাঁড়িয়ে আছেন। এই মৃত হাড়গুলি সম্বন্ধে জোরের সাথে বলা হয়েছে: "সে সকল অতিশয় শুষ্ক" (২ পদ)। জীবনের কোনও চিহ্ন সেখানে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই মৃতেরা কি আবার উঠবে, সদাপ্রভুর এই প্রশ্নের উত্তরে, তিনি কেবল বলতে পারতেন, "হে প্রভু সদাপ্রভু, আপনি জানেন" (৩ পদ)। এটা অসম্ভব মনে হচ্ছিল। তবে সদাপ্রভু এই হাড়গুলোকে জীবনে ফিরিয়ে এনেছিলেন এই বলে, "প্রভু সদাপ্রভু এইসকল অস্থিকে এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমাদের মধ্যে আত্মা প্রবেশ করাইব, তাহাতে তোমরা জীবিত হইবে। আর আমি তোমাদের উপরে শিরা দিব, তোমাদের উপরে মাংস উৎপন্ন করিব, চর্ম দ্বারা তোমাদিগকে আচ্ছাদন করিব, ও তোমাদের মধ্যে আত্মা দিব, তাহাতে তোমরা জীবিত হইবে, আর তোমরা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু" (যিহি ৩৭:৫-৬)। ঈশ্বরের আজ্ঞায় মৃতেরা জীবিত হবে, যাতে সমস্ত সৃষ্টি জানতে পারে যে, তিনিই একমাত্র সদাপ্রভু। মৃতদের পুনরুত্থান এক অতিপ্রাকৃত কাজ, যা কেবলমাত্র ঈশ্বর করতে পারেন।

নতুন নিয়মে মৃতদের পুনরুত্থান সম্পর্কে আমরা অবশ্যই বলতে পারি যে, প্রেরিতদের পত্রগুলিতে জোরালোভাবে এবং প্রচুরভাবে মৃতদের পুনরুত্থান তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। খ্রীস্টবিশ্বাসীর বিশ্বাস এবং আশা ছিল যে, একদিন তাদের প্রভু ও পরিত্রাতা মৃতদের মধ্য থেকে উঠবেন: "কেননা আমরা জানি, যিনি প্রভু যীশুকে উঠাইয়াছেন, তিনি যীশুর সহিত আমাদিগকেও উঠাইবেন, এবং তোমাদের সহিত উপস্থিত করিবেন" (২করি ৪:১৪)। প্রকাশিত বাক্যে যোহন সাক্ষ্য দিয়েছেন, "আর আমি দেখলাম, ক্ষুদ্র ও মহান সমস্ত মৃত লোক সেই সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে; পরে "কয়েকখান পুস্তক খোলা গেল", এবং আর একখানি পুস্তক, অর্থাৎ জীবনপুস্তক খোলা গেল, এবং মৃতেরা পুস্তকসমূহে লিখিত প্রমাণে "আপন আপন কার্যানুসারে" বিচারিত হইল। আর সমুদ্র আপনার মধ্যবর্তী মৃতগণকে সমর্পণ করিল, এবং মৃত্যু ও পাতাল আপনাদের মধ্যবর্তী মৃতগণকে সমর্পণ করিল, এবং তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন কার্যানুসারে বিচারিত হইল" (প্রকা ২০:১২-১৩)। একটা দিন আসছে, যখন জীবিত ও মৃত সকলের পুনরুত্থান হবে এবং শেষ বিচার হবে, এই বিষয়ে নতুন নিয়মের সাক্ষ্য ব্যাপক এবং অকাট্য।

মথি ২২ অধ্যায়ে যীশু ও সদ্দূকীদের মধ্যে এক তর্কের বিষয়ে আমরা পড়ি। যীশুর সময়ে সদ্দূকীরা ছিল যিহূদী ধর্মের এক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংগঠন। প্রধানত অভিজাত সম্প্রদায়, বিদ্বান মানুষ এবং ধনী সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের নিয়ে এটা যিহূদী ধর্মের এক আধুনিক আন্দোলন ছিল। তাদের মধ্যে অনেক যাজকও ছিল। যেমন হানন মহাযাজক সদ্দূকী ছিল। তারা ছিল শিক্ষিত ইহুদি, যারা গ্রিক দর্শন দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত ছিল। গ্রিকদের মতো তারা মনকে মানুষের প্রধান অংশ বলে মনে করত। দেহ কেবল এক বোঝা ছিল। দেহ, বস্তুগত বিষয়, সেইজন্য তা মন্দ। এটা ছিল আত্মার জেলখানা। গ্রিক দার্শনিকদের মতো সদ্দূকীরা মৃত্যুকে আত্মার মুক্তি হিসাবে দেখত, কারণ আত্মাকে তখন দেহ থেকে মুক্ত করা হয়। সেইজন্য তারা মৃতদের পুনরুত্থান, বা স্বর্গদূত ও আত্মাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করত না। শারীরিক পুনরুত্থান অগ্রগতির পরিবর্তে পশ্চাৎগতি হবে। কারণ আত্মাকে তখন দেহের অন্ধকূপে ফিরে যেতে হবে।

সদ্দূকীরা যীশুর কাছে এসে একটা চালাকির প্রশ্ন করল, "গুরু, মোশি বলিয়াছেন, কেহ যদি নিঃসন্তান হইয়া মরে, তবে তাহার ভাই তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া আপন ভাইয়ের জন্য বংশ উৎপন্ন করিবে" (মথি ২২:২৪)। দ্বিতীয় বিবরণ ২৫ অধ্যায়ে ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করার কথা বলা হয়েছে। তারপর তারা যীশুকে বলল, "ভালো আমাদের মধ্যে সাতটি ভাই ছিল", সেই স্ত্রীকে বিয়ে করার পর সকলেই মারা গিয়েছিল। সেইজন্য সেই সাত ভাই-ই সেই মহিলার স্বামী ছিল। তারপর তারা যীশুকে প্রশ্ন করল, "অতএব পুনরুত্থানে ঐ সাতজনের মধ্যে সে কাহার স্ত্রী হইবে? সকলেই তো তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল" (মথি ২২:২৮)। মৃতদের পুনরুত্থান ও মৃত্যুর পর জীবনকে অযৌক্তিক বলে বিশ্বাস করানোর জন্য এই প্রশ্নটা করা হয়েছিল। আর যীশু কী উত্তর দিয়েছিলেন? "যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা ভ্রান্ত হইতেছ, কারণ তোমরা না জান শাস্ত্র, না জান ঈশ্বরের পরাক্রম; কেননা পুনরুত্থানে লোকে বিবাহ করে না, এবং বিবাহিতাও হয় না, বরং স্বর্গে ঈশ্বরের দূতগণের ন্যায় থাকে" (২৯-৩০ পদ)।

স্বর্গের জীবন, পৃথিবীর জীবনের মতো নয়। ভাইয়ের স্ত্রীকে বিবাহ করা এই জীবনের জন্য, ভবিষ্যতে স্বর্গের জীবনের জন্য নয়। ভালোবাসার পারস্পরিক বন্ধন আর জাগতিক নয়, কিন্তু আত্মিক। সেইজন্য যীশু তাদের বললেন, "তোমরা না জান শাস্ত্র, না জান ঈশ্বরের পরাক্রম"। তিনি বলছিলেন, "তোমরা শাস্ত্রের অনেক বক্তব্যকে অগ্রাহ্য করছ, যেগুলি মৃতদের পুনরুত্থান সম্পর্কে বলে। এবং তোমরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পরাক্রমও জান না, যিনি পৃথিবীতে থাকা মৃতদেহের ধূলো তুলতে সক্ষম"। এরপর যীশু তাদের বলতে থাকেন, "কিন্তু মৃতদের পুনরুত্থান বিষয়ে ঈশ্বর তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা কি তোমরা পাঠ কর নাই? তিনি বলেন, "আমি অব্রাহামেরর ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর, ও যাকোবের ঈশ্বর"; ঈশ্বর মৃতদের ঈশ্বর নহেন, কিন্তু জীবিতদের" (মথি ২২:৩১-৩২)। কি বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর! যীশু বললেন, অব্রাহাম, ইসহাক এবং যাকোব মৃত নয়। তারা বেঁচে আছে! তাদের আত্মার মতো তারা বেঁচে আছে, স্বর্গে ঈশ্বরের কাছে। তারা ভবিষ্যতে তাদের দেহের গৌরবময় পুনরুত্থানের আশা

করে। অব্রাহাম, ইসহাক, যাকোব এবং যে সমস্ত বিশ্বাসী মারা গিয়েছেন, তাদের সম্পর্কে আমাদের এভাবে চিন্তা করা উচিত। তারা স্বর্গে তাদের আত্মায় বাস করেন এবং তাদের দেহের পুনরুত্থানের জন্য অপেক্ষা করছেন।

একদিন সমস্ত মৃত উঠবে, এই ধারণাকে অবিশ্বাসী জগৎ উপহাস করে। পৌল যখন এথেন্সে মৃতদের পুনরুত্থান সম্পর্কে প্রচার করেন, তাকে উপহাস করা হয়েছিল। প্রেরিত ১৭:৩২ পদে আমাদেরকে বলা হয়েছে, "তখন মৃতগণের পুনরুত্থানের কথা শুনিয়া কেহ কেহ উপহাস করিতে লাগিল"। সমস্ত মৃত মানুষ পুনরুত্থিত হবে, এই বিষয়টিকে বিশ্বাস করা অনেকে বোকামি বলে মনে করেছিল। ইতিমধ্যে সেই সমস্ত দেহের এখন কী হয়েছে? অনেককে বন্যপ্রাণী খেয়ে ফেলেছে, অন্যদেরকে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে, আর তাদের ছাই পৃথিবীতে ছড়িয়ে ফেলা হয়েছে। তাদের কিছুই অবশিষ্ট নেই। অনেক দেহ সমুদ্রের গভীরে চাপা পড়ে গেছে। অনেকে অনেক আগেই মারা গেছে। তাহলে হাজার হাজার বছর পরে মানুষের দেহে আর কী অবশিষ্ট থাকে? সমস্ত মৃতদের পুনরুত্থানে বিশ্বহাস করা, সাধারণ জ্ঞানের বিরুদ্ধে।

প্রকৃতপক্ষে, মৃতদের পুনরুত্থানের তত্ত্বকে ঘিরে অনেক প্রশ্ন আছে। এই ধরনের বিষয় কি সম্ভব? এই সমস্ত মানুষেরা কেমন ধরনের দেহ পাবে? এই ধরনের প্রশ্নগুলি খ্রীস্টবিশ্বাসীদের মধ্যেও লক্ষ্যণীয় ছিল। প্রেরিতশিষ্য এই বিষয়টিকে ১করিন্থীয় ১৫ অধ্যায়ে তুলে ধরেছেন। মৃতদের পুনরুত্থান সম্পর্কে বাইবেলের বিস্তারিত বিবরণ এটি। প্রেরিতশিষ্য সেই সমস্ত প্রশ্নগুলিকে নির্দেশ করেন, যেগুলি করিন্থীয় মণ্ডলীতে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মৃতদের পুনরুত্থান সম্বন্ধীয় আলোচনায় এই ধরনের প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, এবং আজকেও করা হয়।

অতএব, প্রেরিতশিষ্য মৃতদের পুনরুত্থান সম্পর্কে তাঁর পক্ষসমর্থন করেন এই প্রশ্ন দিয়ে, "কিন্তু কেহ বলিবে, মৃতেরা কী প্রকারে উত্থাপিত হয়? কী প্রকার দেহেই বা আইসে?" (১করি ১৫:৩৫)। প্রশ্ন হল, মানুষ যখন মৃত থেকে পুনরুত্থিত হবে, তখন তারা কেমন ধরনের দেহ পাবে? সম্ভবত এটা একই দেহে হতে পারে না। দেহের সাথে কত কিছু হয়ে যাবে? তারপর আর কী বাকি থাকবে? এই প্রশ্ন করিন্থীয় মণ্ডলীতে ছিল। এই প্রশ্ন নতুন জন্ম ও পরিবর্তনে আত্মার পুনরুত্থান সম্পর্কে ছিল না, কিন্তু কীভাবে মাংস উঠবে সেই সম্পর্কে ছিল। একটি আত্মা উঠতে সক্ষম, কিন্তু বস্তু কীভাবে উঠতে পারে? পৌত্তলিক, দার্শনিক এবং যুক্তিবাদী মানসিকতার কারণে আমরা এখানে কিছু খ্রীস্টবিশ্বাসীকে মৃতদের পুনরুত্থানে অবিশ্বাস করতে দেখতে পাই।

আজও এর ব্যাতিক্রম নয়। দেহ সম্পর্কে পৌত্তলিক চিন্তাভাবনা, মৃত্যুর মাধ্যমে আত্মার মুক্তি সম্বন্ধে দার্শনিক চিন্তাধারা, এবং পুনরুত্থানের সম্ভাবনা সম্পর্কে বুদ্ধিজীবিদের প্রতিফলন, তখন এবং এখন মানুষ পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে ও উপহাস করে। সেইসমস্ত মানবিক বিবেচনার প্রতি আমরা যীশুর উত্তরের সাথে চলতে পারি, এবং আমরা বলতে পারি, "তোমরা ভ্রান্ত হইতেছ, কারণ তোমরা না জান শাস্ত্র, না জান ঈশ্বরের পরাক্রম" (মথি ২২:২৯)। সর্বোপরি, সদাপ্রভুর কাছে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। শূন্য থেকে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করা ঈশ্বরের কাছে কি ছোট্ট বস্তু থেকে পুনরুত্থিত দেহকে তোলা অসম্ভব? তবে, এই যুক্তি প্রেরিতশিষ্যের কাছে যথেষ্ট ছিল না। ঈশ্বরের আত্মা তাঁকে মৃতদের পুনরুত্থানের উপর আলোকপাত করতে, এবং বিশেষ করে ঈশ্বরের সন্তানদের কাছে আশীর্বাদপূর্ণ পুনরুত্থানের বিষয়ে বলতে বাধ্য করেছেন।

পৌল তিরস্কার দিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেছেন। তিনি বলেছেন, "হে নির্বোধ, তুমি আপনি যাহা বুন, তাহা না মরিলে জীবিত করা যায় না" (১করি ১৫:৩৬)। বীজ প্রথমে জমিতে পড়ে মরে, আর তারপর জীবন পায়। যে মৃতদের পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে, সে উপহাস করবে এবং প্রকৃতিতে নিয়মিতভাবে যা ঘটে, সেগুলিকে অসম্ভব বলে মনে করবে। গমের যে বীজ মাঠে মরে, সে নতুন শস্য উৎপন্ন করবে। আমরা ভাবি যে, বোনা শস্য শেষ হয়ে গিয়েছে। সেটির থেকে আমরা কিছুই পাব না। কিন্তু সেটি অঙ্কুরিত হবে এবং নতুন শস্য উৎপন্ন করবে। প্রেরিতশিষ্য বলেছেন, "মৃতগণের পুনরুত্থানও তদ্রূপ" (১করি ১৫:৪২)। যে মৃতদেহটি পৃথিবীতে ধূলিতে পরিণত হয়েছে, ঈশ্বর সেটিকে মৃতদের মধ্য

থেকে তুলবেন। কবরস্থান কোনও আবর্জনার স্তূপ নয়, কিন্তু এক বপন ক্ষেত্রে - কবরস্থান - একটি উঠোন যেখানে বীজ রয়েছে।

এর পরে, দেহকে কীভাবে বপন করা হয় এবং তোলা হয়, সে বিষয়ে পৌল যুক্তি দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "মৃতগণের পুনরুত্থানও তদ্রূপ। ক্ষয়ে বপন করা যায়, অক্ষয়তায় উত্থাপন করা হয়" (৪২ পদ)। মানুষের সুন্দর শরীরকে, সৃষ্টির রত্নমুকুটকে, তার আকারকে, অন্যান্য প্রাণীদের দেহ থেকে তার দেহ আলাদা, রাজকীয় আকারের একটি দেহকে ধ্বংসের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সেই দেহ মরে এবং মাটিতে মিশে যায়। সেটিকে ধ্বংসের হাতে দেওয়া হয়েছে। কি অপমান! মানুষের পাপের জন্য ঈশ্বর বলেছিলেন, "কেননা তুমি ধূলি, এবং ধূলিতে প্রতিগমন করিবে" (আদি ৩:১৯)। এইভাবে আমাদের দেহকে বপন করা হবে: "এটি ক্ষয়ে বপন করা হয়" - এটিকে ধ্বংসের হাতে দেওয়া হয়। তবে এটি সবসময়ের জন্য অদৃশ্য বা বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। প্রেরিতশিষ্য বলেছেন, "এটিকে অক্ষয়তায় উত্থাপন করা হয়"। মৃতদেহকে শুধু আবর্জনার স্তূপে ফেলে দেওয়া হয়নি, পরিবর্তে তা পৃথিবী নামক ক্ষেত্রের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকে। ঈশ্বর একদিন সেটিকে অক্ষয়তায় তুলবেন। তখন আর দেহ ক্ষয়ের শিকার হবে না। একই দেহ থাকবে, কিন্তু পাপের ফলাফলের অধীনে আর থাকবে না। সেটি আর অসুস্থতা, ব্যাধি, কষ্ট, বেদনা ও মৃত্যুর অধীন থাকবে না। যাকোব আর খোঁড়াবে না, এবং লাসার আর ফোঁড়ায় ঢাকা থাকবে না।

প্রেরিতশিষ্য বলে চলেছেন, "এটিকে অনাদরে বপন করা যায়, গৌরবে উত্থাপন করা হয়" (১করি ১৫:৪৩)। কোনও মানুষকে যখন কবর না দেওয়া হয়, সেটি ঈশ্বরের বিচার। আহবের দুষ্ট স্ত্রী ঈষেবলের প্রতি এটি ঈশ্বরের অভিশাপ ছিল: "কুকুরেরা ঈষেবলকে খাইবে" (১রাজা ২১:২৩)। এই আলোকে যখন দেখা হয়, তখন কবর দেওয়া একটা সম্মানের বিষয়। তবে গৌরবময় সৃষ্টির আলোকে এটি অসম্মানজনক। আমাদের দেহ কল্পনাতীত সেই অসম্মানের অধীন। যে মানুষকে ঈশ্বরের সৃষ্টির উপরে শাসন করার জন্য রাজা হিসাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তার দেহ একটা কবরে পচনের জন্য রাখা হয়েছে। কি অসম্মান! এটা প্রকৃতপক্ষে "অনাদরে বপন করা"। তবে এটি "গৌরবে উত্থিত হবে"। যে দেহে বিশ্বাসীরা উঠবে তা মহিমান্বিত হবে, কারণ ঈশ্বর "আমাদের দীনতার দেহকে রূপান্তর করিয়া নিজ প্রতাপের দেহের সমরূপ করিবেন" (ফিলি ৩:২১)। আমাদের পচনশীল দেহ ধ্বংস হবে না, তা রূপান্তরিত হবে। বাইবেল শিক্ষা দেয় যে, বিশ্বাসীদের দেহ পুনরুত্থিত ও গৌরবান্বিত খ্রীস্টের দেহের মতো হবে। যীশু তাঁর মহিমা দিয়ে তাদের দেহগুলি আচ্ছাদন করবেন। কি অনুগ্রহ! এক হতভাগ্য পাপীর দেহকে ঈশ্বরের পুত্রের দেহের মতো তৈরি করা হয়েছে! সেটা রক্ত-মাংস ও হাড়ের দেহ হবে - পুনরুত্থানের পর যীশুর দেহ যেমন ছিল, এবং যা বর্তমানে স্বর্গে আছে। এটি এক মহিমান্বিত দেহ হবে, যা অমরত্ব ও পবিত্রতা দিয়ে আচ্ছাদিত। সেই দেহকে পৃথিবীতে যেভাবে বপন করা হয়েছিল, তার থেকেও বেশি মহিমান্বিত অবস্থায় পুনরুদ্ধার করা হবে। প্রেরিতশিষ্য যেমন বলেছেন, সেটিকে "গৌরবে উত্থাপন করা হবে"।

প্রেরিতশিষ্য এখানেই শেষ করেননি। তিনি বলে চলেছেন, "দুর্বলতায় বপন করা যায়, শক্তিতে উত্থাপন করা হয়" (১করি ১৫:৪৩)। সেই দেহ ভেঙ্গে ফেলা হয়। প্রেরিতশিষ্য লিখেছেন সেই দেহ "দুর্বলতায় বপন করা যায়, কিন্তু শক্তিতে উত্থাপন করা হয়"। এক শক্তিশালী দেহ ফিরে আসে। সেটি এমন এক দেহ হবে, যেটি আর দুর্বল, নশ্বর এবং বিনাশশীল হবে না। সেটি এমন এক দেহ হবে, যেটি আর খাদ্য ও পানীয়ের উপর নির্ভরশীল থাকবে না। সেটি এমন এক দেহ হবে, যেটি আর আমাদের পতিত প্রকৃতির দুর্বলতার অধীন থাকবে না। সেই দেহ স্বর্গীয় জীবন ও ঈশ্বরের সহভাগিতা উপভোগের জন্য মানানসই হবে।

এইভাবে প্রেরিতশিষ্য, মৃত্যুতে ঈশ্বরের সন্তানদের দেহ এবং যখন তারা পুনরুত্থিত হবে সেই দেহের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরেছেন। তিনি ক্ষয় ও অক্ষয়তার, অসম্মান ও সম্মানের এবং দুর্বলতা ও শক্তির মধ্যে বৈপরীত্য দেখিয়েছেন। তিনি এই বলে শেষ করেছেন, "প্রাণিক দেহ বপন করা যায়, আত্মিক দেহ উত্থাপন করা হয়" (১করি ১৫:৪৪)। এর দ্বারা প্রেরিতশিষ্য কী বলতে চাইছেন? এর অর্থ কি পুনরুত্থানে বিশ্বাসীদের শারীরিক দেহ থাকবে না, বরং স্বর্গদূতদের মতো দেহ থাকবে? না, তিনি তা

বলছেন না। মৃত্যুর পরে যে দেহকে মাটিতে কবর দেওয়া হয়, তা প্রাকৃতিক এবং বস্তুগত। তার মধ্যে কোনও আত্মা বা জীবন নেই। তবে পুনরুত্থিত দেহের কিন্তু আত্মা থাকবে। আত্মা ও দেহ পুনরায় মিলিত হবে। সেইজন্য প্রেরিতশিষ্য বলেছেন, “আত্মিক দেহ উত্থাপন করা হয়”।

এই মিলন পতিত মানুষের পুনরুদ্ধারের সম্পূর্ণতার চিহ্ন হবে। ঈশ্বরের সন্তানেরা এক মহিমান্বিত দেহ লাভ করবে, যেটির মধ্যে এক মুক্ত আত্মা বাস করবে। তারা আত্মায় ও দেহে ঈশ্বরের গৌরব ও সেবা করার জন্য প্রস্তুত হবে। অতএব আমাদেরকে এই বলে শেষ করতে হবে, “প্রিয়তমেরা, এখন আমরা ঈশ্বরের সন্তান; এবং কী হইব, তাহা এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। আমরা জানি, তিনি যখন প্রকাশিত হইবেন, তখন আমরা তাঁহার সমরূপ হইব; কারণ তিনি যেমন আছেন, তাঁহাকে তেমনই দেখিতে পাইব” (১যোহন ৩:২)। স্বর্গীয় জগতে বাস করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, ঈশ্বরের সন্তানেরা সেই সমস্ত কিছুসহ একটি দেহ পাবে। আর দুর্বল বা নশ্বর নয়, কিন্তু গৌরবান্বিত ও অবিনশ্বর। তারা আর কখনও ক্লান্ত হবে না, এবং ক্ষুধিত বা তৃষিত হবে না: “ইহারা আর কখনও ক্ষুধিত হইবে না, আর কখনও তৃষ্ণার্তও হইবে না, এবং ইহাদিগেতে রৌদ্র বা কোনও উত্তাপ লাগিবে না; কারণ সিংহাসনের মধ্যস্থিত মেষশাবক ইহাদিগকে পালন করিবেন, এবং জীবন-জলের উনুইয়ের নিকটে গমন করাইবেন, আর ঈশ্বর ইহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন” (প্রকা ৭:১৬-১৭)।

পুনরুত্থান দু’ধরনের হবে। শেষ পুনরুত্থান সকলের জন্য সমান হবে না। যীশু, মৃতদের দু’ধরনের পুনরুত্থানের কথা বলেছেন: জীবনের জন্য পুনরুত্থান, এবং অনন্ত মৃত্যুর জন্য পুনরুত্থান। তিনি বলেছেন, “কেননা এমন সময় আসিতেছে, যখন কবরস্থ সকলে তাঁহার রব শুনিবে, এবং যাহারা সৎকার্য করিয়াছে, তাহারা জীবনের পুনরুত্থানের জন্য, ও যাহারা অসৎ কার্য করিয়াছে, তাহারা বিচারের পুনরুত্থানের জন্য বাহির হইয়া আসিবে” (যোহন ৫:২৮-২৯)। এদন উদ্যানে আদমের পতনের পর থেকে, মানবজাতি নারীর ও সাপের; ধার্মিকতার ও দুষ্টের; বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর বংশধর হিসাবে গঠিত। মৃতদের পুনরুত্থানে এই পার্থক্য দেখা যাবে, জীবনের পুনরুত্থান ও মৃত্যুর পুনরুত্থানে। বিশ্বাসীরা দেহ ও আত্মা নিয়ে স্বর্গে যাবে, এবং দুষ্টরা দেহ ও আত্মা নিয়ে নরকে যাবে।

মৃতদের এক সাধারণ পুনরুত্থান হবে। পৃথিবী মৃতদেরকে জীবনে ফিরিয়ে দেবে। মৃত জীবিত হবে। ১থিষলনীকিয় ৪ অধ্যায় শিক্ষা দেয় যে, ঈশ্বরের সন্তানদের এক নির্দিষ্ট ক্রমে পুনরুত্থান হবে। মৃত বিশ্বাসীদের দেহগুলি প্রথমে উঠবে। সেইদিন পৃথিবীতে যে সমস্ত বিশ্বাসীরা বেঁচে থাকবে, প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তাদেরকে জীবিত অবস্থায় মেঘযোগে তুলে নেওয়া হবে। তাদেরকে মেঘযোগে নিয়ে যাওয়া হবে এবং যে সমস্ত বিশ্বাসীদেরকে কবর থেকে তোলা হবে, তাদের সাথে মিলিত করা হবে। আমরা ১৭ পদে পড়ি, “পরে আমরা যাহারা জীবিত আছি, যাহারা অবশিষ্ট থাকিব, আমরা আকাশে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সকসঙ্গে তাহাদের সহিত মেঘযোগে নীত হইব”। প্রেরিতশিষ্য শেষ করেছেন এই বলে, “আর এইরূপে সতত প্রভুর সঙ্গে থাকিব” (১থিষ ৪:১৭)।

সেটা কেমন দিন হবে! সেটা প্রভুর মহান দিন। জন ক্যালভিন বলেছেন, “এটা সেই দিন, যে দিনের জন্য অন্যান্য দিনগুলি তৈরি করা হয়েছে”। সেটা পৃথিবীর ইতিহাসের শেষ হবে। সৃষ্টির দিন থেকে যারা মরেছে, তারা কবর থেকে উঠবে। তারা প্রত্যেকে তাদের কাজ অনুযায়ী বিচারিত হবে। আমরা সবাই সেই দিনের বাস্তবতা উপলব্ধি করব। যারা জীবনের জন্য বা ধ্বংসের জন্য উঠবে, আমরা তাদের কারোর অন্তর্গত হব। এই জীবনে প্রকৃত বিশ্বাসের দ্বারা আমরা খ্রীস্টের সাথে যুক্ত হয়েছি কিনা, তা নির্ধারিত হবে। ১করিন্থীয় ১৫ অধ্যায়ে, প্রেরিতশিষ্য খ্রীস্টের সাথে এই অপরিহার্য মিলনের নির্দেশ করে বলেছেন, “কিন্তু প্রত্যেকজন আপন আপন শ্রেণীতে; খ্রীস্ট অগ্রিমাংশ, পরে খ্রীস্টের লোকসকল তাঁহার আগমনকালে” (১করি ১৫:২৩)। আপনাকে অবশ্যই খ্রীস্টের হতে হবে - পৌল বা কৈফা, বা কোনও মণ্ডলীর নয়, বরং আমাদেরকে অবশ্যই খ্রীস্টের হতে হবে। ঈশ্বরের সন্তানদের জন্য এক মহিমান্বিত পুনরুত্থান অপেক্ষা করছে, কারণ তারা খ্রীস্টের।

প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র

রেভা. কর্ণেলিস হ্যারিঙ্ক

প্রতিলিপি – বক্তৃতা ১৩

নিবন্ধ ১২: অনন্ত জীবন

প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রে শেষ নিবন্ধটি "অনন্ত জীবনের" কথা বলে। খ্রীস্টবিশ্বাসী অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করে।

ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার উপর ভিত্তি করে, খ্রীস্টবিশ্বাসী মৃত্যুর পরে অনন্ত জীবন শুরুর বিষয়ে বিশ্বাস করে। খ্রীস্টবিশ্বাসীর কাছে মৃত্যুর সাথে জীবন শেষ হয়ে যায় না। খ্রীস্টবিশ্বাসী এমন এক রাস্তার মধ্য দিয়ে চলে, যা অনন্ত জীবনে শেষ হয়। গীতসংহিতা ১৬:১১ পদে দায়ূদ বলেছেন, "তুমি আমাকে জীবনের পথ জ্ঞাত করিবে, তোমার সম্মুখে তৃপ্তিকর আনন্দ, তোমার দক্ষিণ হস্তে নিত্য সুখভোগ"। এটিকে স্বর্গীয় পদ বলা হয়ে থাকে। এটি স্বর্গের পূর্বাভাসকে প্রকাশ করে। এটি অনন্ত আনন্দ এবং আশীর্বাদের কথা বলে। আর সেগুলির কোথায় পাওয়া যায়? দায়ূদ বলেছেন, "তোমার উপস্থিতিতে"। ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতা মানুষের সবথেকে বড়ো আনন্দ।

এই আনন্দের জন্য ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছিলেন। ঈশ্বর হলেন আমাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য। আগস্টিন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন, "ঈশ্বর! তুমি আমাদের তোমার জন্য সৃষ্টি করেছ, এবং আমাদের হৃদয় অশান্ত থাকে যতক্ষণ না তোমাতে বিশ্রাম পায়"। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করার পর, আমরা সেই উদ্দেশ্য এবং সন্তুষ্টি হারালাম। পাপ, ঈশ্বরের সাথে আমাদের সহভাগিতাকে নষ্ট করেছে। এটি ঈশ্বর ও আমাদের হৃদয়ের মধ্যে এসেছে। আমরা আমাদের প্রকৃত খুশি হারিয়েছি। আমরা আমাদের উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছি। প্রেরিতশিষ্য লিখেছেন, "কেননা সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরববিহীন হইয়াছে" (রোমীয় ৩:২৩)। যীশু, তাঁর মৃত্যুর দ্বারা সেই সমস্ত মানুষের জন্য জীবন পুনরুদ্ধার করেছেন, যারা তাঁকে বিশ্বাস করে। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, "সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে ব্যক্তি আমার বাক্য শুনে, ও যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাকে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে" (যোহন ৫:২৪)।

ঈশ্বরের সন্তানদের কাছে এক আশীর্বাদের আশা আছে। তাদের কাছে অনন্ত জীবনের আশা আছে। প্রেরিতশিষ্য এই আশার কথা বলেছেন, "যাহা মিথ্যাকথনে অসমর্থ ঈশ্বর অতি পূর্বকালে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন" (তীত ১:২)। অনন্ত জীবনের আশা হল বিশ্বাসের ভিত্তি। অনন্ত জীবন সম্পর্কে একজন খ্রীস্টবিশ্বাসীর শূন্য বিশ্বাস সেই মইয়ের মতো, যা কোথাও নিয়ে যায় না। যে সমস্ত মণ্ডলীগুলি কেবলমাত্র ভালো মানুষ হতে এবং জগতের ভালো করার কথা বলে, এবং ভবিষ্যৎ, অনন্ত জীবন সম্পর্কে কোনও শিক্ষা দেয় না, সেগুলির ঈশ্বতত্ত্বগতভাবে দেউলিয়া হয়ে গেছে।

মৃত্যুর পরে কি জীবন আছে, নাকি এই জীবনই সমস্ত কিছু? এই প্রশ্নগুলি সমস্ত যুগের এবং জাতির প্রশ্ন। অবশ্য এই প্রশ্নগুলোর অনেক উত্তরও আছে। এই সমস্ত প্রশ্ন ও উত্তরগুলি প্রমাণ করে যে, মৃত্যুই শেষ নয় - এই ধারণা থেকে মানুষ মুক্ত হতে পারে না। মৃত্যুর পরে অবশ্যই কিছু থাকবে। মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা বেঁচে থাকে এই ধারণা ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয়। পরেও জীবন আছে, এই ধারণা প্রত্যেক সংস্কৃতি পোষণ করে থাকে। মৃত্যুর পর জীবন অস্বীকার করার বিষয়টি প্রাচীন সভ্যতায় ছিল না। কেবলমাত্র আধুনিক ও ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ এই সত্যতাকে অস্বীকার করে।

আধুনিক মানুষ বিশ্বাস করে যে, আমাদের অস্তিত্ব মৃত্যুর সাথে শেষ হয়ে যায়। যখন একজন মারা যায়, তখন সে কুয়াশায় হারিয়ে যাওয়া জাহাজের মতো হারিয়ে যায়। মানুষ মনে করে যে, সে তার পূর্বপুরুষদের থেকে অনেক বেশি উপরে আছে, সে চিৎকার করে বলে, "ঈশ্বর, আত্মা, ভবিষ্যৎ, স্বর্গ,

নরক কিছুই নেই। আমরা যা দেখতে পাই এবং স্পর্শ করতে পারি, কেবল তাই-ই বিশ্বাস করি"। ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের মনোযোগের লক্ষ্য হল এখন এবং এখানে। সেইজন্য মানুষের স্লোগান হল, "যেহেতু আমরা একবার বাঁচি, তাই যতটা সম্ভব উপভোগ করে নাও"। তবে হৃদয়ের ভাষার থেকে এটা ঠোঁটের ভাষা বেশি। এমনকি কঠোর নাস্তিকরাও মৃত্যুই যে শেষ নয়, সেই স্বাভাবিক সচেতনতাকে মুছতে পারে না।

বাইবেল পরিস্কারভাবে মৃত্যুর পরে জীবনের বিষয়ে শিক্ষা দেয়। পুরাতন নিয়মের বিশ্বাসীরা মৃত্যুর পরে জীবনের বিষয়ে জানত। ঈশ্বরের সাথে যে সহভাগিতা তারা উপভোগ করেছিল, তা মৃত্যু ও কবরে শেষ হবে না। গীতসংহিতা ৭৩:২৪ পদে আসফ বলেছেন, "তুমি নিজ মন্ত্রণায় আমাকে গমন করাইবে, শেষে সপ্রতাপে আমাকে গ্রহণ করিবে"।

অনন্ত জীবন সম্পর্কে বিশ্বাসীদের আশা, মৃতদের মধ্য থেকে যীশু খ্রীস্টের পুনরুত্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত। মৃতদের মধ্য থেকে যীশুর পুনরুত্থান, তাদের পুনরুত্থান ও অনন্ত জীবনের অনুমতি পত্র। যীশু প্রতিজ্ঞা করেছেন, "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন; যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে মরিলেও জীবিত থাকিবে; আর যে কেহ জীবিত আছে, এবং আমাতে বিশ্বাস করে, সে কখনও মরিবে না?" (যোহন ১১:২৫-২৬)। যে সমস্ত বিশ্বাসীরা তাদের প্রিয়জনদের হারিয়েছিল, তাদের সান্ত্বনা দিতে গিয়ে প্রেরিতশিষ্য বলেছিলেন, যাদের আশা নেই সেই অবিশ্বাসীদের মতো দুঃখ কোরো না। যারা বিশ্বাসের দ্বারা খ্রীস্টের সাথে যুক্ত, তারা এখন তাদের আত্মায় প্রভুর সাথে আছে, এবং একদিন খ্রীস্টের মতো তাদের দেহ নিয়ে আবার উঠবে। "কেননা আমরা যখন বিশ্বাস করি যে, যীশু মরিয়াছেন, এবং উঠিয়াছেন, তখন জানি, ঈশ্বর যীশু দ্বারা নিদ্রাগত লোকদিগকেও সেইরূপে তাঁহার সহিত আনয়ন করিবেন" (১থিষ ৪:১৪)। মৃত্যুও খ্রীস্টের সাথে বিশ্বাসীদের মিলনকে ছিন্ন করতে পারে না। প্রেরিতশিষ্য জোরের সাথে পৃথিবীতে জীবন ও মৃত্যুর পরে জীবনের কথা বলেছেন, "অথচ আমি দুইয়েতে সঙ্কুচিত হইতেছি; আমার বাসনা এই যে, প্রস্থান করিয়া খ্রীস্টের সঙ্গে থাকি, কেননা তাহা বহুগুণে অধিক শ্রেয়ঃ; কিন্তু মাংসে থাকা তোমাদের জন্য অধিক আবশ্যক" (ফিলি ১:২৩-২৪)।

মৃত্যুর পর জীবন সম্পর্কে শাস্ত্র পরিস্কারভাবে শিক্ষা দেয়। যখন বিশ্বাসী মারা যায়, তারা অনন্ত জীবনে প্রবেশ করে, কিন্তু অবিশ্বাসীরা অনন্ত মৃত্যুতে প্রবেশ করে। লাসার ও ধনী ব্যক্তির দৃষ্টান্তটিতে আমরা দেখতে পাই, মৃত্যুর পরে লাসার কোথায় ছিল ও ধনী ব্যক্তি কোথায় ছিল। লাসার মারা যায় এবং স্বর্গদূতেরা তাকে তুলে অব্রাহামের কোলে বসায়। ধনী ব্যক্তি মারা যায় এবং তারপর নরকে তার চোখ খোলে, "যাতনার মধ্যে" (লুক ১৬:১৯)। যীশু বলেছেন, কেবলমাত্র দুটি জায়গা আছে, যেখানে মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা যাবে। তা হয় অনন্ত জীবনে প্রবেশ করবে, নয়তো অনন্ত নরকে। তিনি বলেছেন, "দুই হস্ত কিংবা দুই চরণ লইয়া অনন্ত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা বরং খঞ্জ কিংবা নুলা হইয়া জীবনে প্রবেশ করা তোমার ভালো" (মথি ১৮:৮)।

অনন্ত জীবন ও স্বর্গের মধ্যে এক যোগসূত্র আছে। যীশু ধনী যুবককে স্বর্গের ধনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যদি সে সমস্ত কিছু বিক্রি করে তাঁকে অনুসরণ করে। তিনি তাকে বলেছিলেন, "তাহাতে স্বর্গে ধন পাইবে" (মথি ১৯:২১)। আমরা যখন অনন্ত জীবনের কথা বলি, তখন আমরা স্বর্গের কথা চিন্তা করি। স্বর্গ কোথায়? স্বর্গ ঈশ্বরের সৃষ্টির একটা নির্দিষ্ট জায়গা। এটা সেই জায়গা, যেখানে ঈশ্বর বাস করেন। বাইবেল এই জায়গাকে স্বর্গ বলে: "আমাদের ঈশ্বর তো স্বর্গে থাকেন; তিনি যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহাই করিয়াছেন" (গীত ১১৫:৩)। যদিও ঈশ্বর সর্বত্র বিদ্যমান, তবুও স্বর্গ তাঁর বিশেষ বাসস্থান। তাঁর সিংহাসন সেখানে আছে, এবং সেখানে তিনি হাজার হাজার স্বর্গদূতদের দ্বারা বেষ্টিত। ঈশ্বর নিজের সম্পর্কে বলেন, "স্বর্গ আমার সিংহাসন, পৃথিবী আমার পাদপীঠ" (যিশা ৬৬:১)। যীশু আমাদেরকে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন, "হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা" (মথি ৬:৯)। পৃথিবীতে তাঁর কাজ সম্পূর্ণ করার পর যীশু স্বর্গে চলে যান, "তিনি স্বর্গে গমন করিয়া ঈশ্বরের দক্ষিণে আছেন" (১পিতর ৩:২২)। আমরা যখন "স্বর্গ" শব্দটা শুনি, তখন আমরা স্বাভাবিকভাবে উপরের দিকে তাকাই। "স্বর্গের" জন্য ইব্রীয় শব্দ উঁচু এবং অতি মহিমান্বিত অবস্থাকে বোঝায়। এলিয় স্বর্গে গিয়েছিলেন (২রাজা ২:১১)। যীশুকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হয় (লুক ২৪:৫১)। যতক্ষণ না একটা মেঘ এসে যীশুকে তাদের

চোখের আড়াল করল, ততক্ষণ শিষ্যরা যীশুকে দেখতে লাগল: "এই কথা বলিবার পর তিনি তাঁহাদের দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধে নীত হইলেন, এবং একখানি মেঘ তাঁহাদের দৃষ্টিপথ হইতে তাঁহাকে গ্রহণ করিল" (প্রেরিত ১:৯)। পৌলকে তৃতীয় স্বর্গ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় (২করি ১২:২)। "স্বর্গ" শব্দটি সবসময় ঈশ্বরের মহাবিশ্বের একটি উঁচু স্থানের সাথে যুক্ত।

স্বর্গ হল ঈশ্বরের সৃষ্টির এক বাস্তব স্থান। কিছু কিছু আধুনিক ঈশতত্ত্ববিদ স্বর্গকে কেবলমাত্র আত্মিক বিষয় হিসাবে দেখতে চায় - অনেকটা পৌত্তলিকদের আত্মিক বাসস্থানের ধারণার মতো। যদিও শাস্ত্র স্বর্গ সম্পর্কে সেই স্থানের কথা বলে, যেখানে কেউ ঈশ্বরে আনন্দিত হয়, স্বর্গ কেবলমাত্র মনের কোনও অবস্থা নয়। এটি এক বাস্তব স্থান। যীশু যখন স্বর্গে আরোহণ করেন, তিনি এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যান। তিনি পৃথিবী ছাড়েন এবং স্বর্গে ওঠেন। যীশুর স্বর্গারোহণ সম্পর্কে বলা হয়েছে: "তিনি আশীর্বাদ করিতে করিতে তাঁহাদের হইতে পৃথক্ হইলেন, এবং ঊর্দ্ধে, স্বর্গে নীত হইতে লাগিলেন" (লুক ২৪:৫১)। স্তিফানকে যখন পাথর মেরে হত্যা করা হয়, তিনি যীশুকে স্বর্গে দেখেছিলেন। তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন, "দেখ, আমি দেখিতেছি, স্বর্গ খোলা রহিয়াছে, এবং মনুষ্যপুত্র ঈশ্বরের দক্ষিণে দাঁড়াইয়া আছেন" (প্রেরিত ৭:৫৬)। স্তিফান এখানে মনের কোনও অবস্থার কথা বলেননি, বরং তাঁর চোখ খোলা ছিল, যা এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে লুকানো আছে - এক বাস্তবতা, যেটি সময় ও স্থানে বিদ্যমান। স্বর্গ এক স্থান, যেখানে যীশু তাঁর দেহ নিয়ে গিয়েছেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি তাদের জন্য স্বর্গে স্থান প্রস্তুত করতে যাবেন। একদিন তারা তাঁর সঙ্গে স্বর্গে মিলিত হবে। "আর আমি যখন যাই ও তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করি, তখন পুনর্বার আসিব, এবং আমার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব; যেন, আমি যেখানে থাকি, তোমরাও সেইখানে থাক" (যোহন ১৪:৩)। এই সমস্ত শাস্ত্রাংশ আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, স্বর্গ একটা বাস্তব স্থান - সেই স্থান যেখানে ঈশ্বর বাস করেন।

স্বর্গ সম্পর্কে বাইবেল বিভিন্ন বিষয় বলে। এটা অনন্ত আনন্দের স্থান, ঈশ্বরকে জানা ও তাঁকে উপভোগ করার স্থান, প্রার্থনা ও উপাসনার স্থান, এবং সর্বদা সদাপ্রভুর সাথে থাকার স্থান। সর্বোপরি, এটা সেই স্থান যেখানে ঈশ্বরের গৌরব উজ্জ্বলতর হয়। ঈশ্বরের মহিমার সবথেকে বড়ো প্রদর্শন স্বর্গে হয়। এটা সেই স্থান, যেখানে ঈশ্বর তাঁর মহিমা প্রকাশ করেন, যেখানে স্বর্গদূতেরা এবং উদ্ধারপ্রাপ্ত বিশ্বাসীরা তাঁর আরাধনা করে। আসফ ঈশ্বরের মহিমায় যাওয়ার প্রত্যাশা করেছিল: "তুমি নিজ মন্ত্রণায় আমাকে গমন করাইবে, শেষে সপ্রতাপে আমাকে গ্রহণ করিবে" (গীত ৭৩:২৪)। যীশু সম্পর্কে প্রেরিতশিষ্য কেবল এ বলেননি যে, তিনি তাঁর সন্তানদের স্বর্গে নিয়ে যাবেন, কিন্তু এও বলেছেন যে, তিনি "অনেক সন্তানদেরকে মহিমান্বিত" করবেন (ইব্রীয় ২:১০)।

স্বর্গ ঈশ্বরের মহিমার স্থান। ঈশ্বরের মহিমা তাঁর নিখুঁততার উজ্জ্বলতা ও মহত্ব। মোশির সামনে ঈশ্বর তাঁর মহিমা প্রকাশ করেছিলেন। মোশি তখন কী দেখেছিলেন এবং শুনেছিলেন? তিনি শুনেছিলেন ঈশ্বর কে। ঈশ্বর কীভাবে তাঁর নাম ঘোষণা করেছিলেন, তা তিনি শুনেছিলেন: "সদাপ্রভু, সদাপ্রভু, স্নেহশীল ও কৃপাময় ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর এবং দয়াতে ও সত্যে মহান; সহস্র সহস্র পুরুষ পর্যন্ত দয়ারক্ষক, অপরাধের, অধর্মের ও পাপের ক্ষমাকারী; তথাপি তিনি অবশ্য পাপের দণ্ড দেন" (যাত্রা ৩৪)। স্বর্গে, ঈশ্বরর তাঁর সম্পূর্ণ মহিমার প্রকাশ করেন। তাই স্বর্গ হল এক জাঁকজমকপূর্ণ স্থান। সেখানে ঈশ্বরের মহিমা দেখা যায়। ঈশ্বরের মহিমা হল স্বর্গের অধিবাসীদের পরম সুখ এবং সৌভাগ্য। স্বর্গের চূড়া হল: "আর তাহারা তাঁহার মুখ দর্শন করিবে" (প্রকা ২২:৪)। এটি স্বর্গকে স্বর্গ করে তোলে। এটি স্বর্গকে আনন্দ ও খুশির জায়গা করে তোলে। তারা "আনন্দগান পুরঃসর সিয়োনে আসিবে, এবং তাহাদের মস্তকে নিত্যস্থায়ী হর্ষমুকুট থাকিবে; তাহারা আমোদ ও আনন্দপ্রাপ্ত হইবে, এবং খেদ ও আর্তস্বর দূরে পলায়ন করিবে" (যিশা ৩৫:১০)।

খ্রীস্টবিশ্বাসী স্বীকার করে, "আমি অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করি"। এই অনন্ত জীবন কোথায় হবে? বাইবেল এক নতুন স্বর্গ ও নতুন পৃথিবীর কথা বলে। শেষ বিচারের পর, বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে বাস করার নিখুঁত আনন্দে প্রবেশ করবে। তারা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে চিরকাল থাকবে। "তিনি তাহাদের সহিত বাস করিবেন, এবং তাহারা তাঁহার প্রজা হইবে; এবং ঈশ্বর আপনি তাহাদের সঙ্গে থাকিবেন, ও

তাহাদের ঈশ্বর হইবেন” (প্রকা ২১:৩)। তারা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করবে, যেমন বাইবেল বলে, “এবং “কোনও শাপ আর হইবে না;” আর ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন তাহার মধ্যে থাকিবে; এবং তাঁহার দাসেরা তাঁহার আরাধনা করিবে, ও তাঁহার মুখ দর্শন করিবে, এবং তাঁহার নাম তাহাদের ললাটে থাকিবে। সেখানে রাত্রি আর হইবে না, এবং প্রদীপের আলোকে কিংবা সূর্যের আলোকে লোকদের কিছু প্রয়োজন হইবে না, কারণ “প্রভু ঈশ্বর তাহাদিগকে আলোকিত করিবেন; এবং তাহারা যুগপর্যায়ের যুগে যুগে রাজত্ব করিবে” (প্রকা ২২:৩-৫)।

সেখানে এক নতুন স্বর্গ ও নতুন পৃথিবী থাকবে - সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি। বিশ্বাসীরা সেখানে বাস করবে। পুরাতন নিয়ম ইতিমধ্যে এই ঘটনার বিষয়ে উল্লেখ করেছে। যিশাইয় ৬৫:১৭ পদে সদাপ্রভু বলেন, “কারণ দেখ, আমি নূতন আকাশমণ্ডলের ও নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি করি”। পিতর পুরাতন নিয়মের এই প্রতিজ্ঞাকে নির্দেশ করে লিখেছেন, “কিন্তু তাঁহার প্রতিজ্ঞা অনুসারে আমরা এমন নূতন আকাশমণ্ডলের ও নূতন পৃথিবীর অপেক্ষায় আছি, যাহার মধ্যে ধার্মিকতা বসতি করে” (২পিতর ৩:১৩)। শেষ বিচারের পরের ঘটনা সম্পর্কে যোহন তাঁর দর্শনে যা দেখেছিলেন, সেই বিষয়ে তিনি বলেছেন, “পরে আমি এক নূতন আকাশ ও এক নূতন পৃথিবী দেখিলাম; কেননা প্রথম আকাশ ও প্রথম পৃথিবী লুপ্ত হইয়াছে; এবং সমুদ্র আর নাই” (প্রকা ২১:১)। দৃশ্যমান সৃষ্টি নূতনীকৃত হবে এবং পাপ থেকে পরিস্কৃত হবে। সেখানে “এক নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী” হবে।

এই প্রশ্নটা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করা হবে, “পৃথিবী কি ধ্বংস হয়ে গিয়ে সম্পূর্ণরূপে নতুন পৃথিবীতে পরিণত হবে, নাকি এই পৃথিবীই পরিবর্তিত হবে এবং পতনের সমস্ত ফলাফল থেকে পরিস্কৃত হবে?” বাইবেলের কিছু পংক্তি বর্তমান স্বর্গ ও পৃথিবীর ধ্বংসকে প্রকাশ করে বলে মনে হয়। পিতর লিখেছেন, “কিন্তু প্রভুর দিন চোরের ন্যায় আসিবে; তখন আকাশমণ্ডল হূহূ শব্দ করিয়া উড়িয়া যাইবে, এবং মূলবস্তু সকল পুড়িয়া গিয়া বিলীন হইবে, এবং পৃথিবী ও তাহার মধ্যবর্তী কার্য সকল পুড়িয়া যাইবে” (২পিতর ৩:১০)। প্রকাশিত বাক্য ২১:১ পদে আমরা পড়ি, “কেননা প্রথম আকাশ ও প্রথম পৃথিবী লুপ্ত হইয়াছে; এবং সমুদ্র আর নাই”। এই শাস্ত্রাংশগুলি এক পুরানো স্বর্গ ও পৃথিবীর ধ্বংস হওয়ার এবং সেগুলির অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাওয়ার বিষয়কে নির্দেশ করে।

একটু গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে যে, মেঘ ও তারার আকাশ হিসাবে যে দৃশ্যমান স্বর্গকে আমরা জানি, তার সঙ্গে যে পৃথিবীতে আমরা থাকি, সেগুলি পাপের সমস্ত কিছু চিহ্ন থেকে পরিস্কৃত হয়ে যাবে। পুরানো পৃথিবী, যা কাঁটাঝোপের জন্ম দেয়, যেখানে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে, এবং যেখানে প্রচুর পরিমাণে অন্যায় হয়েছে, তা নূতনীকৃত হবে। ঈশ্বরের বার্তা এই নয় যে, “আমি দৃশ্যমান পৃথিবী ও স্বর্গকে ধ্বংস করব”, পরিবর্তে, “দেখ, আমি সকলই নূতন করিতেছি” (প্রকা ২১:৫)। তিনি আগুন দিয়ে তা পরিস্কার করবেন। তা এক নতুন পৃথিবী হবে, যার উপর ঈশ্বরের মহিমার স্বর্গ নেমে আসবে। “আর আমি যোহন দেখিলাম, “পবিত্র নগরী, নূতন জেরুশালেম,” স্বর্গ হইতে, ঈশ্বরের নিকট হইতে, নামিয়া আসিতেছে; সে আপন বরের নিমিত্ত বিভূষিতা কন্যার ন্যায় প্রস্তুত হইয়াছিল। পরে আমি সিংহাসন হইতে এই উচ্চ বাণী শুনিলাম, দেখ, মনুষ্যদের সহিত ঈশ্বরের আবাস; তিনি তাহাদের সহিত বাস করিবেন, এবং তাহারা তাঁহার প্রজা হইবে; এবং ঈশ্বর আপনি তাহাদের সঙ্গে থাকিবেন, ও তাহাদের ঈশ্বর হইবেন” (প্রকা ২১:২-৩)।

নতুন জেরুশালেম স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসে। এটি স্বর্গ থেকে আসে এবং নতুন পৃথিবীতে এটিকে এক স্থান দেওয়া হয়। স্বর্গ পৃথিবীতে ফিরে আসে, যাতে পৃথিবী নতুন হয়ে ওঠে। পাপের ফলে যে বিচ্ছেদ হয়েছিল, তা বাতিল হয়ে যাবে। নতুন জেরুশালেম, নতুন রাজ্য , মহান মহিমায় পৃথিবীতে নেমে আসবে। শাস্ত্র বলে, “সে আপন বরের নিমিত্ত বিভূষিতা কন্যার ন্যায় প্রস্তুত হইয়াছিল”। প্রকৃত বিশ্বাসীদের মণ্ডলী যীশুর কনে হিসাবে সেই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে। বিশ্বস্তদের প্রতি পুরাতন প্রতিজ্ঞা এই ছিল: “তাহার বংশ দেশের অধিকারী হইবে” (গীত ২৫:১৩)। পৃথিবীর পুনঃসৃষ্টিকালের বিষয়ে যীশু বলেছেন, “পুনঃসৃষ্টিকালে, যখন মনুষ্যপুত্র আপন প্রতাপের সিংহাসনে বসিবেন” (মথি ১৯:২৮)। ঈশ্বর তাঁর তাম্বু - তাঁর মন্দির - তাঁর প্রজাদের মধ্যে স্থাপন করবেন, এবং তাদের মধ্যে বাস

করবেন। বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে বাস করবে, এবং অনন্তকাল ধরে বেঁচে থাকবে, ঈশ্বরের সেবা ও আরাধনা করবে।

প্রেরিতশিষ্য শিক্ষা দিয়েছেন যে, সৃষ্টি সেই দিনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে: "কেননা সৃষ্টির ঐকান্তিকী প্রতীক্ষা ঈশ্বরের পুত্রগণের প্রকাশপ্রাপ্তির অপেক্ষা করিতেছে" (রোমীয় ৮:১৯)। মুক্তিপ্রাপ্ত বিশ্বাসীরা অনন্ত জীবনে কী করবে? ঈশ্বরের পূর্ণ উপভোগ স্বর্গকে স্বর্গে করে তুলবে। ঈশ্বরের সন্তানদের জন্য ঈশ্বরের সহভাগিতা এবং সান্নিধ্য সবথেকে বড়ো আনন্দ হবে। এই অবস্থা তখনও ছিল, যখন তারা পৃথিবীতে বাস করত। ঈশ্বরের সন্তানেরা আসফের প্রতিধ্বনি করে বলবে, "স্বর্গে আমার কে আছে? পৃথিবীতেও তোমা ভিন্ন আর কিছুতে আমার প্রীতি নাই" (গীত ৭৩:২৫)। কিন্তু এখন এটি তাদের চিরকালের আনন্দ ও সুখে পরিণত হবে।

ঈশ্বরের আনন্দ এবং পাপের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি স্বর্গকে স্বর্গ করে তুলবে। সেখানে বিশ্বাসীরা পাপ থেকে মুক্ত থাকবে। তারা দুঃখ থেকেও মুক্ত থাকবে। স্বর্গে দুঃখ, অসুস্থতা, মৃত্যু, শোক, ব্যাথা, ক্রুশবহন, যন্ত্রণা থাকবে না। "আর ঈশ্বর তাহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন; এবং মৃত্যু আর হইবে না; শোক বা আর্তনাদ বা ব্যথাও আর হইবে না; কারণ প্রথম বিষয় সকল লুপ্ত হইল" (প্রকা ২১:৪)। স্বর্গে বিশ্বাসীদেরকে শয়তান বা কোনও শত্রু থেকে আর ভয় পেতে হবে না। যে সমস্ত বিশ্বাসীরা জয় করেছে, তারা স্বর্গে থাকবে। "আর মেষশাবকের রক্ত প্রযুক্ত, এবং আপন আপন সাক্ষ্যের বাক্য প্রযুক্ত, তাহারা তাহাকে জয় করিয়াছে" (প্রকা ১২:১১)। কিন্তু বিশ্বাসীরা স্বর্গে কী করবে? স্বর্গের জীবন অনন্তকালের অলসতা নিয়ে হবে না। বিশ্বাসীরা স্বর্গে ঈশ্বরের সেবা করবে, যা তারা পৃথিবীতে কখনও করতে পারেনি।

সর্বোপরি, স্বর্গ হল আরাধনার স্থান - ঈশ্বরের আরাধনা। মুক্তিপ্রাপ্ত পাপীদের দ্বারা স্বর্গ পূর্ণ হবে, যারা ঈশ্বরের এবং মেষশাবকের আরাধনা করবে। ইব্রীয় ৮:২ পদে যীশুকে মহাযাজক ও প্রকৃত তাম্বুর পরিচারক বলা হয়েছে: "তিনি পবিত্র স্থানের, এবং যে তাম্বু মনুষ্য কর্তৃক নয়, কিন্তু প্রভু কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে, সেই প্রকৃত তাম্বুর সেবক"। ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসারে প্রান্তরে তাম্বু তৈরি করা হয়েছিল, এবং তা মানুষের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। স্বর্গীয় তাম্বু ঈশ্বর দ্বারা নির্মিত, এবং এটি এক উদ্দেশ্যে নির্মিত। এর অর্থ, স্বর্গে ও নতুন পৃথিবীতে আরাধনা হবে। যোহন নতুন জেরুশালেমের মধ্যে ঈশ্বরের মন্দির দেখেছিলেন। ঈশ্বরের মন্দির নতুন স্বর্গ ও নতুন পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু। সেখানে আরাধনার মন্দির হবে। সেখানে আরাধনার কার্যাবলী হবে, যা যাজকদের, আরাধনাকারীদের এবং বিভিন্ন বলিদানকে যুক্ত করবে।

ঈশ্বরের সেবা করা হবে এবং তাঁকে মহিমান্বিত করা হবে। সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা হিসাবে তিনি মহিমান্বিত হবেন। প্রকাশিত বাক্য ৪ অধ্যায় আমাদেরকে দেখায়, কীভাবে সমস্ত সৃষ্টি এবং পুরাতন ও নতুন নিয়মের বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের সামনে নতজানু হবে এবং সৃষ্টিকর্তা হিসাবে তাঁকে সম্মান করবে: "হে আমাদের প্রভু ও আমাদের ঈশ্বর, তুমিই প্রতাপ ও সমাদর ও পরাক্রম গ্রহণের যোগ্য; কেননা তুমিই সকলের সৃষ্টি করিয়াছ, এবং তোমার ইচ্ছাহেতু সকলই অস্তিত্বপ্রাপ্ত ও সৃষ্ট হইয়াছ" (প্রকা ৪:১১)। আমাদের ত্রাণকর্তা হিসাবে ঈশ্বরের আরাধনা করা হবে। মুক্তিপ্রাপ্তরা পরিত্রাণের গান গাইবে: "আর তাঁহারা এক নূতন গীত গান করেন, বলেন, তুমি ঐ পুস্তক গ্রহণ করিবার ও তাহার মুদ্রা খুলিবার যোগ্য; কেননা তুমি হত হইয়াছ, এবং আপনার রক্ত দ্বারা সমুদয় বংশ ও ভাষা ও জাতি ও লোকবৃন্দ হইতে ঈশ্বরের নিমিত্ত লোকদিগকে ক্রয় করিয়াছ" (প্রকা ৫:৯)।

ঈশ্বর যেভাবে তাঁর মণ্ডলীকে এবং প্রত্যেক বিশ্বাসীকে পরিচালিত করেছেন, তাঁর জন্য মহিমান্বিত হবেন। "আর তাহারা ঈশ্বরের দাস মোশির গীত ও মেষশাবকের গীত গায়, বলে, মহৎ ও আশ্চর্য তোমার ক্রিয়াসকল, হে প্রভু ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান; ন্যায্য ও সত্য তোমার মার্গ সকল, হে জাতিগণের রাজন" (প্রকা ১৫:৩)! দুষ্টদের প্রতি ঈশ্বর যে বিচার করবেন, তার জন্য ঈশ্বর মহিমান্বিত হবেন: "হাল্লেলুইয়া, পরিত্রাণ ও প্রতাপ ও পরাক্রম আমাদের ঈশ্বরেরই; কেননা তাঁহার বিচারাজ্ঞা সকল সত্য ও ন্যায্য; কারণ যে মহাবেশ্যা আপন বেশ্যাক্রিয়া দ্বারা পৃথিবীকে ভ্রষ্ট করিত, তিনি তাহার বিচার করিয়াছেন, তাহার হস্ত হইতে আপন দাসগণের রক্তপাতের পরিশোধ লইয়াছেন" (প্রকা ১৯:১-২)।

মুক্তিপ্রাপ্তরা স্বর্গে রাজা এবং যাজক হবে: “এবং আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে তাহাদিগকে রাজা ও যাজক করিয়াছ; আর তাহারা পৃথিবীর উপরে রাজত্ব করিবে” (প্রকা ৫:১০)। তারা রাজা হিসাবে শাসন করবে এবং যাজক হিসাবে সেবা করবে। এটি বোঝা খুব শক্ত। প্রেরিতশিষ্য এটিকে এই বলে প্রকাশ করেছেন, “আমরা কী হইব, তাহা এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই” (১যোহন ৩:২)। অনন্ত জীবন সম্পর্কে এখনও অনেক কিছু লুকানো আছে, এবং আমাদের বোধের বাইরে। তবে পরের বিষয়টি খুব ভালো হবে: “আমরা জানি, তিনি যখন প্রকাশিত হইবেন, তখন আমরা তাঁহার সমরূপ হইব; কারণ তিনি যেমন আছেন, তাঁহাকে তেমনই দেখিতে পাইব” (১যোহন ৩:২)। যীশু যেমন, আমরা তাঁকে তেমন দেখতে পাব, এবং যে ভালোবাসায় তিনি আমাদের ভালোবেসেছেন, তা আমরা বুঝতে পারব।

রাদারফোর্ড সেই মাথাটি দেখতে চেয়েছিলেন, যে মাথা তার পাপের জন্য কাঁটার মুকুট পরেছিলেন, এবং সেই মুখ দেখতে চেয়েছিলেন, যে মুখে তার পাপের জন্য থুতু ছেটানো হয়েছিল। যারা প্রভুতে আশা রাখে, বিশ্বাসসূত্রটি তাদের জন্য এক মন্তব্য দিয়ে শেষ হয়। এটি আমাদেরকে এক উঁচু পাহাড়ে ওঠায়, অনন্তের বীথিতে দাঁড় করায়, এবং যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে, তাদের জন্য ঈশ্বর যা সঞ্চয় করে রেখেছেন তা দেখায়, আর বলায়, “আমি অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করি”। হেইডেলবার্গ প্রশ্নোত্তরের ৫৮ নং উত্তরে এটি সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে: “যেহেতু আমার হৃদয়ে আমি অনন্ত আনন্দের সূচনা অনুভব করি, তাই এই জীবনের পরে আমি নিখুঁত পরিত্রাণ পাব, যা ধারণ করার জন্য ‘চোখ দেখেনি, কান শোনেনি, মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করেনি’, এবং তা চিরকাল সেখানে ঈশ্বরের প্রশংসা করবে”।

তবে এই বর্তমান জীবন, অনন্তের জন্য নিষ্পত্তিকর হবে। আমাদের অনন্ত ও ভবিষ্যৎ অবস্থা নির্ভর করে, আমরা এখন কে তার উপর। এই সংক্ষিপ্ত ও শ্রমসাধ্য জীবনের সময়ে আমাদের অনন্ত নিয়তি নির্ধারিত হবে। সেইজন্য প্রেরিতশিষ্য বলেছেন যে, ঈশ্বর প্রত্যেক ব্যক্তির কর্মের প্রতিফল দেবেন; অর্থাৎ পুরুষ বা নারী যে কেউই, হয় সুসমাচারের সত্যকে পরিত্যাগ করেছে বা গ্রহণ করেছে, এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করেছে। প্রেরিতশিষ্যের কথা অনুসারে, ঈশ্বর “প্রত্যেক মনুষ্যকে তাহার কার্যানুযায়ী ফল দিবেন, সৎ ক্রিয়ায় ধৈর্য সহযোগে যাহারা প্রতাপ, সমাদর ও অক্ষয়তার অন্বেষণ করে, তাহাদিগকে অনন্ত জীবন দিবেন; কিন্তু যাহারা প্রতিযোগী, এবং সত্যের অবাধ্য ও অধার্মিকতার বাধ্য, তাহাদের প্রতি ক্রোধ ও রোষ, ক্লেশ ও সঙ্কট বর্তিবে” (রোমীয় ২:৬-৮)। কেউ একজন দুষ্টতার জীবন কাটাবে, এবং সুসমাচার ও ঈশ্বরের অনুগ্রহকে বর্জন করবে, এবং শেষে সুখী জীবনের অধিকারী হবে, তা চিন্তা করা এক বড়ো ভুল।

যীশু যে বার্তা দিয়ে প্রেরিত শিষ্যদের জগতে পাঠিয়েছিলেন, সেটি দুই প্রকার: “যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রাণ পাইবে; কিন্তু যে অবিশ্বাস করে, তাহার দণ্ডাজ্ঞা করা যাইবে” (মার্ক ১৬:১৬)। অনন্ত জীবনের উল্টো দিক হল অনন্ত মৃত্যু। মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে অনেক কিছু এখনও আমাদের কাছে গোপনীয় আছে। তবে এটা পরিস্কার যে, কেবলমাত্র দুটি রাস্তা আর দুটি গন্তব্যস্থল আছে। একটি রাস্তা আছে, যা অনন্ত জীবনে শেষ হয়, আর একটি রাস্তা অনন্ত মৃত্যুতে শেষ হয়। যে রাস্তায় এখন আপনি চলেছেন, তা ফলাফল নির্ধারণ করবে। এটা যীশুর চেয়ে ভালো কেউ জানত না। সেইজন্য তিনি তৎপরতার সাথে বলেছিলেন, “সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ কর; কেননা সর্বনাশে যাইবার দ্বার প্রশস্ত ও পথ পরিসর, এবং অনেকেই তাহা দিয়া প্রবেশ করে; কেননা জীবনে যাইবার দ্বার সঙ্কীর্ণ ও পথ দুর্গম, এবং অল্প লোকেই তাহা পায়” (মথি ৭:১৩-১৪)।